চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 25 May, 2020 ■ আগরতলা, ২৫ মে ২০২০ ইং ■ ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অসমে ত্রিপুরার তিন জনের দেহে করোনার সংক্রমন

শিলচর (অসম), ২৪ মে (হি.স.)।। অসমে ত্রিপুরার তিন নাগরিকের দেহে করোনা সংক্রমনের সন্ধান মিলছে। তার মধ্যে একজন আগরতলা থেকে আগত এবং বাকি দুইজন চেন্নাই থেকে। রবিবার অসমের স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

শনিবার রাতে বরাক উপত্যকায় নতুন করে আরও আটজনের দেহে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে গোটা বরাক উপত্যকায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪২-এ। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে হাইলাকান্দির শিশু সহ তিন, কাছাড়ের তিন এবং ত্রিপুরার দুই বাসিন্দা।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজের সর্বশেষ রিপোর্টে নিশ্চিত আটজ পজিটিভ রোগীর মধ্যে রয়েছেন হাইলকান্দি জেলার পালইছড়া গ্রামের একই পরিবারের দিলওয়ার হুসেন চৌধুরী (৩১), রেহমানা বেগম (২২) এবং সাদিকুর রহমান চৌধুরী (২)। স্বামী স্ত্রী ও তাঁদের শিশুসন্তান অতিসম্প্রতি বেঙ্গালুরু থেকে এসেছিলেন। ছিলেন

একজন আগরতলা ও দুজন চেন্নাই ফেরত

কোয়ারেন্টাইনে।

কাছাড় জেলার তিনজনের মধ্যে কাপ্তানপুরের তাহের আলি চৌধুরী (২৯)। তিনি তেলেঙ্গানা থেকে এসেছিলেন। এছাড়া কালাইনের দামন মুণ্ডা (১৮), তিনি এসেছিলেন ঝাড়খণ্ড থেকে। তৃতীয়জন কচুদরমের আমির হুসেন লস্কর (২০)। তিনি এসেছিলেন ত্রিপুরার আগরতলা থেকে।

এছাড়া ত্রিপুরার দুই আক্রান্তরা যথাক্রমে দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়া এলাকার মলয় আচার্য (৪০) এবং উদয়পুরের মিঠন দেবনাথ (৩০)। এই দুজন মুম্বাই থেকে এসেছিলেন। ত্রিপুরায় নিজেদের বাড়ি যাওয়ার আগে এখানে তাঁদের লালারস পরীক্ষা হয়। পরীক্ষায় রেজাল্ট পজিটিভ আসে। উভয়ের চিকিৎসা চলছে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কোভিড সেলে ৪২ জন করোনা আক্রান্ত রোগীর মধ্যে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে, তিনি হাইলাকান্দি জেলার ফইজুল হক। বর্তমানে শিলচর মেডিক্যাল কলেজের কোভিড ওয়ার্ডে ৩১ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এছাড়া তিন জেলার ১১ জন সুস্থ হয়ে চলে গেছেন।

এদিকে কাছাড় জেলায় কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৬ জনে। এ মধ্যে একজন শোণিতপুর জেলার অন্তর্গত ঢেকিয়াজুলির ঠেলামারা কোচগাঁওয়ের বাসিন্দা। বিপরীতে করিমগঞ্জ জেলার ৭ জন এবং হাইলাকান্দি জেলার ৬ জন লোক আক্রান্ত হয়েছেন। অপরদিকে ত্রিপুরার ২ জনকে আক্রান্তের তালিকায় যুক্ত করে বরাক উপত্যকার সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৪২-এ। ক্রমবর্ধমান কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্তের ঘটনায় উপত্যকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজ্যে প্রথম গত ৩১ মার্চ করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। তিনি ছিলেন করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর থানার হাসানপুর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা-কলকাতা রুটে বিমান পরিষেবা চালু হচ্ছে না স্থগিত ২৭ মে পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। আপাতত আগরতলা-কলকাতা রুটে বিমান পরিষেবা স্থগিত করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় আমফানের প্রভাবে কলকাতা বিমানবন্দর বিমান উঠানামা করার জন্য প্রস্তুত হতে পারেনি। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আগ্রহে কলকাতা বিমানবন্দরে আপাতত বিমান পরিষেবা স্থগিত রাখা হয়েছে। ২৭ মে পর্যন্ত এই পরিষেবা স্থগিত থাকবে। ফলে, আগরতলা রুটে উভয়দিকের সমস্ত টিকিট বাতিল করা হয়েছে।

রবিবার দফায় দফায় দেশের সমস্ত বিমানবন্দরের কর্মকর্তাদের সাথে বেসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের সচিব বৈঠক করেছেন। মূলতঃ মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ু আপাতত বিমান পরিষেবা স্থগিত রাখার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন, পুনে এবং মুম্বই বিমানবন্দরে পরিষেবা চালু করা যাবে না। তেমনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও আঠাশ মে পর্যন্ত বাগডোগরা বিমানবন্দর এবং ৩০ মে পর্যন্ত কলকাতা বিমানবন্দরে পরিষেবা স্থগিত রাখার অনুরোধ জানিয়েছেন। আজ দিনভর আগামীকাল থেকে আগরতলা- ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিল্লী ফেরত রাজ্যের তিনজনের দেহে করোনান সন্ধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। আবারও বহিঃরাজ্য ফেরত ত্রিপুরার নাগরিকদের দেহে করোনা সংক্রমন মিলেছে। দিল্লী থেকে রাজধানী এক্সপ্রেসে আসা তিনজনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। আজ রাতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এক ট্যুইট বার্তায় জানান, ৯৯১ টি নমুনা পরীক্ষায় তিনজনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। তারা সকলেই দিল্লী থেকে রাজধানী এক্সপ্রেসে রাজ্যে ফিরেছেন। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর তাদের মধ্যে দুইজন খোয়াই এবং একজন পশ্চিম জেলার বাসিন্দা রয়েছেন।

রাজ্যে করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে থেকে আজ পর্যন্ত ১৬৫ জন সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে রাজ্যে সক্রিয় করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২৪ জন। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এ তথ্য জানান। তিনি জানান, বর্তমানে ফেসিলিটি কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ২৯২ জন। হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ৮০৯০ জন । এ পর্যন্ত মোট নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ২১৫৮৮ জনের। নমুনা পরীক্ষা করা হয় ১৯৭২৮ জনের। মোট পজিটিভ ১৯৪ জন। নেগেটিভ ১৯৫৩৭ জন। আজ মোট নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১৪৫১ জনের। আজ নমুনা পরীক্ষা চলছে ৮৫০ জনের।

শিক্ষামন্ত্রী জানান রাজ্যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের সুস্থ হওয়ার হার ৮৬.৩৯ শতাংশ। তিনি জানান, আজ সুস্থ হয়েছেন ১২ জন। এর মধ্যে এ জি এম সি থেকে ২ জন ও শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসের কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে ১০ জনকে আজ ছুটি দেওয়া হয়েছে। আজকে এ জি এম সিতে আর কোন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী নেই। গতকালকের ১৬ জন সহ মোট ২৪ জন ভগৎ সিং যুব আবাসের কোভিড কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, আজ চুড়াইবাড়ি দিয়ে রাজ্যে এসেছেন ৩৮৮ জন। এরমধ্যে ১২১ জন ট্রাক চালক। ২৬৭ জন বহির্রাজ্যে আটকে থাকা মানুষ।

ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে রাজধানী আগরতলায় গেদু মিয়ার মসজিদে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করেন শ্রমিকরা। ছবি নিজস্ব।

কৃষকদের উৎসাহীত করতে ক্ষেতে গিয়ে ধান কাটলেন কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। কৃষকরাই উন্নয়নের চালিকাশক্তি। কৃষকদের উৎসাহিত করতে রাজ্যের কৃষি উন্নয়ন মন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায় নিজেই হাতে পাকা ধান কেটে কৃষকের ঘরে তুলে দিতে উদ্যোগ গ্রহণ করলেন।

রবিবার গোমতী জেলার উদয়পুর এর ছাতারিয়া গ্রামে এই প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন কৃষি উন্নয়ন মন্ত্রী। ছাতারিয়া গ্রামের গরিব কৃষক পিন্টু মজুমদারের খেতে পাকা ধান পড়ে রয়েছে। একদিকে লকডাউন অন্যদিকে আর্থিক অসঙ্গতির কারণে কৃষক পিন্টু মজুমদার সেই পাকা ধান কেটে ঘরে তুলতে পারছিলেন না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি উন্নয়ন মন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায় নিজে মন্ডল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ ও কুয়েত থেকে রাজ্যে ফিরছেন ২৪১ জন

এখন থেকে লক্ষণ থাকলেই প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। বাংলাদেশ থেকে ১০৫ জন আগামী বৃহস্পতিবার ও কুয়েত থেকে ১৩৬ জন আগামী চার জুন ফিরছেন। বাংলাদেশ ফেরত ত্রিপুরার নাগরিকরা আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করবেন। অন্যদিকে, কুয়েত থেকে ফেরত ত্রিপুরার নাগরিকরা গুয়াহাটি পর্যন্ত বিমানে আসবেন। তারা কুয়েতের জেলে বন্দী রয়েছেন। অসমের নাগরিকদের সাথে একত্রে তারা ফিরবেন। এদিকে, এখন থেকে রাজ্যে আগতদের লক্ষণ থাকলেই প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।

শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন, আইন ভঙ্গ করার দায়ে ত্রিপুরার ওই নাগরিকরা বর্তমানে কুয়েতের জেলে বন্দী রয়েছেন। কিন্তু, করোনার কারণে তাদের দেশে পাঠানো হচ্ছে। তারা বিশেষ বিমানে গুয়াহাটি আসবেন। সেখান থেকে তাদের ত্রিপুরায় আনা হবে। শিক্ষমন্ত্রী জানান, ত্রিপুরায় ফেরার পর তাদের কোয়ারেন্টাইন করা হবে।

এগিকে, বাংলাদেশ থেকে ১০৫ জন ত্রিপুরার নাগরিক বাসে ফিরবেন। ঢাকা থেকে তারা আখাউড়া আইসিপি দিয়ে আগামী ২৮ মে রাজ্যে আসবেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ থেকে আগত ত্রিপুরার নাগরিকদের সকলকেই প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হবে। তাদের নমুনাও সংগ্রহ করা হবে। কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ আসলে তবেই তারা বাড়ি যেতে পারবেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্নান করতে গিয়ে পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। পুকুরে স্নান করতে গিয়ে সলিল সমাধি ঘটল এক গাড়িচালকের। ঘটনা উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের মধ্যপাড়ায়। মৃতের নাম নারায়ন দেবনাথ। পেশায় গাড়ীচালক নারায়ন দেবনাথ শনিবার সন্ধ্যা নাগাদ ভাড়া বাড়ির পুকুরে স্নান করতে যান। সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রী সবিতা দেবনাথ। পুকুরের ঘাটে স্নান করতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে জলে পড়ে যান নারায়ন দেবনাথ।

তিনি সাঁতার জানতেন না। জলে পড়ে যাওয়ার পর স্বামীকে দেখতে না পেয়ে চিৎকার চেচামেচি শুরু করেন স্ত্রী সবিতা দেবনাথ। চিৎকার শুনে তার তার ছেলে ও প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। জলে ডুবে যাওয়া নারায়ন দেবনাথ কে উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করে ব্যর্থ হন স্থানীয় লোকজন রা। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা এসে তাকে ডুবন্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। ততক্ষণে তিনি আর বেঁচে নেই।

ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক নারায়ন দেবনাথকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই ধর্মনগরের মধ্যপাড়া এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। রবিবার ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহটি পরিবারের লোকজন হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুতে পরিবারটি পুরোপুরি অসহায় হয়ে পড়েছে।

সিধাইয়ে বাংলাদেশী চোরকে পিটিয়ে আধমরা করল জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। বাংলাদেশী এক কুখ্যাত চোরকে পাকড়াও করেছেন মোহনপুর এলাকার জনগণ। তাকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে সিধাই থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পাকড়াও করা চুরের নাম রোখমান মিয়া। মোহনপুরে ইন্দো বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা থেকে তাকে পাকড়াও করেছেন মোহনপুর বাসি।

তাকে আটক করার পর উত্তেজিত জনতা তাকে উত্তম-মধ্যম দেন। তাতে সে আহত হয়েছে। সিধাই থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মোহনপুর এলাকার দুটি মন্দিরে চুরির ঘটনায় সে জড়িত রয়েছে। আটক চুরের বাড়ি বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলায় বলে জানা গেছে। লকডাউন চলাকালেও সীমান্তে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া কেটে এসে চুরির ঘটনা সংগঠিত করেছে বলে সীমান্ত এলাকার জনগণের অভিযোগ। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারি বাড়ানোর জন্য দাবি উঠেছে।

বাংলাদেশী চোরদের দৌরাত্বে অতিষ্ট হয়ে সীমান্তবর্তী এলাকার জনগণ রাত জেগে পাহারা দিয়ে নিজেদের ধন-সম্পদ রক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছেন। বিএসএফ এ ব্যাপারে আরও কঠোর মনোভাব গ্রহণ না করলে সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণের বসবাস করা কঠিন হয়ে উঠবে বলে অভিমত এলাকাবাসীর।

২৪ ঘন্টায় দেশে করোনায় আক্রান্ত ৬,৭৬৭ জন

নয়াদিল্লী, ২৪ মে (হিঃসঃ)।। ২৪ ঘন্টায় সংক্রমিত ৬,৭৬৭ জন, ভারতে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৩, ৮৬৭। করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ৫৪,৪৪০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬,৭৬৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১৪৭ জনের। রবিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১,৩১, ৮৬৮ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ৭৩,৫৬০)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩,৮৬৭। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৫৪,৪৪০ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ ঈদ-উল-ফিতর মসজিদে নামকাওয়াস্তে আদায় করা হবে নামাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। সোমবার মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের খুশির উৎসব ঈদ। টানা এক মাস রোজা পালনের পর মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা ঈদ উৎসবে সামিল হচ্ছেন। তবে এবার ঈদ উৎসবে তেমন কোন লোক জমায়েত হচ্ছে না। মসজিদ গলিতে নামকাওয়াস্তে ঈদের নামাজ পাঠ করানো হবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়িতে ঈদের নামাজ আদায় করবেন।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে গোটা বিশ্ব বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। গোটা ভারতবর্ষে পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সারা দেশজুড়ে চলছে লক ডাউন। লকডাউন চলাকালে সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও জামায়াত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সামাজিক দূরত্ব ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহারাষ্ট্র ফেরত করোনা সংক্রমিতদের সংস্পর্শে থাকা ৭৩২ জন চিহ্নিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। মহারাষ্ট্র ফেরেত করোনা সংক্রমিতদের সংস্পর্শে থাকা সকলকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এমন ৭৩২ জনের আগামী দুইদিনের মধ্যে নমুনা পরীক্ষা করা হবে। এদিকে, বহিঃ রাজ্য ফেরত করোনা সংক্রমিতদের বাড়ির আশেপাশে এখনই করোনা ঝুকিপূর্ণ এলাকা ঘোষণা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই বলে জানিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসক।

এদিন, শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান, গতকাল মহারাষ্ট্র ফেরত করোনা সংক্রমিত ষোলজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের সংস্পর্শে থাকা ৭৩২ জনকেও ইতিমধ্যে চিহ্নিত করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। তিনি বলেন, আগামী দুইদিনের মধ্যে ওই ৭৩২ জনের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যনীতি মেনেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করেন শিক্ষামন্ত্রী।

এদিকে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডাঃ সন্দীপ এম মাহাত্মে বলেন, আপাতত করোনা সংক্রমিতদের বাড়ির আশেপাশে ঝুকিপূর্ণ এলাকা (কনটেইনমেন্ট জোন) ঘোষণা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই। তিনি বলেন, নয়া স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর অনুযায়ী ফেরত করোনা সংক্রমিতদের বাড়ির আশেপাশে কনটেইনমেন্ট জোন ঘোষণা দিতে হবে না। তবে, নতুন কোন করোনা সংক্রমিতের সন্ধান পাওয়া গেলেই তবেই ওই এলাকাকে করোনা ঝুকিপূর্ণ এলাকা বলে ঘোষণা দেওয়া হবে।

প্রশাসনিক গাফিলতির অভিযোগে জনতার বিক্ষোভ মন্ত্রীবাড়ি রোডে

এদিকে, বহিঃরাজ্য থেকে রাজ্যে ফিরে আসা ত্রিপুরার নাগরিকদের হোম কোয়ারেন্টাইন এ থাকার নির্দেশিকা জারি করা হলেও অনেক ক্ষেত্রে এইসব নির্দেশিকা মান্য করছেন না সংশ্লিষ্ট লোকজনরা। তাতে পরিণতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। প্রশাসন এসব বিষয় নিয়ে কঠোর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ধরনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে রাজধানী আগরতলা শহরের পোস্ট অফিস চৌমুহনী এলাকার জনগণ রবিবার প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান পোস্ট অফিস চৌমুহনী এলাকার তিনজন বহির রাজ্য থেকে এসেছেন। তারা হোম কোয়ারেন্টাইন এ থাকার কথা থাকলেও তারা সরকারী নির্দেশ মান্য করছেন না। স্থানীয় জনগণ অভিযোগের আঙুল তুলেছেন প্রশাসনের বিরুদ্ধেও।

তারা জানান বিষয়টি তারা স্বাস্থ্য দপ্তর, এসডিএম সহ পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছেন। কিন্তু কোন ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, যে রাস্তা দিয়ে ওইসব লোকজন বাড়িতে গিয়েছেন সেই রাস্তাটি পর্যন্ত স্যানিটেশনের আওতায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২২১ ▫ ২৫ মে ২০২০ ইং ▫ ১১ জ্যৈষ্ঠ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

উদ্বেগ বাড়াইতেছে করোনা

মানুষ যখন স্বস্তির খোঁজে উন্মুখ তখন উদ্বেগ ও আতংক আরও বাড়িয়া গেল। দেশে করোনা লাফাইয়া লাফাইয়া উর্দ্ধমুখী হইতেছে। শুক্রবারের পর শনিবারও দেশে ২৪ ঘন্টায় ৬ হাজারের বেশী কোভিড আক্রান্ত হইয়াছে। ইহার পর দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা সোয়া লক্ষ ছাড়াইয়া গিয়াছে। গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যু হইয়াছে ১০৭ জনেরও বেশী। এর মধ্যে মহারাষ্ট্রে সংখ্যাটা বেশী। দেশে এ পর্য্যন্ত করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩৭২০। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যখন ত্রিপুরা সাফল্যের আঁচে উৎফুল্ল তখন মাথার উপর বাজ পড়ে। বহিরাজ্য হইতে ত্রিপুরার বাসিন্দাদের রাজ্যে প্রত্যাবর্তন শুরু হইতেই রাজ্যে করোনা সংক্রমণ বাড়িতে শুরু করিয়াছে। গত কয়েকদিনে যতগুলি সংক্রমনের ঘটনা ঘটিয়াছে প্রায় সবগুলিই বর্হিরাজ্য হইতে আসা। শনিবার নতুন করিয়া আরও ষোলজনের শরীরে কোভিড-১৯ সংক্রমন পাওয়া গিয়াছে। সংক্রমিত প্রত্যেকেই বহিরাজ্য হইতে ফিরিয়াছেন। ফলে, রাজ্যে কোভিড সংক্রমনের সংখ্যা বাড়িয়া দাঁড়াইল ১৯১তে। জানা গিয়াছে, মহারাষ্ট্র হইতে যাহারা রাজ্যে ফিরিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ২৫০ জনের সোয়াব সংগ্রহ করা হইয়াছিল। ২৫০ জনের মধ্যে ৮০ জনের সোয়াব গতকাল পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় ৮০ জনের রিপোর্ট আসে। এর মধ্যে ১৬ জনের শরীরে সংক্রমন পাওয়া গিয়াছে। এই ১৬ জনের মধ্যে আগরতলা শহরেই তিনজন, খুমুলুঙে দুইজন। বাকীরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া ছিটাইয়া রহিয়াছে। বহিরাজ্য হইতে ফিরিতেছে তাহাদের কোয়ারেন্টাইনে থাকা যে কতখানি জরুরী এই ১৬ জনের সংক্রমন চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল। উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আরও বাড়াইয়া দিয়াছে এই জন্য যে, সম্প্রতি চেন্নাই ফেরৎ ৪ জন গুয়াহাটি হইতে দুইজনের শরীরে সংক্রমন পাওয়া গিয়াছে। প্রমাণিত হইয়া গেল যে, বহির্রাজ্য হইতে রাজ্যে যাহারা প্রত্যাবর্তন করিতেছেন তাঁহারাই এখন রাজ্যবাসীর চোখের ঘুম কাড়িয়া নিয়াছেন। রাজ্য সরকার বহির্রাজ্যে আটকা রাজ্যের বাসিন্দাদের রাজ্যে ফিরাইয়া আনিবার নৈতিক দায় পালন করিয়াছেন। বিমান চালু হইবে সম্ভবত ২৮ মে হইতে। বিমানে বহু মানুষ রাজ্যে আসিবেন। এই আসাদের মধ্যে ত্রিপুরার লোক যেমন থাকার কথা তেমনি বহির্রাজ্যের মানুষও এরাজ্যে কাজের তাগিদে আসিতে উন্মুখ। বিমান চলাচল বন্ধ থাকায় কত মানুষ যে চরম বিড়ম্বনায় কাটাইতেছেন তাহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। প্রকৃত পক্ষে রাজ্য সরকার এখন উভয় সংকটে। বহির্রাজ্যে আটক রাজ্যবাসীকে ঘরে ফেরানোর দায় অন্যদিকে করোনা সংক্রমণ বাড়িতে থাকিবার দায়, উভয় সংকটে রাজ্যবাসী। এই বিষয়ে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারীকদের সামনে নতুন করিয়া চ্যালেঞ্জ আসিয়া দাঁড়াইল। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করিতে না পারিলে ত্রিপুরাকে করোনা সংক্রমন নিয়া ভয়ানক বিপদের মুখে পড়িতে হইবে। বহির্রাজ্য হইতে রাজ্যে ফিরাইয়া আনিবার ক্ষেত্রে আরও কড়াকড়ি আরোপ করা ছাড়া উপায় নাই। অন্তর্দেশীয় বিমান পরিষেবা ২৮ মে হইতে চালু হইবে। পঁচিশে মে হইতে চালু হইবার কথা ছিল। কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দাবী জানাইয়াছে ৩১মে পর্যন্ত উড়ান চালনা বন্ধ করিতে। কিন্তু, কেন্দ্র সিদ্ধান্ত নিয়াছে ২৮মে হইতে আকাশে উড়িবে বিমান। এই বিমান চালু হইলে ত্রিপুরায় বহিঃরাজ্যের বহু মানুষের আগমন ঘটিবে। উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় কাটিবে রাজ্যবাসীর। নতুন শক্তি ও মনোবল নিয়া করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতেই হইবে। কোনও রকম শিথিলতাই আরও বড় বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে।

হুগলীতে সায়ন্তন বসুকে হেনস্তার প্রতিবাদে জেলার বিভিন্ন জায়গায় পথ অবরোধ বিজেপির

হুগলী, ২৪ মে (হি.স.) : বুধবারের বিনাশকারী আমফানে হুগলীতে বহু মানুষ ব্যপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেশ কয়েকটি দিন পেরিয়ে যাবার পরও এখনো বহু মানুষ আজ অসহায়. সেই সব ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষদের সাথে পাশে থাকার উদ্দেশ্য রবিবার উত্তরপাড়া য় বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসু।

অভিযোগ সায়ন্তন বসু উত্তরপাড়ায় মানুষদের সাথে দেখা করে ফেরার পথে তার গাড়ি ঘিরে হেনস্থা করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে।সায়ন্তন বসুর অভিযোগ তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী সবসময়ই বিজেপি কর্মীদের মানুষের পাশে থাকার জন্য বাধা দিচ্ছে। তাদের বিভিন্ন নেতাদের রাস্তায় যাওয়ার পথে নানা ভাবে আটকাচ্ছে, শুধু তাই নয়, পুলিশ দিয়েও তাদের হেনস্তা ও আটকাবার চেষ্টা করে চলেছে। রীতিমত হামলা চালাচ্ছে তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী।তিনি সরাসরি জেলার তৃণমূল সভাপতি দিলীপ যাদবের দিকে আঙুল তুলে এই ঘটনায় জন্য। তাকেই দায়ী করেন বলেন দিলীপ যাদব একটা গুন্ডা, সে তার গুন্ডা বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে পরিকল্পিত ভাবে আজ হেনস্তা করলো তাকে।এদিকে রবিবার সকালে এই ঘটনায় খবর চাউর হতেই জেলাজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় পথ অবরোধ ও বিক্ষোভে নামে হুগলি জেলার বিজেপি কর্মীরা।তারপরই উত্তরপাড়া তেই পথ অবরোধে নামে সেখানকার বিজেপি কর্মীরা। এরপর কোন্নগর, শ্রীরামপুর বটতলা, শ্রীরামপুর নওগাঁ মোর, শেওড়াফুলি, জাঙ্গীপাড়া সহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় দিনভর পথ অবরোধে ও বিক্ষোভ পদর্শন করে বিজেপি নেতা কর্মীরা। রবিবার বিকেলে তাকে তৃনমূলের দ্বারা হেনস্তার প্রতিবাদ শ্রীরামপুরে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের ডি সি পি ইশানী পালের সাথে দেখা করে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। এদিকে এই প্রসঙ্গে হুগলি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দিলীপ যাদব পাল্টা বলেন করোনার মধ্যে ওদেরকে মানুষের পাশে থাকতে দেখা গেলো না। এখন ঝড় নিয়ে রাজনিতী করতে বেরিয়েছে ওরা। সায়ন্তন বসু উস্কানি দিয়ে রাজনীতি করতে এসেছিলেন উত্তরপাড়ায়। সাধারণ মানুষ তার জবাব দিয়েছে।এই ঘটনার সাথে তৃণমূলের কোনো যোগ নেই।

গয়েরকাটায় ট্রেলারের ধাক্কায় গুড়িয়ে গেল অস্থায়ী চেকপোস্ট, আহত ২ পুলিশকর্মী

গয়েরকাটা, ২৪ মে (হি. স.) : ট্রেলারের ধাক্কায় গুড়িয়ে গেল জলপাইগুড়ির বানারহাট থানার অস্থায়ী চেকপোস্ট। করোনা পরিস্থিতিতে বিভিন্ন যানবাহন চলাচলের অনুমতিপত্র নিরীক্ষণ করার উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল বানারহাট থানার অস্থায়ী চেকপোস্ট। রবিবার দুর্ঘটনার জেরে আহত হন ২ পুলিশকর্মী। দুর্ঘটনার পর ট্রেলারটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

প্রসঙ্গত, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার সংযোগস্থলে চেকপোস্ট এলাকায় বানারহাট থানার তরফে তৈরি করা হয়েছিল এই অস্থায়ী চেকপোস্ট।

আমফান মোকাবিলায় বোলপুরের মাড়োয়ারি সমাজ মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান

বোলপুর, ২৪ মে (হি. স.) : আমফান মোকাবিলায় বোলপুরের মাড়োয়ারি সমাজ মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করলেন ২ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। আমফান ঝড়ে চরম ক্ষতির মুখে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা। ভয়াবহ ক্ষতির মুখে পরে কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। ইতিমধ্যেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সেনা নামিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করছে রাজ্য প্রশাসন। তবুও যে বিপুল ক্ষতির পরিমাণ তা সামাল দিতে মুখ্যমন্ত্রী পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে লক্ষকোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ২লক্ষ ২১ হাজার টাকা দান করলেন বোলপুরের মাড়োয়ারি সমাজ। এদিকে এস আর ডি এ চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডলের হাতে ২ লক্ষ ২১১ হাজার টাকার চেক তুলে দেন। এ ঘটনায় চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল জানান মুখ্যমন্ত্রী পাঠানো হচ্ছে এই অর্থ দিয়ে দুর্গত মানুষদের সেবা কাজে লাগানো হবে। এস আর ডি এর চেয়ারম্যান পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানানো হচ্ছে।

লকডাউন, ক্ষুধা এবং শ্রমিক

গৌতম রায়

আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে সাহিত্যে নোবেল পেয়েছিলেন কেন্ট হামসুন। আজ ২০২০ সালে করোনা অতিমারীর এই ভয়াবহ সংকটের ভিতরে হামসুনের উপন্যাসের নরওয়ের একটি শহরের আখ্যান যেন এই দুঃসময়ে খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। উনিশ শতকের শেষ লগ্নে নরওয়েজিয়ান শহরের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট যেন আজকের এই অতিমারীর পিছনে চুপ করে বসে থাকা ভয়াবহ 'ক্ষুধা' নামক শব্দটিকে একটি নতুন অভিধারার ভিতর দিয়ে আমাদের সামনে উঠে আসছে। রচম দারিদ্র কিভাবে নরওয়েতে একটা সময়ে শারীরিক সংকটকে অতিক্রম করে একটা প্রবল মানসিক সংকটের ভিতর দিয়ে গোটা সামাজিক গতিপ্রাবাহকে ভয়াবহ সংকটের ভিতর এনে ফেলেছিল, হামসুনের সেই অনুধ্যান, আজকের বিশ্বের সামাজিক প্রেক্ষিতে যেন একটা জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হিসেবে আমাদের সামনে কয়লায় কালো সত্যকে তুলে ধরছে। চিন্তার যৌক্তিক আলিম্পনের দুনিয়াটাকে ক্ষুধা কীভাবে বিপন্নতার সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়, উনিশ শতকের শেষদিকের প্রেক্ষিতের নিরিখে হামসুন সেটিকে দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। আজ হামসুনের সেই খোলা চোখ যেন করোনাজনিত সংকট এবং সেই সংকটের সঙ্গে গা জড়াজড়ি করে ধীরে পায়ে এগোতে থাকা 'ক্ষুধাকে ঘিরে একশো বছর আগের সত্যটাকে আবার হিরন্ময় পাত্রের আবরণ সরিয়ে আমাদের সামনে সত্য হিসেবে উঠে আসছে।

হামসুন দেখিয়েছিলেন ক্ষুধা কীভাবে চুরি থেকে শুরু করে দুর্নীত, সম্পত্তি ধ্বংস গ্রাসের মতো বিষয়গুলিকে সমাজের বুকে জ্বলন্ত সত্য হিসেবে দেগে দেয়। বস্তুত হামসুনের এই বাস্তব অন্বেষণের ভিতরেই কিন্তু এতকাল লুকিয়েছিল অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের একটা বড় অংশের অপরাধজগতের কাছাকাছি থাকার প্রশ্নটি। সেই বিষয়টিই এখন এই অতিমারীকে কেন্দ্র করে ক্ষুধার ভুগোলকে যে কোনও খাতে প্রবাহিত করবে, তা ঘিরে আমাদের ভাবনা এবং ক্রমশ দুশ্চিন্তাতে পর্যবসিত হতে চলেছে। গত একুশে এপ্রিল জাতিসংঘের খাদ্য কর্মসূচির পরিচালক বছরটিকে ক্ষুধাজনিত মহামারী বলে সতর্ক করেছে। জাতিসংঘের অনুমান, ক্ষুধাজনিত সংকট ঘিরে যদি এই মুহূর্তেই না উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তাহলে গোটা বিশ্বে

আগামী তিন মাস প্রতিদিন গড়ে তিরিশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হবে। ক্ষুধা আমাদের কোনদিকে পরিচালিত করতে পারে, জাতিসংঘের এই হুঁশিয়ারির ভিতরদিয়ে আমাদের কাছে অনেকেটাই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। যদি কেবলমাত্র ভারতের প্রেক্ষিতই আলোচনা করা যায়, তাহলেদেখা যাবে যে, এই ক্ষুধাকে ঘিরে লকডাউন কালে পেটের খিদেকে কেন্দ্র করে ক্রমশ দুর্বিসহ অবস্থায় একদম খাদের কিনারাতে চলে আসছেন। যাঁর যাঁর নিজের গ্রামে তাঁরা ফিরে আসতে চাইছেন রোগের ভয়ের থেকেও অনেক বেশি পেটের জ্বালা তাগিদ থেকে। লকডাউনের অপরিকল্পিত যাবতীয় প্রেক্ষাপট শ্রমিকদের, বিশেষ করে পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিতরে পেটের খিদেকে ঘিরে একটা চরম অনিশ্চিত জীবনের ভিতরে ঠেলে দিয়েছে। ক্ষধার পাছটি যে সর্বজনীন, এই পাঠে যে কোনও সীমান্তের বিধিনিষেধ নেই—করোনা, লকডাউনে যেন চোখে আঙুলদিয়ে গোটা বিশ্ববাসীর কাছে তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার করে দিচ্ছে। এই আলোর পরিচ্ছন্নতা হয়তো অপরিচ্ছন্নতার ঘূর্ণবার্তকে প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক প্যাকেজের ধোঁয়াশাতে আরও ধুমায়িতই করে ফেলবে।

ক্ষুধা কীভাবে আমাদের সার্বিক প্রেক্ষিতকে অমাবসার আঁধারে বিলীন করতে পারে, তা নিয়ে সমাজনিবজ্ঞানীদের অনুদান চোখে পড়লেও বামপন্থীদের মৃদু উচ্চারণ ব্যতীত রাজনীতিকদের কণ্ঠ প্রায় শুনতেই পাওয়া যাচ্ছে না। রাষ্ট্রসংঘের হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও অর্থনৈতিক প্যাকেজের নিছক ঘোষণা শোনাতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর দীর্ঘ ভাষণে দুর্ভিক্ষের হাতছানি ঘিরে একটি শব্দ ও উচ্চারণ করলেন না। ধ্বনিত হল না মজুতদারদের প্রতি কোনও হুঁশিয়ারি।

এমন অবস্থাতেও কোভিড-১৯ কে কেন্দ্র করে শ্রম আইন অপসারণের যে গভীর ষড়যন্ত্র বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলি করছে, সে সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী মোদির নীরবতা একটা নতুন করে আশঙ্কার ভূগোলকে প্রলম্বিত করেছে। সংকটকালকে ব্যবহার করে রাজ্য সরকারগুলির এই শ্রম আইন অপসারণের চেষ্টা যে রতম অসাংবিধানিক তা নিয়ে বামপন্থীদের সীমাবদ্ধ প্রতিবাদের বাইরে আর কারও কোনও প্রতিবাদ কি দেখা যাচ্ছে?।

আমাদের স্বাধীনতার অব্যাবহিত পরে সংবিধান প্রণয়নের খসড়া কমিটির সভাপতি হিসেবে মৌলিক ধারণা বিয়ষক ন্যাট তৈরির দায়িত্ব অর্পণ কার হয়েছিল ড. আম্বেদকরের উপর ব্যক্তির স্বাধীনতার রক্ষার জন্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে দিকটিকে তাই তিনি সংবিদান প্রণয়ণের উদ্দেশ্যের সঙ্গে অঙ্গীভূত করেছিলেন।

এখানে স্বাধীনতার উপলব্ধিতে কোনও সঙ্কীর্ণতা ছিল কিনা, সেই অনুসন্ধিৎসা আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। স্বাধীনতার উপলব্ধিকে ব্যক্তিগিত, দলগত, রাষ্ট্রগত দ্যোতনার ভিতর দিয় জাতির সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনকে প্রলম্বিত করে—সেই দ্যোতনাটি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বটিকে, কোভিড-১৯ জনিত সংকটকে ব্যবহার করে, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি শ্রম আইন সংশোধনের ভিতর দিয়ে একটা বড় সাংবিধাকি সংকটডেকে আনবে। লকডাউন উত্তর গোটা বিশ্বের জনজীবনের মতোই সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সংকটকে ভারতের বিশেষ কিছু অংশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারকে পর্যন্ত ভয়ঙ্কর রকমভাবে সংকুচিত করে দেবে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

এই সংকট নিয়ে একমাত্র সামায়িত পরিমণ্ডলে সোচ্চার বামপন্থীরা। প্রধানমন্ত্রী মোদি যে তাঁর দলীয় সতীর্থদের অসাংবিধানিক পদক্ষেপ নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করবেন না, এটা প্রত্যাশিত। ফেডারেল স্ট্রকচার নিয়ে সরব মমতা বন্দোপধ্যায়ের কাছেও কি এই নারবতা প্রত্যাশিত ছিল?

আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বাঙ্গীন সাফল্যের চাবিকাঠি যে শ্রমিক আন্দোলনের ভিতরে নিবদ্ধ ছিল, ইতিহাসগতভাবে এই সত্যটি আমাদের আজ উচ্চারণ করতেই হয়। বাক স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের অধিকার, যেটা আমাদের শ্রম আইনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে তার বীজ যে '৩১ সালের করাচি ঘোষণার ভিতরেও নিহিত আছে, এই প্রত্যায় আমাদের দেশের অবাম রাজনীতিকরা প্রায় ভুলেই গেছেন। বাম রাজনীতিকদের যাঁরা শ্রমিক সমাজকে নিয়ে কাজ করেন, তাঁরাও বাক স্বাধীনতার,মত প্রকাশের অধিকার আর শ্রম আইনের এই সম্পৃক্ততা ঘির '৩১ সালের করাচি ঘোষণার সম্পর্কে আজকে কতখানি যথার্থ ওয়াকিবহাল, সে সম্পর্কে প্রশ্ন না তোলাই ভালো।

রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঠিক বাস্তব প্রতিফলন যে কাটি জনতার অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অঙ্গীভূত একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদন। ঝুটা অজাদির ঐতিহাসিক স্লোগানের ভিতর দিয়ে একটি যথার্থ সম্ভাবনাময় প্রতিফলন হিসেবে একমাত্র তুলে ধরতে পেরেছিলেন একমাত্র বামপন্থীরা। বামপন্থীদের সেদিনের সেই উচ্চারণের ভিতরে ছিল '৩১ এর করাচি ঘোষণারই আণুবীক্ষণিক প্রতিফলন। অথচ ভারতের যাবতীয় অবাম রাজনীতিকরা, তাদের ভিতরে সাম্প্রদায়িক, প্রকাশ্যে অসাসম্প্রদায়িক বলে পরিচয় দিয়ে কার্যক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সাম্প্রদায়িকদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সকলেই সেদিন বামপন্থীদের এই গর্ভ ঘিরে দেশপ্রেম নিয়ে সমাদে বিষ ঢেলেছিলেন।

অর্থনেতিক প্রেক্ষিতকে চরম অহবেলা করে কেবল রাজনৈতিক প্রেক্ষিত ঘিরে মত্ততার ফলে সামাজিক দুষণটা কোন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে তা আমাদের কাছে পরিষ্কার হচ্ছে কোভিড-১৯ কে ঘিরে কিছু বিজেপি শাসিত রাজ্যে শ্রম আইনকে কার্যত অকেজো করে দেওয়ার প্রবণতার ভিতর দিয়ে। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে কোভিড-১৯ কে ঘিরে তৈরি হওয়া দুর্ভক্ষের করাল হাতছানির ভিতরেও আরএসসের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি কি তাদের মস্তিস্কের তথাকথিত দর্শনের প্রয়োগ ঘটাচ্ছে? শক্তিশালী কেন্দ্রী তৈরির এই পন্দির ভিতর দিয়ে তা দেখলে যথার্থই শিউরে উঠতে হয়।

আমাদের সংবিদান তৈরির উদ্দেশে গঠিত গণ পরিষদের বিশিষ্ট্য সদস্য কে টি শাহ বলেছিলেন, প্রয়োজনীয় পুরুষরা মুক্ত পুরুষ নন। সেই দ্যোতনাতেই যেন সামাজিক সংকট আর অর্থনৈতিক সংকটের রাষ্টরশক্তি একটা বেমালুষ খেয়ালখুশির হাতিয়ার হিসেবে আমাদের কাছে মেলে ধরতে চাইছেন। সংসদীয় পরিকাঠামাতে শাসকের মৌরসী পট্টার কল্যাণে এই খেয়ালখুশির যাত্রাপথে আনন্দগান গাইতে কোনও অসুবিধাই শাসকের হচ্ছে না।

কারণ, যাবতীয় বিরোধীরাই, যায় বামপন্থীরাও এখন ইউরোপের সংসদীয় পরিকাঠামোর সীমাবদ্ধ আঙ্গিকে প্রতিবাদকে কেবল নথিভুক্ত করতেই সবিসেষ আগ্রহী ইংল্যান্ডের সীমায়িত রাজতন্ত্র, আজ ভারতে গণতন্ত্রের প্রয়োগের পরিসরে একটি সীমায়িত আঙ্গিক রচনা করছে কিনা, এই প্রশ্নটাও সমাজবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তীব্র হলবলে। কারণ, নিজের বাড়ির চাদে, পরিবার পরিজনকে নিয়ে বুকে পোস্টার সেঁটে ফেসপুকে ছবি তোলা আর লাইক করা, কেমন যেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাতে রেণুলীনা সুব্বা বা সুনীতি চট্টরাজের আচরণকেই মনে করিয়ে দেয়। আসাদুজ্জামান আন্দ হাইত, নূর হোসেনরা এখন পঁচিশে বৈশাখ আর বাইশে শ্রাবণ। '৮০ সালে কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধি ফিরে আসার পর তার সরকার দিল্লিতে এশিয়ান গেমসের আয়োজন করেন। এই এসিযান গেমসের জন্যে এশিয়ার ভিলেজ তৈরি করা হয়েছিল। সেটি তৈরির ক্ষেত্রে একটা বড় অংশের পরিযায়ী শ্রমিক কর্মরত ছিলেন। ঠিকাদারেরা কীভাবে শ্রকিমদের শোষণ করেছিল এই এশিয়ান ভিলেজ তৈরিকে কেন্দ্র করে, তা নিয়ে একটি মামলা হয় সুপ্রিম কোর্টে। ১৯৮৩ সালে সেই মামলার একটি যুগান্তকারী রায় দেন মহামান সুপ্রিম কোর্ট।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

নাট্যকার বটে, সূর্য উঠিয়ে ছাড়ল

মনোজ মিত্র

এভারেস্ট জয় করেছিলেন কে?

তেনজিং নোরগের কাঁধে হাত দিয়ে নাট্যকার মন্মথ রায়—বড় একটা ছবি ছিল মন্মথদার বিবেকানন্দ রোডের বসার ঘরে। মন্মথদার বাহুমুলের নীচে কাঁচুমাচু মুখে তেনজিং—আর তেনজিংয়ের মাথার ফুট দেড়েক ওপরে গর্বকরোজ্জ্বল নাট্যকারের মুখ। একঝলকে বোঝা মুশকিল এভারেস্ট জয় করেছেন কে? পরের আলো এমন করে আত্মসাৎ করে নিতে আর দেখেছি কেবল আকাশের সূর্যকে। কৃতী মানুষকে সম্মাননা জ্ঞাপনে মন্মথদার জুড়ি মেলা ভার। বৃহতের বন্দনায় বিশালদেহী মানুষটি অকাতরে উপাধি-ভূষণ বিলিয়ে গিয়েছিন বিস্তর। অহীন্দ্র চৌধুরী যে 'নটসূর্য', নির্মলেন্দু লাহিড়ী যে 'রাণীবিনোদ', নরেশ মিত্র যে 'নটশেখর', ছবি বিশ্বাস যে 'নটসম্রাট'— কিংবা নীহারবালা, সরযুবালা যে 'কলালক্ষ্মী' আর 'নাট্যসম্রাজ্ঞী'—এসব তো বাঙালিরা জেনেছে তাঁরই মুখ থেকে। তা এগুলো না হয় যোগ্য ব্যক্তির যোগ্য ভূষণ—যাকে বলে 'কর্ণেষু যোগ্যং নকর্ণিকারং', আমাদের মতো অজস্র পুঁচকে খুদে বন্ধুকেও যেসব খেতাব বিলিয়ে গিয়েছেন অবিরত, সেগুলো যদি আমরা আজ ফাঁস করি, আমাদের বউ-ছেলেমেয়েরাও হাত কামড়াবে—ইস, আমরা তখন কোথায় ছিলাম? কী জানি, মানুষটি যেন ছিলেন বাংলা নাট্যের ছোট্ট আঙিনাটাকে বড় করে তুলে ধরার জন্য। নাট্যকারের নেত্রকনীনিকায় বুঝি বা লাগানো ছিল বিবর্ধক কাঁচ বা ম্যাগনিফাইং গ্লাস।

উনি যেদিন অডিটোরিয়ামে, সেদিন আর কারও হাততালি না দিলেও চলত। মন্মথদা একাই একশো। অভিনয় শেষ হওয়া মাত্র গ্রিনরুমে ছুটে আসা, শিল্পী-কলাকুশলীদের জনে জনে বুকে জড়িয়ে ধরা—নাট্যকার মন্মথ রায় ছিলেন থিয়েটারে নিয়ত শুভার্থী । তরুণ বয়সে এতটা প্রশ্রয় আমরা আর কোন প্রবীণের কাছে পেয়েছি, বলতে পারব না। বিজন ভট্টাচার্য আমাদের শো-ভাঙার পরে কক্ষনও স্টেজের ভেতরে আসতেই চাইতেন না। যদি বা জোরজার করে তাঁকে নিয়ে আসা হত—এমনই চিন্তাকুল থাকতেন, নাটক কেমন হল জিজ্ঞেস করার ভরসাই পেত না কেউ। নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুচকি মুচকি হাসতেন—বাপু, সবে নেমন্তন্ন খেয়ে উঠলাম, আগে হজমটা করতে দাও, তবে না বুঝব কেমন লাগল। সুধী প্রধান বলে যেতেন—নাটক রচনা থেকে শুরু করে প্রযোজনা পর্যন্ত মোটমাট কতগুলো ভুলভ্রান্তি আর বিচ্যুতি ঘটেছে আমাদের। তাৎক্ষণিত প্রতিক্রিয়া প্রকাশে অনেকের ছিল আবার ঘোর আপত্তি। সন্দেহে নেই, এইসব বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ছিলেন বাংলা নাট্যের যথার্থ অভিভাবক—অযথা গুণগান করে তরুণদের তরুণদের মাথা খেতে চাননি। কিন্তু মন্মথ রায় তো আমাদের অভিভাবক ছিলেন না, ছিলেন বন্ধু সঙ্গী।

সামনাসামনি দাঁড়িয়ে থিয়েটার প্রশংসায় সত্যজিৎ রায় এবং মন্মথ রায় ছিলেন বড়ই দরাজ। প্রিনরুমে ওঁদের দেখলেই মনে হত, এমন অসাধারণ নাট্যপ্রযোজনা এই ওঁরা প্রথম চাক্ষুষ করলেন। মনোবিজ্ঞানীরা হয়তো বলবেন, বিশালদেহী মানুষের এটা একটা সাধারণ গুণ। ক্ষুদ্রকে হাত ধরে টেনে তোলার একটা দায়বদ্ধতা নিয়েই পৃথিবীতে এসেছেন তাঁরা মন্মথদার কলমে প্রথম নাটক 'বঙ্গে মুসলমান'-এর আয়তনও কেবল তাঁর মতো বিরাট পুরুষের হাতেই মানায়। অভিনয় করতে লেগেছিল মোটামুটি গোটা একটা রাত্রি। 'বঙ্গে মুসলমান-এর যবনিকা যখন পড়ল, সূর্য উঠে গিয়েছে, নাট্যকার বটে, সূর্য উঠিয়ে ছাড়ল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ ছাত্রনিবাস 'জগন্নাথ হল'-এর প্রোভোস্ট কথাসাহিত্যিক ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত পরামর্শে পঞ্চাঙ্ক নাটক ছেড়ে লিখলেন স্বল্পদৈর্ঘ্যের 'মুক্তির ডাক' (১৯২৩) — একদৃশ্যে নিরবচ্ছিন্ন ঘটনাপ্রবাহে সম্পূর্ণ একাঙ্ক নাটক।

'মুক্তির ডাক'-এর দৃশ্যপট বর্ণনা করেছেন সন্মথ রায়—'বৃক্ষ পরিবেষ্টিত দ্বিতল প্রাসাদের নিম্নতলে মাঝখানে উপবেশন কক্ষ তাহার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে তদপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন আরও দুইটি কক্ষ। পশ্চাতে বিস্তৃত অলিন্দ। অলিন্দ হইতে দ্বিতলে যাইবার জন্য প্রশস্ত সোপানশ্রেণী। প্রাসাদের সম্মুখে পাষাণ বাঁধানো আঁকাবাঁকা পথের ধারে কুঞ্জবীথি। পূর্ণিমার চাঁদ তালপাতার ফাঁকে ফাঁকে সবেমাত্র জ্যোৎস্না ছড়াইয়াছে। দক্ষিণ হাওয়া তাহার সঙ্গে যোগ দিয়াখে। উন্মুক্ত বাতায়ন পার্শ্বে পদ্মা চঞ্চল তালপত্রের আড়ালে চাঁদের লুকোচুরি খেলা দেখিতেছিলেন—'

এমন বিশাল বিস্তৃত দৃশ্যপট দর্শক বা পাঠকের মনে যে কৌতুহল সৃষ্টি করে, তা কি এক -দেড় ঘণ্টায় নিবৃত্ত হওয়ার? বোঝাই যাচ্ছে, তৎকালে, নাট্যকারজীবনের প্রথম দিকে, প্রকৃতিদত্ত কারণে মন্মথ রায়ের পক্ষে হাত-পা গুটিয়ে একাঙ্কের ঘেরাটোপে বাস করা খুবই মুশকিলের ছিল। দৈর্ঘ্যের হ্রাস্বতা তিনি কতভাবেই না পুষিয়ে নিয়েছেন—বিষয় নির্বাচনে, দৃশ্যপট পরিকল্পনায়, চরিত্রচিত্রণে, ঘটনার ঘনঘটায়, তীব্র আবেগের বহ্নিছটায়, রহস্য সৃষ্টিতে, ঘনঘন ঝন-বিদ্যুতের ঐন্দ্রজালিক সমাবেশে, ভ্রম সৃষ্টিতে, বিভীষিকা প্রদর্শনে—আরও কত পাকে প্রকারে 'রাজপুরী ' একাঙ্কটির শেষ মুহূর্তে দেখা যায়।

রাজা বিরূধক। ঝড় উঠেছে—এইক প্রলয়ের কালবৈশাখী। ওই....ওই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—একি প্রলয়ের কালবৈশালী।

(দেহরক্ষীর প্রবেশডহাতে হাতার এক স্বর্ণথালা—তাহার উপর এক ছিন্ন মস্তক। আকাশে ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল)। বিরূধক (বিদ্যুতালোকের সুতীব্র দীপ্তিতে সেই ছিন্নমস্তক দেখিয়াই চিৎকার করিয়া উঠিলে) একি। মা। আমার মা।

(সেই ছিন্নমস্তকের উপর আছড়াইয়া পড়িলেন

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বিধায়ক ডাঃ দীলিপ দাস সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

কোভিড-১৯: বাংলাদেশেও আশার আলো দেখাচ্ছে প্লাজমা থেরাপি

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,মে ২৪।। বিশ্বজুড়ে প্রতিনিয়তই বাড়ছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত এবং মৃত্যুর সংখ্যা। প্রাণঘাতী এ ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো ভ্যাকসিন আবিষ্কার না হওয়ায় কোভিড-১৯ রোগীদের জীবন বাঁচাতে বিশেষজ্ঞরা এখন বাজি ধরছেন ক্রমান্বয়ে স্বাস্থ্যপুনরূদ্ধারকারী বা কনভালসেন্ট প্লাজমা থেরাপির (সিপিটি) ওপরই। প্লাজমা হলো রক্তের তরল অংশ যা যখন সমস্ত লাল এবং সাদা রক্তকণিকা এবং প্লাটিলেটগুলো সরিয়ে ফেলার পর থাকে। সিপিটিতে, সুস্থ হওয়া রোগীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা প্লাজমা বর্তমানে আক্রান্ত রোগীদের শরীরে ব্যবহার করা হয়।সিপিটি এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে পুরানো চিকিৎসা, যা ২০০৩ সালে সার্স মহামারি এবং ২০১৩ সালে ইবোলা ভাইরাসের মতো প্রাদুর্ভাবের ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। চিকিৎসকরা এইচ১এন১ ইনফ্লুয়েঞ্জা (স্প্যানিশ ভাইরাস), সার্স-১ এবং মার্স ভাইরাসের জন্য নির্দিষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতি বের হওয়ার আগে কার্যকরভাবে সিপিটি ব্যবহার করেছেন।

জার্মান ফিজিওলজিস্ট এমিল ফন বেহরিং প্রথমে থেরাপি হিসেবে প্লাজমা ব্যবহার করার ধারণাটি চালু করেন। তিনি ডিপথেরিয়ার বিরুদ্ধে প্লাজমা সিরাম থেরাপির ব্যবহার করে ১৯০১ সালে ফিজিওলজিতে প্রথম নোবেল পুরষ্কার অর্জন করেন।জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুসারে, এ পর্যন্ত ৫২ লাখেরও বেশি মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এবং মারা গেছেন ৩ লাখ ৩৮ হাজারেরও বেশি। কিন্তু এর বিপরীতে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে উঠেছেন ২০ লাখের বেশি মানুষ।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীনে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয় যা একটি শ্বাসযন্ত্রের রোগ। জ্বর দিয়ে শুরু হয় এবং পরে শুকনো কাশি হয়। এক সপ্তাহ পর এটি শ্বাসকষ্টের দিকে নিয়ে যায় এবং কিছু রোগীর হাসপাতালের চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, রবিবার (২৪ মে) পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৮০ জনে। কোভিড-১৯ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা রোগীদের কাছ থেকে প্লাজমা সংগ্রহ শুরু করেছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল। এর আগে, ঢাকার এভার কেয়ার হাসপাতালে (পূর্বে অ্যাপোলো হাসপাতাল নামে পরিচিত) একজন কোভিড -১৯ রোগীর চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সিপিটি ব্যবহৃত হয়।ঢামেকের চিকিৎসক ডা. জোয়ারদার রাকিন মঞ্জুর ছিলেন প্রথম প্লাজমা দাতা।

প্লাজমা চিকিৎসার জন্য জাতীয় প্রযুক্তিগত উপকমিটির প্রধান এবং ঢামেকের বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট (বিএমটি) ইউনিট এবং হেমাটোলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. এমএ খান জানান, কোভিড-১৯ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা দুই চিকিৎসক গত ১৬ মে তাদের প্লাজমা দান করেছেন।তিনি বলেন, 'করোনাভাইরাস রোগীদের চিকিৎসার জন্য সর্বোত্তম থেরাপির বিকল্পগুলো খুঁজে পেতে আরও পরীক্ষা করার জন্য প্লাজমা সংগ্রহের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। বিশ্বের অনেক দেশে এ থেরাপি সফল হয়েছে এবং আমরাও তাই থেরাপিটি পরীক্ষা করার চেষ্টা করছি। প্রাথমিকভাবে, বর্তমানে ঢামেকে ভর্তি ৪৫ জন রোগীর ওপর আমরা এই থেরাপিটি পরীক্ষা করব।'তিনি বলেন, কোনো দাতার কাছ থেকে প্লাজমা সংগ্রহ করতে হলে ১২ হাজার টাকা মূল্যের একটি বিশেষ কিট দরকার হয়। দাতার রক্তে অ্যান্টিবডির সংখ্যা নির্ধারণের জন্য আলিজা পরীক্ষা চালাতে আরেকটি কিটের দাম পড়ে প্রায় দেড় লাখ টাকা।অধ্যাপক খান আরও জানান, ঢামেক ইতিমধ্যে স্পেন থেকে ৬ লাখ টাকা মূল্যের চারটি কিট অর্ডার করেছে এবং প্রতিটি কিট ৯০টি নমুনা পরীক্ষা করতে সক্ষম। ঢামেক কর্তৃপক্ষ প্রাথমিকভাবে পরীক্ষার ব্যয় বহন করছে এবং সরকারও তহবিল নিয়ে এগিয়ে আসছে।'কোভিড-১৯ রোগীরা সুস্থ হওয়ার ১৪ দিন পর রক্ত দান করতে পারেন। এই সময়ের মধ্যে শরীরে অ্যান্টিবডিগুলো তৈরি হয়ে যায়। প্লাজমা রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং দ্রুত পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করে। গুরুতর অবস্থার চেয়ে সংক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে সিপিটি গ্রহণ করলে এর কার্যকারিতা বেশি হয়,' যোগ করেন তিনি।

গত ২৫ এপ্রিল কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসার জন্য সিপিটির ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের অনুমোদন দেয় যুক্তরাজ্য সরকার। যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (এফডিএ) গত ৪ এপ্রিল সিপিটি অনুমোদন করেছে।বাংলাদেশে এপ্রিলের প্রথম দিকে স্বাস্থ্য পরিষেবা অধিদপ্তরের (ডিজিএইচএস) অধীনে প্লাজমা চিকিৎসার জন্য একটি জাতীয় উপকমিটি গঠন করা হয় এবং ২৮ এপ্রিল করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় সিপিটি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।এক্ষেত্রে ডিজিএইচএস'কে সারাদেশের অন্যান্য হাসপাতালেও তদারকি করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ডা. খান বাংলাদেশে সিপিটি পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য সরকারের কাছে একটি প্রস্তাব পেশ করেছেন কারণ ভারতসহ অনেক দেশ ইতোমধ্যে কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এ চিকিৎসার অনুমোদন দিয়েছে।এ বিষয়ে তিনি বলেন, প্রস্তাবের পর তাকে প্রধান করে চার সদস্যের কারিগরি কমিটি গঠন করে সরকার।সুস্থ হওয়া সকল রোগীকে ভাইরাসে লড়াই করা অন্যদের সহায়তার জন্য প্লাজমা দান করার আহ্বান জানিয়ে ডা. খান বলেন, 'প্লাজমা দাতা হয়ে এগিয়ে আসতে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। দাতাদের কাছ থেকে আমরা যত বেশি প্লাজমা পাবো, ততই আমরা সিপিটি ব্যবহার করে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় এগিয়ে যেতে পারবো।'

আজ বাংলাদেশে পবিত্র ঈদুল ফিতর

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,মে ২৪।। বাংলাদেশে আজ সোমবার পবিত্র ঈদুল ফিতর। ৩০ দিন সিয়াম সাধনার পর মুসলিম সম্প্রদায় আজ ঈদ উদযাপন করবেন।শনিবার দেশের কোথাও পবিত্র শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা না যাওয়ায় আজ সোমবার উদযাপিত হচ্ছে ঈদুল ফিতর।

ঈদুল ফিতরের তারিখ নির্ধারণে শনিবার সন্ধ্যায় ধর্ম সচিব মোহাম্মদ নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার পর ধর্ম সচিব জানান, দেশের কোথাও পবিত্র শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা যায়নি। ফলে সোমবার উদযাপিত হবে ঈদুল ফিতর।

বায়তুল মোকাররমে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে বাদ মাগরিব এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা শায়লা শারমীন রবিবার সকালে বলেন, নিয়ম অনুযায়ী ২৯ রমজানে শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা গেলে পরদিন ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়। কিন্তু এদিন চাঁদ দেখা না গেলে রোজা ৩০টি পালন করতে হয় এবং ৩০ রোজার পরদিন ঈদুল ফিতর উদযাপন করা হয়। এজন্য আর চাঁদ দেখা কমিটির বৈঠকের প্রয়োজন হবে না বলে তিনি জানান।

অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কার মধ্যেই আসছে এবারের ঈদ। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈদকে ঘিরে যে আনন্দ-উচ্ছাস থাকার কথা তা এবার ম্লান করে দিয়েছে মহামারী করোনাভাইরাস।

করোনা মোকাবিলায় ও সংক্রমণ বিস্তার রোধে সরকারের নির্দেশনায় এবার খোলা মাঠে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। ঈদ জামাত হবে মসজিদের ভেতরে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে।

এবার হাইকোর্ট সংলগ্ন জাতীয় ঈদগাহে ঈদের জামাত হচ্ছে না। হচ্ছে না শত বছরের ঐতিহ্য ঐতিহাসিক শোলাকিয়া ময়দানের ঈদ জামাতও। তবে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ঈদের ৫টি জামাত অনুষ্ঠিত হবে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বায়তুল মোকাররমে পবিত্র ঈদুল ফিতরের প্রথম জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল ৭টায়। এ জামাতের ইমামতি করবেন বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম হাফেজ মুফতি মাওলানা মিজানুর রহমান। মুকাব্বির থাকবেন মুয়াজ্জিন হাফেজ কারী কাজী মাসুদুর রহমান।

দ্বিতীয় জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল ৮টায়। এ জামাতের ইমামতি করবেন বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মুফতি মুহিবুল্লাহিল বাকী নদভী।

তৃতীয় জামাত সকাল ৯টা অনুষ্ঠিত হবে। এই জামাতের ইমামতি করবেন পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা এহসানুল হক।

সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হবে চতুর্থ জামাত। এ জামাতে ইমামতি করবেন পেশ ইমাম মাওলানা মহিউদ্দিন কাসেম।

পঞ্চম ও সর্বশেষ জামাত সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। এ জামাতের ইমামতি করবেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুহাদ্দিস হাফেজ মাওলানা ওয়ালিয়ুর রহমান খান।

এই ৫টি জামাতে কোনও ইমাম অনুপস্থিত থাকলে বিকল্প ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ।

ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা যায়, এবারের ঈদ জামাত আয়োজনে সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিকতা নেই।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) জনসংযোগ কর্মকর্তা উত্তম কুমার রায় জানান, এবারের ঈদে ডিএসসিসি'র পক্ষ থেকে খোলা মাঠে ঈদ জামাত আয়োজনের কোনো উদ্যোগ থাকছে না। তবে সরকারের নির্দেশনা মেনে মসজিদগুলোতে ঈদ জামাত আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস নগরবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন।

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রধান সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা তাজিনা সারোয়ার বলেন, ডিএনসিসি আওতাধীন এলাকায় খোলা মাঠে কোনো ধরনের ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হবে না। মেয়র আতিকুল ইসলামও নগরবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এদিকে মসজিদের ওযুখানা ব্যবহার না করে প্রত্যেককে নিজ নিজ বাসস্থান থেকে ওযু করে মসজিদে আসাসহ ১৪টি নির্দেশনা দিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।

এবার খোলা স্থানের পরিবর্তে কাছের মসজিদে অনুষ্ঠিত ঈদ জামাতে

ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশের সকল সম্প্রদায়ের মাঝে সুবাস সাহার ত্রান বিতরন অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,মে ২৪।। বিশ্বব্যাপি করোনা ভাইরাস জনিত কারণে কর্মহীন-দু:স্থ-অসহায় মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রেখেছেন বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট নেতা সুবাস সাহা। বিশ্ব তীর্থভূমি দর্শণ প্রিয়, সমাজ হিতৈষী-মানব দরদী সুবাস সাহা গত এপ্রিল থেকে অদ্যাবধি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের হতদরিদ্র অসহায় কর্মহীনসহ, মাতুয়া, হরিজন ও ঋষি পল্লীতে ত্রাণ বিতরণ করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের সংখ্যা লঘু, সংখ্যা গুরু সকল সম্প্রদায়ের মাঝে সমহারে তাঁর সেবা অব্যাহত রয়েছে।

সুবাস সাহা তার নিজ জন্মভূমি ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার কয়ড়া কালি বাড়িতে গত ১৯ মে (মঙ্গলবার) সকালে তৃতীবারের মত ত্রাণ বিতরণ করেন। অসহায় মানুষের মাঝে চাল, ডাল, সয়াবিন, পিয়াজ, আলু, মরিচসহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন। কোন কোন জায়গায় তিনি নগদ টাকাও বিতরণ করেছেন। জীবনের মায়াকে তুচ্ছ করে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছুটে যাচ্ছেন অসহায় মানুষের পাশে দাড়াতে। নিজ হাতে তিনি পৌঁছে দিচ্ছেন খাদ্য সামগ্রী। ভয়াবহ করোনা যুদ্ধে ইতোমধ্যে সুবাস সাহা করোনার সাথে না পারলেও মানুষের মন জয় করতে পেরেছেন। বাংলাদেশের অন্যতম জাতীয় দৈনিক পুনরুত্থানের সাথে এক সাক্ষাতকারে সুবাস সাহা

ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশে গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় মারা গেছেন সর্বোচ্চ ২৮ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,মে ২৪।। বাংলাদেশে গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন সর্বোচ্চ ২৮জন। এ পর্যন্ত এ ভাইরাসে মৃত্যুবরণ করেছেন ৪৮০ জন। গত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ১ হাজার ৫৩২ জন। বর্তমানে এ ভাইরাসে শনাক্ত ৩৩ হাজার ৬১০ জন।

রবিবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন হেলথ বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান।

তিনি জানান, করোনাভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৬ হাজার ৯০১ জন। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন সুস্থ হয়েছেন ৪১৫ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ২০ দশমিক ৫৩ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৪৩ শতাংশ বলে তিনি জানান।গতকালের চেয়ে আজ ৩৪১ জন কম আক্রান্ত হয়েছেন। গতকাল আক্রান্ত হয়েছিলেন ১ হাজার ৮৭৩ জন।

নাসিমা সুলতানা জানান, 'করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ৯ হাজার ১৮৪টি। আগের দিন নমুনা সংগ্রহ হয়েছিল ৯ হাজার ৯৭৭টি। গতকালের চেয়ে আজ ১৯৩টি নমুনা কম সংগ্রহ করা হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৪৭টি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৮ হাজার ৯০৮টি। আগের দিন নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল ১০ হাজার ৮৩৪টি। গত ২৪ ঘন্টায় আগের দিনের চেয়ে ১ হাজার ৯২৬টি নমুনা পরীক্ষা কম হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ২ লাখ ৪৩ হাজার ৫৮৩টি।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে পুরুষ ২৩ জন এবং নারী ৫ জন। বয়স বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ১৩ জন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ৫ জন, ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে ৩ জন এবং ৮১ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে রয়েছেন ১ জন। মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগের ২০ জন, চট্টগ্রাম বিভাগের ৭ জন এবং সিলেট বিভাগের ১ জন রয়েছেন। ঢাকা বিভাগের ২০ জনের মধ্যে ঢাকা মহানগরীতে ১৫ জন, নারায়ণগঞ্জে ৩ জন ও গাজীপুরের ২ জন। চট্টগ্রাম বিভাগের ৭ জনের মধ্যে চট্টগ্রাম মহানগরীর ১ জন, চট্টগ্রাম জেলায় ২ জন, নোয়াখালীতে ২ জন, চাঁদপুরে ও কুমিল্লায় ১ জন করে রয়েছেন। আর সিলেট বিভাগের সিলেট সিটি করপোরেশনে ১ জন রয়েছেন। ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে হাসপাতালে ২৩ জন, বাসায় ৪ জন এবং মৃত অবস্থায় হাসপাতালে এসেছেন ১ জন।অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ২৫৩ জনকে। বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন ৪ হাজার ৪৪৬ জন। ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন ৯৪ জন, এখন পর্যন্ত মোট ছাড়া পেয়েছেন ২ হাজার ১৬৩ জন। সারাদেশে আইসোলেশন শয্যা রয়েছে ১৩ হাজার ২৮৪টি। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকায় ৭ হাজার ২৫০টি এবং ঢাকার বাইরে আছে ৬ হাজার ১৪টি। এসব হাসপাতালে আইসিইউ শয্যা রয়েছে ৩৯৯টি, ডায়ালাইসিস ইউনিট রয়েছে ১০৬টি।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাতিষ্ঠানিক ও হোম কোয়ারেন্টাইনে মিলে কোয়ারেন্টাইনে করা হয়েছে ৩ হাজার ৬৩ জনকে। এখন পর্যন্ত ২ লাখ ৬৩ হাজার ৪৭৯ জনকে কোয়ারেন্টাইনে করা হয়েছে। কোয়ারেন্টাইন থেকে গত ২৪ ঘণ্টায় ছাড়া পেয়েছেন ৩ হাজার ৮৭ জন, এখন পর্যন্ত মোট ছাড় পেয়েছেন ২ লাখ ৮ হাজার ৩৪৬ জন। বর্তমানে মোট কোয়ারেন্টাইনে আছেন ৫৫ হাজার ১৫৩ জন। দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য ৬২৬টি প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সেবা দেয়া যাবে ৩১ হাজার ৮৪০ জনকে।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গত ২৪ ঘন্টায় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) সংগৃহীত হয়েছে ৩৩ হাজার ৩১০টি। এ পর্যন্ত সংগ্রহ হয়েছে ২৪ লাখ ৫৪ হাজার ৭৩৭টি। ২৪ ঘন্টায় বিতরণ হয়েছে ৩ হাজার ৯০২টি। এ পর্যন্ত বিতরণ হয়েছে ২০ লাখ ৬৪ হাজার ৯৩৪টি। বর্তমানে ৩ লাখ ৮৯ হাজার ৮০৩টি পিপিই মজুদ রয়েছে।

গত ২৪ ঘন্টায় হটলাইন নম্বরে ১ লাখ ৯৮ হাজার ৪০৭টি এবং এ পর্যন্ত প্রায় ৭৪ লাখ ৮৩ হাজার ৪০২টি ফোন কল রিসিভ করে স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

তিনি জানান, করোনাভাইরাস চিকিৎসা বিষয়ে এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ১৫৮ জন চিকিৎসক অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ২৪ ঘন্টায় আরও ১৪ জন চিকিৎসক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এদের মধ্যে ৪ হাজার ২১৭ জন স্বাস্থ্য বাতায়ন ও আইইডিসিআর'র হটলাইনগুলোতে স্বেচ্ছাভিত্তিতে সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা জনগণকে চিকিৎসাসেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন।

ডা.নাসিমা সুলতানা জানান, দেশের বিমানবন্দর, নৌ, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দর দিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় আগত ১ হাজার ১৪৭ জনসহ সর্বমোট বাংলাদেশে আগত ৬ লাখ ৯৫ হাজার ৮২২ জনকে স্কিনিং করা হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি তুলে ধরে তিনি জানান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২৩ মে পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৯ হাজার ১১৯ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ৭২ হাজার ২৭৮ জন। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ২০৯ জন এবং এ পর্যন্ত ৫ হাজার ৫৫৬ জন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২৩ মে পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী সারাবিশ্বে ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ৯ হাজার ৫৩৬ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৫১ লাখ ৩ হাজার ৬ জন। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৫ হাজার ৬৬৩ জন এবং এ পর্যন্ত ৩ লাখ ৩৩ হাজার ৪০১ জন।

আপনার সুস্থতা আপনার হাতে উল্লেখ করে করোনাভাইরাসের সংক্রমন ঠেকাতে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চলতে তিনি সকলের প্রতি আহবান জানান।

করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সবাইকে ঘরে থাকা, রমজানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, বেশি বেশি পানি ও তরল জাতীয় খাবার, ভিটামিন সি ও ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া, ডিম, মাছ, মাংস, টাটকা ফলমূল ও সবজি খাওয়াসহ শরীরকে ফিট রাখতে নিয়মিত হালকা ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্য অধিদফতর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ-নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয়।তিনি বলেন, ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ তা অতিরিক্ত ঝুঁকি তৈরি করে।

অনির্দিষ্টকাল জনগণের আয়ের পথ বন্ধ রাখা সম্ভব নয় : বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,মে ২৪।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরায় চালু করতে করোনাভাইরাস মহামারিকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী চলমান লকডাউন আরো শিথিল করার ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, অনির্দিষ্টকাল জনগণের আয়ের পথ বন্ধ রাখা সম্ভব নয়।

ঈদ-উল-ফিতরের প্রাক্কালে রবিবার জাতির উদ্দেশ্যে টেলিভিশন ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে জনগণের সহায়তায় সরকার যে সব কর্মসূচী চালু করেছে, তা বর্তমান সঙ্কট না যাওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন 'যতদিন পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হবে, ততদিন এসব কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।' বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার সহ বিভিন্ন বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেলে এই ভাষণ সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। শেখ হাসিনা বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পূর্বাভাসে বলা হচ্ছে করোনাভাইরাসের এই মহামারী সহসা দূর হবে না। কিন্তু জীবন তো থেমে থাকবে না। যতদিন না কোন প্রতিষেধক টীকা আবিষ্কার হচ্ছে, ততদিন করোনাভাইরাসকে সঙ্গী করেই হয়তো আমাদের বাঁচতে হবে। জীবন-জীবিকার স্বার্থে চালু করতে হবে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড।

তিনি বলেন, 'বিশ্বের প্রায় সকল দেশই ইতোমধ্যে লকডাইন শিথিল করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ অনির্দিষ্টকালের জন্য মানুষের আয়-রোজগারের পথ বন্ধ করে রাখা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে তো নয়ই।'

করোনাভাইরাস মহামারীর প্রাদুর্ভাবকে ঘিরে প্রাথমিকভাবে ২৬ মার্চ ১০ দিনের জন্য সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে সরকার। কোভিড-১৯ থেকে সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে তা ৩০ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়।

একইসঙ্গে ২৬ এপ্রিল থেকে সরকার কিছু পোশাক কারখানা খুলে দেয়ার অনুমতি দেয়।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সূত্রে জানা যায়, ৭ হাজার ২শ' কারখানার মধ্যে প্রায় ৪ হাজার কারখানা খুলে দেয়ায় ঢাকার মতো বিভিন্ন শিল্প বেল্টে উৎপাদন শুরু হয়েছে। আশুলিয়া, সাভার, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রাম বিভাগের পাশাপাশি হেলথ কোড এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সারাদেশে বিভিন্ন রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেডসহ) খুলে দেয়া হয়। ১০ মে থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বাজার ও শপিংমল খোলারও অনুমতি দেয় সরকার।

প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা জানিয়ে সকলকে ঘরে বসে ঈদের আনন্দ আপনজনদের সঙ্গে ভাগাভাগি করার পাশাপাশি দুস্থদের পাশে দাঁড়ানোর জন্যও সামর্থবানদের প্রতি তাঁর আহবান পুনর্ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, 'সবাইকে আমি ঘরে বসেই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঈদের আনন্দ উপভোগ করার অনুরোধ জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে সামর্থ্যবানদের প্রতি আহ্বান জানাই, এই দুঃসময়ে আপনি আপনার দরিদ্র প্রতিবেশি, গ্রামবাসী বা এলাকাবাসীর কথা ভুলে যাবেন না। '

শেখ হাসিনা বলেন, 'আপনার যেটুকু সামর্থ্য আছে তাই নিয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়ান। তাহলেই ঈদের আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে আপনার ঘর এবং হৃদয়-মন।'

তিনি বলেন, 'পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে আমি সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। পাশাপাশি ডাক্তার, নার্সসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের যাঁরা সামনে থেকে করোনায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তাদেরও অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিজিবি, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী,

ছয়ের পাতায়

কলকাতা থেকে বাংলাদেশিদের আনবে নভোএয়ারের দুটি ফ্লাইট

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,মে ২৪।। কলকাতা থেকে যেসব বাংলাদেশি দেশে ফিরতে চান তাদের জন্য আগামী ২৯ এবং ৩১ মে ঢাকা-কলকাতা রুটে দুটি ফ্লাইট পরিচালনা করবে নভোএয়ার।আগ্রহী যাত্রীদের কলকাতায় বাংলাদেশের উপ হাইকমিশনে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে তালিকাভুক্ত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

উপ হাইকমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দেশে ফেরত আসাদের অবশ্যই 'কোভিড-১৯ মুক্ত সার্টিফিকেট' অথবা 'কোভিড-১৯ উপসর্গমুক্ত সার্টিফিকেট' হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মেডিকেল টিমের কাছে দিতে হবে।অন্যথায় তাদের ১৪ দিনের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে।এছাড়া কলকাতায় থাকা বাংলাদেশিরা পেট্রাপোল-বেনাপোল সীমান্ত দিয়েও বাংলাদেশে আসতে পারবেন। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের উপ হাইকমিশন সহযোগিতা কর

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

সুস্থ ও স্বাভাবিক শিশুর যত্ন
(Care of healthy new born child)

সত্যজিৎ চক্রবর্তী

ছোট্ট ফুলের মত সুন্দর শিশুকে মায়ের প্রসবের সময় বের করে এনে দেখতে হবে তার ওজন যেন অবশ্যই ২.৫ (আড়াই কিলোগ্রাম) বা তার বেশি হয়, মায়ের গর্ভে সে যেন ৩৭ সপ্তাহ বা তার বেশি সময় থাকে, তার জন্মের সময় ওজন যেন (১০ থেকে ৯০ Percent tile এর মধ্যে থাকে), আপগার স্কোর (APGARSCORE) যেন ৭ বা তার বেশি থাকে, শিশুকে যেন শ্বাসকষ্টের কোন চিকিৎসা বা রিসাসিটেশন না করতে হয়, শরীরের তাপমাত্রা যেন সঠিক থাকে (হাইপো বা হাইপারথার্মিয়া না থাকে), রক্তে যেন তার গ্লুকোজ সঠিক মাত্রায় থাকে (হাইপো বা হাইপারগ্লাইসেমিয়া না থাকে, রক্ত ঠিক থাকে, শ্বাসকষ্ট বা সেফসিস যেন না থাকে। মা যেন টক্সিমিয়াতে না ভোগেন, (RH Iso iminisation) না থাকে, রক্তস্রাব (Bleeding) না থাকে, মায়ের মধুমেহ বা ডায়াবেটিস না থাকে। মানে হলো ছোট্ট শিশুটি যেন কোন ধরনের অসুবিধাতে না পরে। থাকে একটি পরিচ্ছন্ন বা (Sterile) কাপড়ে নিতে হবে জন্মের পরে এবং একটি ফ্রক পরাতে যার সামনে এবং পেছন দিকে খোলা যায়। তাকে আবরিত রাখতে হবে যাতে তার তাপমাত্রা সঠিক থাকে। স্বাভাবিক সুস্থ শিশুদের মায়ের কাছে রাখলে ভালো হয়। মায়ের শরীরের তাপমাত্রা রুমিং ইন এর সাহায্যে বাচ্চার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। শিশুকে মায়ের সাথে সম্পর্কে গভীর করাতে হয় এইভাবে। শিশুর মা যেন রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্ব নেন। এতে মায়ের আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং কারোর উপর নিভরশীল হতে হবে না। শিশুটি যেন মায়ের দুধ ঠিকভাবে পেতে পারে এবং তার কোন ইনফেকশন না হয়। শিশুর গায়ের রং, শ্বাসপ্রশাস, তাপমাত্রা এবং নাভি যেন সঠিক থাকে। যখন তাকে মায়ের পাশে এনে শোয়াবে। শিশুর শরীরের তাপমাত্রা যেন দিনে দু'বার করে দেখা হয়। প্রথম প্রথম ওজন কমে যায় কারণ শিশুর শরীর থেকে Vernix,mucus and blood পরিচ্ছন্ন করা হয়। বাচ্চা কালো পায়খানা করলে (Meconium) এবং বাইরের তরল পদার্থ কমে গেলে ওজন কমে। জোড় করে না খাইয়ে রাখা বা দেবীতে খাওয়ালেও শিশুটির ওজন কমবে। যারা শুধু মায়ের দুধ খায় (exclusive breast feeding) এদের ওজন দ্রুত কমে যায় প্রথম ২/৩ দিন। কারণ তখন শিশুরা দুধ কম পায় (শাল দুধ)। বাচ্চারা ২/৩ দিন পরে ওজনে বাড়তে থাকবে প্রথম ১ (এক বৎসর। শিশুরা ৩০ গ্রাম, এবং ১০ গ্রাম করে ওজনে বাড়ে। প্রথম,দ্বিতীয়, তৃতীয় চার মাসের সময়।

মায়ের স্বাস্থের উপর নির্ভর করবে নবজাতকের স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা। মা যেন সচেতন থাকেন এবং শিক্ষিত হন এবং মা হওয়ার সমস্ত গুনাবলী থাকে। মা হলো সবচাইতে উন্নত বাচ্চাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কর্মী (Best Primary health worker) মা যেন নিজস্ব আদর ও ভালোবাসা দিয়ে দেখেন। মা যেন বাচ্চাকে দেখেন, ভালোবাসেন, যত্ন করেন, বারবার বুকের দুধ খাওয়ান (Brast feeding) সুস্থ নবজাতক শিশু যেন নার্সারীতে না থাকে। মা-ই সর্বপ্রথম বুঝতে পারেন জন্মগত গন্ডগোল আছে কিনা এবং অন্য কোন সমস্যা আছে কি না। এইভাবে চিকিৎসককে সবকিছু জানাবেন। বয়ঃসন্ধি বয়সে ছেলে ও মেয়েকে বোঝাতে হবে কিভাবে ভালো মা হওয়া যায়, বাচ্চাকে কিভাবে পুষ্টি দেওয়া যায়, টিকা দেওয়া যায়, চারদিক পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও সাধারণ নবজাতকের সমস্যাগুলি । মহিলা মণ্ডল এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র যেন নিয়মিত শিক্ষা দেন এবং ট্রেনিং দেন ভালো মা হওয়ার ব্যাপারে। এই সব সাধারণ খবরগুলি যেন রেডিও ও টেরিলিভিশনের মাধ্যমে জনসাধারণকে জানানো হয়।

মার দুধ খাওয়ানো বা Breast Feeding ঃ- প্রতিদিন মা-ই যেন মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকেন নবজাতককে মায়ের দুধ খাওয়ার জন্য। এই মানসিক তৈরি হওয়া যেন গর্ভকালীন সময়ে হয়। ঘন দুধ বেরুবে ২/৩ দিন পরে তারপর সুস্থ স্বাভাবিক বাচ্চারা স্বাভাবিক দুধ পাবে। প্রথম ৬ মাস যেন মায়ের দুধই খায়, জলও নয় (exclusive breast feeding)গরম পড়লেও বাচ্চার শুধু মায়ের দুধই খাবে। এসব বাচ্চদের ওজন বেশি বাড়ে আলাদা দুধ খাওয়ার বাচ্চাদের তুলনায়। এরা তেষ্টা পেলে মায়ের দুধই খায়। সাধারণ ২/৩ ঘণ্টার পর পর বাচ্চাকে যেন তার ইচ্ছে মত দুধ খাওয়ানো হয়। মা যেন বাচ্চাকে কনুই এর ওপর রেখে মাথা সোজা করে রাখেন এবং বাচ্চাটি যেন শুধু বৃন্ত না চোষে। সে যেন বুকের অন্যান্য অংশ মুখের ভেতর নিয়ে টানে। শিশুটিকে সন্তুষ্ট করতে অন্তত ১৫/২০ মিনিট সময় লাগে। কোন কোন শিশু একটি স্তন খেয়ে সন্তুষ্ট হয়, আবার কেউ কেউ দুটো স্তন খেতে চায়। মা যেন দেখেন প্রতিবারে খাওয়াবার সময় একটি স্তন সম্পূর্ণ খালি করা হয় যাতে পরবর্তী খাওয়াবার সময় সেই স্তনটি প্রথমে দেওয়া যায়।

মা যেন বাচ্চার সঙ্গে সুন্দরভাবে কথা বলেন, গান গেয়ে বা শব্দ করে তাকে আদর করে দুধ খাওয়ান। বাচ্চা যেন আদর পেয়ে ঘুমিয়ে না পরে তাও দেখতে হবে। ১ম সপ্তাহে শিশুটি প্রতিদিন ৩০ গ্রাম করে বাড়ে, ৬ বার বা তার বেশি প্রশাব করে। তখন ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ সারাদিনেই খাওয়ানো যেতে পারে। ক্রমশঃ রাত্রে খাওয়াটা কমিয়ে দিতে হবে এবং ভোর রাত্রে আবার শিশুকে দুধ খাওয়াতে হবে। যদি মায়ের ফাটা বা বৃন্ত নিপ্‌ল থাকে বা উল্টো দিকে ঢুকে থাকে তা যেন (Antenatal care) সময় চিকিৎসককে দেখিয়ে এই সমস্যাগুলি ঠিক করতে পারেন। বাচ্চা যখন মায়ের দুধ খাবে তখন যেন অন্য কিছু খেতে না দেওয়া হয়। সাধারণত আধাঘণ্টা থেকে একঘণ্টার মধ্যে বাচ্চা আবার খেতে চায়। এই সময়ে যেন অন্য কিছু মধু, গ্লুকোজের জল বা চা ইত্যাদি না খেতে হয়। প্রথমে যে দুধ বেরোয় তাকে বলি শাল দুধ বা (Colostrum) এই দুধই বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে, কারন এতে প্রচুর পরিমাণে শক্তি থাকে, প্রোটিন থাকে এবং শরীর রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও পায়।

চামড়ার যত্ন বা বাচ্চার স্নান ঃ- নবজাতক বাচ্চাকে শরীর থেকে রক্ত, শ্লেষা, পায়খানা সব পবিস্কার করে মায়ের কাছে দিতে হবে। বাচ্চাদের স্নান করালে তার শরীরে শক্ত ভাবটা দুর হয়ে যায়। এই সময়ে যেন হেক্সা ক্লোড়োফেন ব্যবহার না করা হয়, যা বাচ্চার নার্ভকে ক্ষতি করতে পারে। গরমদিনে বাচ্চাকে ১ বার ভালো করে স্নান করানো যেতে পারে । ঘরটি যেন উষ্ণ এবং শুস্ক থাকে। স্নান করাবার সময় মা এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা বোঝেন তার গায়ে কোন ফুস্করি বা গোটা হয়েছে কিনা এবং সে মানসিক ভাবে সুস্থ আছে কি না।

নাভির যত্ন ঃ- নাভি দিয়ে ধনুষ্টংকারের জীবাণু সহজে ঢোকে পরে। স্বাস্থ্যকর্মীরা যেন পরিচ্ছন্ন এবং (Sterilie) যন্ত্র ব্যবহার করেন নাভিকে বাধা বা কাটার জন্য তাহলে শিশুটি ধনুষ্টংকারে ভুগবে না। নাভিকে যেন ২/৪ ঘণ্টার পর দেখতে হয় সুস্থ আছে কি না। অনেক সময় রক্তপাতও হতে পারে। যদি নাভিকে রাবার ব্যান্ড বা Disposible kit দিয়ে বাধা হয় তবে রক্তপাতের সম্ভাবনা কম থাকে। (tripple dye) বা (betadine) লাগালে ভাল হয় নাভিতে।

শরীরে তেল মালিশ করা (boody massage) ঃ- ভারতবর্ষে এবং পাশাপাশি দেশগুলিতে শিশুতে তেল মাখানোটা সবাই অনুমোদন করেছেন। এই মালিশ প্রথম চিন দেশে শুরু হয়েছিল ২০০ শতাব্দীতে। এই মালিশ শিশুকে ৩/৪ সপ্তাহ বয়স হবার পর করা হয় এবং তার ওজন হতে হবে কমপক্ষে ৩ কিলোগ্রাম। বাচ্চারা মজা পায় তেল মালিশে, কাঁদে কম এবং ঘুমোয় বেশি।

শিশুর শরীরের তাপমাত্রা রক্ষা করা ঃ- বাচ্চাকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, ভালো করে কাপড়চোপড় পরাতে হবে, বাচ্চা যেন মায়ের কাছে থাকে। মায়ের শরীরের উষ্ণতা পেয়ে শিশু উষ্ণ থাকবে। বাচ্চার নাভি যেন ভেজা না থাকে।

চোখের যত্ন ঃ- প্রতিটি চোখ যেন পরিছন্ন তুলোর সোয়াব বা নর্মেল সেলাইনে ভিজিয়ে পরিস্কার করতে হবে একটা একটা করে। চোখে যেকোন সময়ে (Trachoma) হতে পারে।

কাপড়চোপড় ঃ- শিশুরা যেন ঢিলেঢালা এবং নরম কাপড় পরে। এই কাপড়গুলি যেন পেছন দিকে বা সামনের দিকে খোলা যায়। শিশুর সমস্ত কিছুই যেন (Road to health card) এ লেখা থাকে যাতে বাচ্চাকে স্কুলে যাওয়ার সময় এটা দেখে শিক্ষক শিক্ষিকারা সবকিছু বুঝতে পারেন।

বিপদের লক্ষণঃ-

১) শরীরের যে কোন জায়গা থেকে রক্তপাত।
২) যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বাচ্চার জন্ডিস দেখা যায় এবং পেচ্ছাব ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে করে ।
৩) বমি করলে বা পাৎলা পায়খানা হলে।
৪) ঠিকমত না খেলে
৫) শরীরে অবসাদ থাকলে আর বেশি কাঁদলে।
৬) মুখে ফ্যানা বেরোলে বা লালা বেরোলে।
৭) খাওয়ার সময় শ্বাসকষ্ট হলে।
৮) শ্বাসকষ্ট হলে।
৯) শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে বা শরীর নীল হলে।
১০) ফিট হলে।
১১) শরীরের তাপমাত্রা হঠাৎ বাড়লে বা কমলে।
১২) শরীরের বাইরে ইনফেক্শন, যেমন চোখে কঞ্জংটিভাইটিস, ফোঁড়া, নাভিতে ঘা বা মুখের ভিতরে থাকলে।

মিঠুনের ছেলেকে প্রকাশ্যে আনলেন সালমান

৬৯ বছর বয়সী মিঠুন চক্রবর্তীকে কে না চেনে! তিনি টালিউড ও বলিউডের সুপারস্টার। তাঁরই চার সন্তানের একজন, ২৭ বছর বয়সী নমশি চক্রবর্তী। বাবা আর বড় ভাইয়ের দেখানো পথ অনুসরণ করে তিনিও ক্যারিয়ার গড়তে চলেছেন বড় পর্দায়। নমশির নতুন ছবির পোস্টার শেয়ার করে শুভকামনা জানিয়েছেন সালমান খান।

'আন্দাজ আপনা আপনা', 'দ্য লিজেন্ড অব ভগত সিং', 'ফাটা পোস্টার নিকলা হিরো' খ্যাত বলিউডের নামজাদা পরিচালক রাজকুমার সন্তোষীর নতুন ছবি ছবি 'ব্যাড বয়'-এর মাধ্যমে বলিউডের দুনিয়ায় পা রাখতে চলেছেন দুই নবাগত। মিঠুন পুত্র নমশি ছাড়া নির্মাতা সাজিদ কুরেশির কন্যা অমরিন কুরেশিও অভিনয় করতে চলেছেন এই ছবিতে। বলিউডে বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত এমন অসংখ্য তারকাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন সালমান খান। এবার দুই নবাগতর প্রথম ছবির পোস্টার শেয়ার করে তাঁদের পরিচিত করিয়ে দিলেন সালমান খান। পোস্টার মুক্তির পাশাপাশি ভাইজান নমশি এবং অমরিনকে তাঁদের এই নতুন সফর শুরুর জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন।

রাজকুমার সন্তোষী তাঁর 'ব্যাড বয়' ছবি প্রসঙ্গে বলেন, 'এই ছবির পোস্টারের মতো এর গল্পও খুব শক্তিশালী। একটা সম্পূর্ণ ছবিতে যা যা থাকে অর্থাৎ নাটকীয়তা, প্রেম, সংগীত, অ্যাকশনসবকিছু ভরপুর আছে আমার এই ছবিতে। আমার বিশ্বাস যে বাণিজ্যিক ছবির দর্শকেরা এই ছবিটি গ্রহণ করবেন।'

নির্মাতা সাজিদ কুরেশিও মনে করেন, 'ব্যাড বয়' পুরোপুরি কমার্শিয়াল ছবি। ২০২০ সালে সবচেয়ে মসলাদার বিনোদনমূলক ছবির তালিকায় 'ব্যাড বয়' থাকবে বলেও বিশ্বাস এই পরিচালকের। মিঠুন—পুত্র নমশি তাঁর বলিউড অভিষেক নিয়ে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। এই তারকা—পুত্র বলেন, '"ব্যাড বয়" আমার কাছে স্বপ্ন সত্যি করার মতো একটা ব্যাপার।' নবাগতা নায়িকা অমরিন কুরেশি বলেন, '"ব্যাড বয়" ছবির জন্য আমি অনেকটা দিন ধরে ভেবেছি। এটা আমার স্বপ্নের ছবি। আর এই ছবি মনোরঞ্জনে ভরপুর। সেটে কাটানো প্রতিটা মুহূর্ত খুব আনন্দের ছিল। এই ছবিটা মুক্তির অপেক্ষায় আমার আর তর সইছে না।'মিঠুন চক্রবর্তীর বড় ছেলে মিমোহ আগেই হিন্দি ছবির দুনিয়ায় পা রেখেছেন। কিন্তু সেভাবে হালে পানি পাননি এই তারকা—পুত্র। এখন দেখার নমশি মিঠুনের নাম কতটা রক্ষা করতে পারেন।

যে কারণে স্মৃতিকাতর ভূমি পেড়নেকর

কাজের ব্যস্ততায় ঘরটাকে ঠিকঠাক দেখাও হয় না। হয়তো কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে গেছে আগে। সেটিই লুকিয়ে আছে ঘরের কোনো কোণে। হঠাৎ করেই সেটি চোখের সামনে পড়লে কেমন লাগবে? বলিউড অভিনেত্রী ভূমি পেড়নেকর যেন তেমনই এক শৈশবের গুপ্তধন পেয়ে নিজেই স্মৃতিকাতর হলেন। আবেগতাড়িত হয়ে গেলেন খানিকটা।

এই লকডাউনে নিজের বাসায় চাষাবাদ নিয়ে রীতিমতো মেতে ছিলেন ভূমি। এখন ঘরদোর পরিষ্কারে মন দিয়েছেন। আর ঘর সাফ করতে করতেই এই বলিউড অভিনেত্রী খুঁজে পেলেন "খাজানা", মানে গুপ্তধন। হারিয়ে যাওয়া এই গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে বেজায় খুশি এই বলিউড অভিনেত্রী। তিনি বলেন, "লকডাউনের এই সময়ে নিজের বাড়িকে পুরোপুরি সময় দিতে পারছি। নিজের হাতে বাড়ি পরিষ্কার করছি। আর তা করতে গিয়ে আমি একটা পুরোনো ট্রাংক খুঁজে পাই। তবে সবচেয়ে অবাক হই ট্রাংকের ভেতরের জিনিসগুলো দেখে। এই ট্রাংকে আমার স্কুলের একটি স্ক্র্যাপবুক পেয়েছি। আমার প্রথম ডিভিডি অডিশনের টেপটাও সেখানে। আর আমার লেখা প্রথম চিত্রনাট্য সেই ট্যাংকে ছিল। সত্যি বলতে, আমি এসব জিনিসগুলো আবার খুঁজে পাব, তা ভাবিইনি।" ভূমি আরও বলেন, "এখন এত সময় পাওয়া যাচ্ছে যে আপনি আপনার জীবনকে রিব্যুট করতে পারবেন। লকডাউনের প্রথম সপ্তাহ খুবই অদ্ভুত ছিল। আমার ঘরটা রাস্তার দিকে, তাই খুব শোরগোল শোনা যেত। কিন্তু হঠাৎই এখানে নীরবতা নেমে আসে। দু-তিন দিন পর মানুষের কোলাহলের পরিবর্তে পাখির কিচিরমিচির শুনতে পাই। লকডাউনের প্রথম সপ্তাহ আমরা করোনাভাইরাস নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকতাম। এখনো আমরা এই নিয়ে কথাবার্তা বলি। তবে এই ভাইরাসকে নিয়ে বাস করা এবং একে মোকাবিলা করার রাস্তাও পেয়ে গেছি।"ভূমি অভিনীত ছবি ডলি কিট্টি অর ওহ চমকতে সিতারে মুক্তির অপেক্ষায়। এই ছবিতে ভূমির চরিত্রের সঙ্গে ১০-১২ বছর আগের ভূমির মিল আছে।

হিমালয়ে গিয়েও শুনেছিলেন তুমি টাইটানিকের রোজ

অস্কার, এমি ও গ্র্যামিজয়ী হলিউড তারকা কেট উইন্সলেট ১৯৯৭ সালে তাঁর অভিনীত টাইটানিক ছবির অবিশ্বাস্য সফলতায় খুশি হয়েছিলেন, হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে সবখানে টাইটানিক ছেয়ে যাওয়ায় তাঁর নাকি অপ্রস্তুত অস্বস্তিও হয়েছিল। এক ছবিতেই শোরগোল ফেলে দেওয়া তুমুল জনপ্রিয়তার ধাক্কা সামাল দিতে সময় লেগেছিল কেটের।

ক্যানডিস ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ৪৪ বছর বয়সী কেট সম্প্রতি ২১ বছরের পুরোনো এক অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন এভাবে: টাইটানিক-এ ছেয়ে গেল পুরো বিশ্ব। এর বছর দুয়েক পর আমি জলোচ্ছ্বাসের মতো আসা তারকাখ্যাতি থেকে ছুটি নিয়ে ছুটলাম ভারতে। হিমালয়ে হাঁটছিলাম। আমার পেছনে একটা লোক লাঠি নিয়ে এলেন। তাঁর বয়স ৮৫। এক চোখ অন্ধ। আমাকে দেখে বললেন, এই, তুমি টাইটানিক-এর সেই রোজ না? আমার চোখে পানি চলে এল। আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁর হাত ধরলাম। বললাম, হ্যাঁ, আমিই সেই।"

কেট জানান, তিনি সব সময়ই বড় পর্দার অভিনেত্রী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই তুমুল

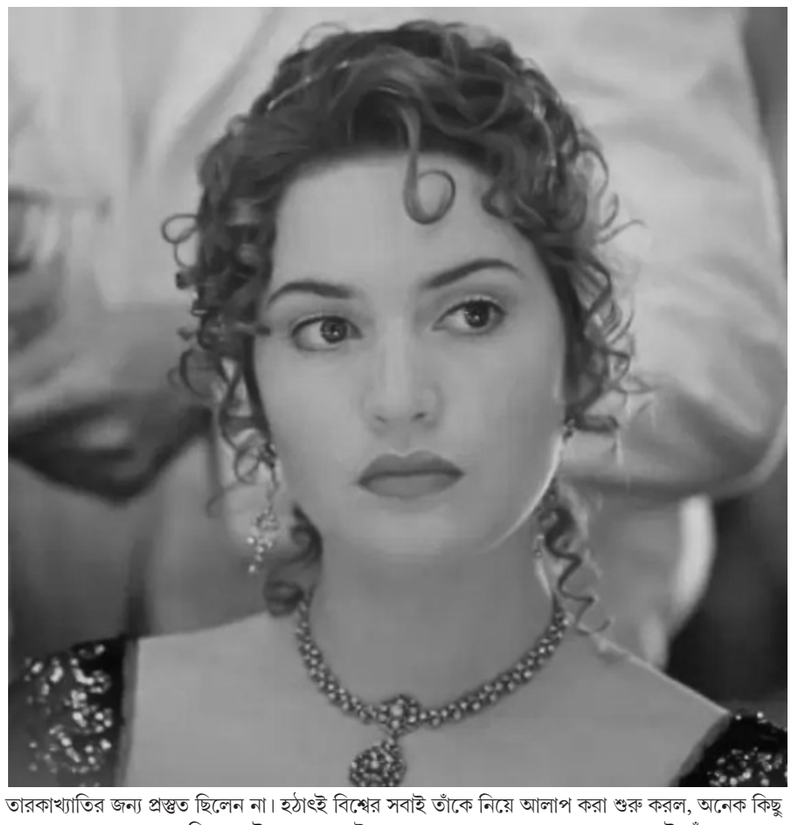

তারকাখ্যাতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। হঠাৎই বিশ্বের সবাই তাঁকে নিয়ে আলাপ করা শুরু করল, অনেক কিছু লেখা শুরু হলো, যার বেশির ভাগই অসত্য। কেট বলেছেন, অন্য যেকোনো মানুষের মতোই তাঁর সেগুলো পড়ে কষ্ট হতো। সন্দেহ হতো, তিনি ঠিক জীবনটাই বেছে নিয়েছেন কি না। সেসব থেকে পালাতেই হিমালয়ে ছুটেছিলেন। আর হিমালয়ের সেই অভিজ্ঞতাটুকু কেটকে বলে দিয়েছিল, তিনি ভুল করেননি। জীবনে সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন।

করোনাকালে মন ভালো রাখার উপায় জানালেন দীপিকা

একসময় দীপিকা পাড়ুকোন নিজে মানসিক অবসাদের শিকার হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি মানসিক অবসাদে ভুগেছিলেন। তবে এ ব্যাপারে কখনো তিনি প্রকাশ্যে কিছু বলতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। শুধু মানসিক রোগীদের পাশে দাঁড়াবেন বলে একটি এনজিও খুলেছেন দীপিকা। এবার করোনাকালে মানুষের মন ভালো রাখার উপায় জানালেন এই বলিউড অভিনেত্রী।

করোনার সংক্রমণ রুখতে টানা দুমাস গৃহবন্দী মানুষ। এক চরম অনিশ্চয়তার মুখে সাধারণ মানুষ। আর তাই অনেককে হতাশা ক্রমশ ঘিরে ধরছে। তাই দীপিকা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মন ভালো রাখার ১১ উপায় বলে দিয়েছেন। এই বলিউড নায়িকার পরামর্শমতো চললে মানসিকভাবে অনেকটা সুস্থ থাকা যাবে।

দীপিকা বলেছেন, 'প্রথমে নিজের খেয়াল রাখতে হবে। আর নিজেকে ভালোবাসতে হবে।' মন ভালো রাখার উপায় সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'নিজের অন্তরে লুকিয়ে থাকা ভয়টা স্বীকার করুন। আর অন্যকে এই বিষয়ে বিষদভাবে জানান। আপনার যা ইচ্ছে করে, আর আপনি পুরো দিন যা করতে চান, তা—ই করা উচিত। সারা দিনের একটা দিনলিপি হওয়া চাই। আর সেইমতো চলা জরুরি।' দীপিকা আরো বলেছেন, 'প্রকৃতির সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে ভুলবেন না। মেডিটেশন এবং শরীরচর্চা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই সময় আপনি আপনার মধ্যে লুকিয়ে থাকা শিল্পীসত্তার বিকাশ ঘটাতে পারেন। যাদের ভালবাসেন, তাদের সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ রাখবেন। গান শুনুন। অবসাদ এবং চাপের মোকাবিলা করুন। শেষ কথা, একদম লজ্জা পাবেন না।'

২০১৪ সালে দীপিকার সঙ্গে রণবীর কাপুরের প্রেমের সম্পর্ক ভেঙে যায়। আর তখন এই বলিউড অভিনেত্রী মানসিক অবসাদের শিকার হন। মনোরোগ চিকিৎসকের সাহায্যে তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। তবে দীপিকা মানসিক রোগীদের যন্ত্রণা এবং অসহায়ত্ব খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করেন। তাই তিনি মানসিক রোগীদের জন্য 'দ্য লিভ লাভ লাইফ' নামক এক এনজিও শুরু করেন। এনজিওর জন্য দারুণ কাজ করে দীপিকা ক্রিস্টাল পুরস্কার জয় করেছিলেন। দীপিকাকে শেষ পর্দায় দেখা গেছে মেঘনা গুলজারের 'ছপাক' ছবিতে। কবির খানের '৮৩' ছবিতে তাঁকে তাঁর স্বামী রণবীর সিংয়ের সঙ্গে দেখা যাবে। শকুন বাত্রার একটি ছবিতে দীপিকাকে দেখা যাবে সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী এবং অনন্যা পান্ডের সঙ্গে।

রবিবার আগরতলায় সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

শিলচরের ডন বসকো স্কুলে একান্তবাসী ছাত্রদের আচরণে বিরক্ত কাছাড় প্রশাসন, কঠোর জেলাশাসক

শিলচর (অসম), ২৪ মে (হি.স.) : কাছাড় জেলা সদর শিলচরের রামনগরে অবস্থিত ডন বসকো স্কুলে একান্তবাসী স্কুল-কলেজের ছাত্রদের আচরণে বিরক্ত প্রশাসন। নিজের ক্ষোভ উগরে দিতে রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি।

তাঁর সরকারি দফতরে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কীর্তি জল্লি বলেন, শনিবার রাতে কোভিড-১৯ পজিটিভ প্রাপ্ত এক শিশু নাসরিন বেগমকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হলে স্বাস্থ্যকর্মীদের বাধা দিয়েছে ছাত্রদের এক দল। স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে স্বাস্থ্যকর্মীদের। অ্যাম্বুলেন্স সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের আটকে রাখা হয়েছে। অবশেষে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ছুটে যান প্রশাসনিক আধিকারিকরা। পিপিই কিট পরে যেতে হয় ম্যাজিস্ট্রেট বিকাশ ছেত্রী সহ অন্যান্য প্রায় ১৫ জন পুরুষ ও মহিলা পুলিশকর্মীকে। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে কোভিড পজিটিভ রোগীকে মেডিক্যয়ল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সব ছাত্র নানা অভিযোগও তুলেছে। জেলাশাসক কীর্তি জল্লির কথায়, তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর করা দরকার ছিল। কমবয়সি ছাত্র বলেই জেলা প্রশাসন তা করেনি। তাদের দাবি, কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থেকে ছেড়ে দিতে হবে। বাড়ি চলে যাবে। কিন্তু সোয়াব টেস্টের রিপোর্ট না এলে কাউকে ছাড়া সম্ভব নয় বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। যেহেতু এই সেন্টার কন্টেইনমেন্ট জোন এলাকায়, তাই তাদের এখন ১৪ দিন ওখানে থাকতেই হবে। জেলাশাসক আরও জানান, তাঁরা নাকি দাবি করছে সব কক্ষে একটা করে টয়লেট দিতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে অসম কিংবা ভারতবর্ষের কোনও জায়গায় প্রত্যেক কক্ষে পৃথক টয়লেট দেওয়া সম্ভব নয়। এমন-কি আমাদের বাড়িতেও প্রত্যেক রুমের সাথে আলাদা টয়লেট নেই। তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার উদ্ধৃতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, কোয়ারেন্টাইন সেন্টার বিয়েবাড়ি নয়। এখানে কাউকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়নি। সবাই জানে, বাইরে থেকে এলে ১৪ দিনের কোয়রেন্টাইনে থাকতে হবে।

জেলাশাসক জল্লি সংবাদ মাধ্যমকে জানান, কাছাড় জেলায় এখন পর্যন্ত প্রায় ৮,৫০০ জন বাইরে থেকে এসেছেন এবং তাদের সবাইকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। সব কোয়ারেন্টাইন সেন্টারেই কম-বেশি সমস্যা রয়েছে। কিন্তু এখানের মতো এত সমস্যা কোথাও নেই। খাবারের গুণগত মানের অভিযোগ সম্পর্কে তিনি জানান, দুই তিনজন ক্যাটারারকে সব সেন্টারের দায়িত্ব দেওয়ায় খাবার নিয়ে পৌঁছতে দেরি হচ্ছিল। অনেক সময় ঠাণ্ডা হয়ে স্বাদে তারতম্য হচ্ছিল। তাই তিনি এখন ক্যাটারার বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। প্রতিটি সেন্টারের জন্য পৃথক ক্যাটারারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। খাবারের পরিমাণ কম নিয়ে উত্থাপিত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে জেলাশাসক জানান, ছাত্রদের একেকজন দুই-তিন থালা খাবার নিয়ে যাচ্ছিল। প্রশাসনের কাছে তার ভিডিও ফুটেজও রয়েছে, যা প্রকাশ করা ঠিক হবে না। কারণ এদের চেহারা সামনে চলে আসুক তা চায় না প্রশাসন। তিনি জানান, পরিস্থিতি খুবই জটিল এবং চ্যালেঞ্জিং। তবে সকলের সহযোগিতায় বেরিয়ে আসতে হবে। জেলা প্রশাসনের আধিকারিক কর্মচারীরা কোয়ারেন্টাইনে থাকা প্রত্যেকের সঙ্গে সুন্দরভাবে আলোচনা করে চলেছেন। জেলা প্রশাসনকে কাছাড়ের প্রায় ১৮ লক্ষ লোকের নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রেখেই চলতে হবে। কোনও পরিস্থিতিতেই জেলার মানুষকে বিপদে ফেলে দেওয়া হবে না বলেও দৃঢ়তার সঙ্গে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা করতে অনুরোধ জানান জেলাশাসক কীর্তি জল্লি। আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক সুমিত সত্তাওয়ান, এনএইচএম মিডিয়া বিশেষজ্ঞ সুমন চৌধুরীও।

ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি ও সর্বানন্দের

গুয়াহাটি, ২৪ মে (হি.স.) : পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে সকল ইসলাম ধর্মাবলম্বী জনসাধারণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি।

এক প্রেসবার্তায় রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি তাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সমদৃষ্টিতে সকলের প্রতি নিজেদের উৎসর্গ করে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করার ডাকও দিয়েছেন রাজ্যপাল অধ্যাপক মুখি। পাশাপাশি শান্তি, পারস্পরিক বিশ্বাস এবং শুভাকাঙ্ক্ষীতার মাধ্যমে ঈদ-উল-ফিতর পালন করতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে আপিল জানিয়েছেন তিনি।

চলমান কোভিড-১৯ মারণ সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যপাল সকলকে তাঁদের ঘরে বসে উৎসব উদযাপন করার আবেদন জানিয়েছেন। তিনি সকলকে অনুরোধ করেছেন, যেন কেউ কোনও ধর্মীয় সমাবেশ না করে নিজের নিজের বাড়িতে অবস্থান করেই সর্বশক্তিমানের প্রার্থনা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি করোনা ভাইরাস অতিমারি রোধে সরকার কর্তৃক জারি সুরক্ষাজনিত সকল প্রকার নির্দেশিকা অনুসরণ করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি আশা করেন, টানা একমাস পবিত্র রমজান উদযাপনের পর ঈদ-উল-ফিতর উৎসব সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দীর্ঘমেয়াদি ঐতিহ্যকে শক্তিশালী হবে এবং সৌভ্রাতৃত্বের বিদ্যমান বন্ধন আরও মজবুত হবে। এর বলে অশুভ শক্তির নাশ হয়ে অসমের সর্বস্তরের, সকল ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান গড়ে উঠবে বলেও মনে করেন রাজ্যপাল।

এদিকে ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে অসমের ইসলাম ধর্মাবলম্বী সর্বস্তরের জনগণের পাশাপাশি রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ঈদ-উল-ফিতর ইসলাম ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের অতি পবিত্র উৎসব। ঈদ-উল-ফিতর উৎসব আমাদের ত্যাগ, করুণা, মানবপ্রেম এবং ভ্রাতৃত্ববোধের মহান অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ করে। ঈদ-উল-ফিতর পালনের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যমান প্রেম, ভ্রাতৃত্ববোধের বন্ধন অধিক সুদৃঢ় হওয়া ছাড়াও পারস্পরিক বোজাবুজির ফলে মানবকল্যাণের জন্য কাজ করতে সকলকে অনুপ্রাণিত করে।

বিবৃতিতে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ কোভিড-১৯ অতিমারির এই জটিল সন্ধিক্ষণে পালিত এবারের ঈদ-উল-ফিতর উৎসবে এই দুঃসময় থেকে সমগ্র মানবজাতিকে রক্ষা

ছয়ের পাতায়

শিলচরের অর্চনা নন্দির করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের ঘটনায় উদ্বিগ্ন জেলাশাসক জল্লি

শিলচর (অসম), ২৪ মে (হি.স.) : কাছাড়ে কোভিড-১৯ গোষ্ঠী সংক্রমণের দিকে যাতে না যায় সেজন্য কোমর কষে ময়দানে জেলা প্রশাসন। শিলচরের রায়গড় এলাকার বাসিন্দা জনৈক অর্চনা নন্দির করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় জেলা প্রশাসনের উদ্বেগ বেড়েছে। জেলাবাসীর পাশাপাশি প্রশাসনকেও ভাবাচ্ছে, কোনও বিদেশ ভ্রমণের ইতিহাস নেই, অথচ অর্চনাদেবী কী করে করোনায় সংক্রমিত হলেন? কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি তাঁর উদ্বেগ ব্যক্ত করে বলেন, এ ঘটনায় মনে হচ্ছে করোনা এবার গোষ্ঠী সংক্রমণের দিকে এগোচ্ছে। তবে এতে আতঙ্কিত না হয়ে সর্বতোপ্রকারে সতর্কতা অবলম্বন করার আবেদন জানান জেলাশাসক।

কোনও ভ্রমণ ইতিহাস নেই এমন দুই কোভিড-১৯ পজিটিভ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে জেলার মানুষকে তাঁদের কর্মকাণ্ডে সতর্ক থাকা এবং আত্মসংযম বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। জেলাশাসক জনগণকে সরকারের বেঁধে দেওয়া নিয়মগুলি কঠোরভাবে অনুসরণ করা এবং অনিবার্য জরুরি প্রয়োজন না হলে বাড়ির বাইরে চলাচলকে সীমাবদ্ধ করার আহ্বান জানান। একান্তই যদি বেরোতেই হয় তবে অবশ্যই মুখে মাস্ক পরার নিদান দিয়েছেন তিনি। এছাড়া বাইরে থেকে ঘরে ফিরেই জামাকাপড় ধুয়ে নিতে বলেছেন। বাজার থেকে কেনা জিনিস ধুয়ে ঘরে ঢোকাতে হবে। অন্যান্য সরকারি নির্দেশিকার মতো যাতে এই বিষয়ে কেউ ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা না করেন তারও আহ্বান জানান জেলাশাসক। ঈদ-উল-ফিতর উৎসব উপলক্ষে ইসলাম ধর্মাবলম্বী জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে জেলাশাসক পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে সকলকে বাড়ির অভ্যন্তরে এবং ঘরে বসে প্রার্থনা করে উৎসব উদযাপন করার অনুরোধ জানান জেলাশাসক কীর্তি জল্লি।

সন্তোষ হোজাই হত্যাকাণ্ড বরখাস্ত হারাঙ্গাজাও থানার ওসি অংশুমান রাজকুমার

হাফলং (অসম), ২৪ মে (হি.স.) : সন্তোষ হোজাই হত্যাকাণ্ডের জেরে এবার চাকরি থেকে বরখাস্ত হলেন হারাঙ্গাজাও থানার ওসি অংশুমান রাজকুমার। গত ২৪ এপ্রিল হারাঙ্গাজাওয়ের গামাডি হাওর গ্রামের বাড়ি থেকে ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইকে পাঁচজনের এক দুষ্কৃতকারীর দলে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার পর ২৫ এপ্রিল সকালে অপহৃতের স্ত্রী জয়ন্তা হোজাই হারাঙ্গাজাও থানায় এজাহার দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওসি অংশুমান রাজকুমার এজাহার নিতে অস্বীকার করেছিলেন সেদিন। তার জেরেই আজ রবিবার ডিমা হাসাও জেলার নবাগত পুলিশ সুপার জয়ন্ত সিং (আইপিএস) কর্তব্যে গাফিলতির দায়ে হারাঙ্গাজাও থানার ওসি অংশুমান রাজকুমারকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছেন। আজ পুলিশ সুপার জয়ন্ত সিং সংবাদ মাধ্যমকে জানান, সন্তোষ হোজাইকে অপহরণের পর ওসি অংশুমান রাজকুমার এজাহার না নেওয়ায় তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গৌহাটি হাইকোর্টের নির্দেশে দক্ষিণ অসম রেঞ্জের ডিআইজি-র নেতৃত্বে গঠিত এসআইটি সন্তোষ হোজাই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করছে। গত ২৪ এপ্রিল সন্তোষ হোজাইকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার সাত দিনের মাথায় ৩০ এপ্রিল মুপা ফরেস্ট রিজার্ভ এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে লাইলিংয়ের জঙ্গলে মাটির নীচে পুঁতে রাখা অবস্থায় সন্তোষ হোজাইয়ের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। এর পর এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে নাম জড়িয়ে পড়ে ডিমা হাসাওয়ের বিদায়ী ডিএসপি সূর্যকান্ত মরানের। যার দরুন পূর্ববর্তী পুলিশ সুপার বীরবিক্রম গগৈ এবং ডিএসপি সূর্যকান্ত মরানকে ডিমা হাসাও জেলা থেকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে।

দিল্লিতে ক্রমেই বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি. স.): দিল্লিতে ক্রমেই বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আক্রান্ত ৫০৮।ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩৪১৮।স্বস্তির খবর এটাই যে বিগত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় কারো মৃত্যু হয়নি।

বিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে

ছয়ের পাতায়

করোনায় বিহারে মৃত্যু বেড়ে ১২

পাটনা, ২৪ মে (হি. স.): বিহারে করোনায় আক্রান্ত হয়ে এক বছর ৪৮ এর এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যের সব মিলিয়ে মারণ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২। এই তথ্য জানানো হয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগের তরফ থেকে।বিহারে নতুন করে করোনায় হয়েছে ৮৭। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪৭৭।

যে ব্যক্তি মৃত্যু হয়েছে সে সারণ জেলার মারহাওরার বাসিন্দা। জ্বর ও সর্দি কাশি নিয়ে গত ২২ মে তাকে পাটনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানে শনিবার দুপুরে তার মৃত্যু হয়। তার সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে। রাজ্যের সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১৭৮৯। এরমধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৬৭৭ জন। করোনায় সবথেকে বেশি আক্রান্ত পাটনা। সেখানে আক্রান্ত হয়েছে ১৯৬। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রহতাস। সেখানে আক্রান্ত ১৫১।

করোনা চিকিৎসায় আহমেদাবাদ সিভিল হাসপাতাল নিয়ে হাইকোর্ট-র মন্তব্য-কে ঘিরে কেন্দ্রীয় সরকার-কে নিশানা করলেন সুরজেওয়ালা

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি. স.) : আহমেদাবাদ সিভিল হাসপাতালে করোনা সংক্রমণের অবস্থা নিয়ে শনিবার গুজরাত হাইকোর্ট-র মন্তব্য-কে পুঁজি করে কংগ্রেস ফের মোদী সরকার-কে নিশানা করেছে। কংগ্রেস নেতা রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা কটাক্ষ করে বলেন, যে রাজ্য থেকে প্রধানমন্ত্রী এসেছেন এবং যে সংসদীয় ক্ষেত্রে থেকে বিজয়ী হয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ সংসদে পৌঁছেছেন সেখানে হাসপাতালের হাল খুবই বেহাল হয়ে রয়েছে। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ওঁরা হাসপাতাল চালাতে পারছেন না, তাহলে তাঁরা দেশ কিভাবে চালাবেন।

রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা রবিবার টুইট বার্তায় বলেন, করোনা সংকট নিয়ে সরকারি নীতি দেখে সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ-র সংসদীয় ক্ষেত্রে গান্ধীনগর-আহমেদাবাদ এর অবস্থা ভগ্ন দশায় পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, গুজরাতে করোনা-য় মৃত্যুর ৪৫ শতাংশ ঘটনা আহমেদাবাদ সিভিল হাসপাতালে ঘটেছে। ওই হাসপাতালে কোবিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে গত শুক্রবার পর্যন্ত ৩৭৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, গুজরাতে ৬৩৮টি মৃত্যুর ঘটনায় ৩৭৭ টি শুধু আহমেদাবাদ সিভিল হাসপাতালে হয়েছে।

সুরজেওয়ালা বলেন, গুজরাট হাইকোর্ট আহমেদাবাদের সিভিল হাসপাতালের অবস্থাকে "করুণ" এবং হাসপাতালটিকে "অন্ধকূপ" বলে মন্তব্য করেছে। শুধু তাই নয়, আদালত ওই হাসপাতাল-কে "আন্ডারগ্রাউন্ড জেল"-র চেয়েও ভয়ঙ্কর বলে তীব্র সমালোচনা করেছে। তিনি বিদ্রুপ করে বলেন, হাসপাতালটিকে একটি টাইটানিক জাহাজের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যা দেখতে খুবই দুর্দান্ত, কিন্তু মানুষের জীবন বাঁচাতে পারে না।

প্রসঙ্গত, করোনা ভাইরাস এবং লকডাউনের অবস্থা নিয়ে গুজরাট হাইকোর্টে দায়ের করা জনস্বার্থে মামলায় শুনানি চলাকালীন বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি আই জে ভোরার খন্ডপীঠ বলেন, আহমেদাবাদ সিভিল হাসপাতালের অবস্থা অত্যন্ত হতাশাজনক ও করুণ।

ছয়ের পাতায়

ঈদ বাড়িতেই পালন করুন : নকভি

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি. স.) : জীবনে প্রথমবার বাড়িতেই ঈদের নামাজ পড়বেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্রী মুখতার আব্বাস নকভি। সাথে তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, অন্যরাও বাড়িতেই ঈদের নামাজ পড়বেন। তাঁর মতে, করোনা মহামারী-র হাত থেকে বাঁচার জন্য লকডাউন মেনে সকলের বাড়িতেই ঈদ পালন করা উচিত।

নকভি বলেন, করোনা মহামারী-র প্রকোপে লকডাউন-এ জীবনে প্রথমবার ঈদ উপলক্ষ্যে বাড়িতেই নামাজ পড়ব। তাঁর মতে, তাতে শুধুই স্থান পরিবর্তন হবে, আবেগ একই থাকবে। তিনি বলেন, করোনা মোকাবিলায় রমজান মাসে সমস্ত নিয়ম বাড়িতে থেকেই পালন করা হয়েছে। তেমনি তাঁর বিশ্বাস, মানুষ ঈদ বাড়িতেই পালন করবেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, রমজান মাসে সকলে মানবতা এবং দেশের কল্যানে প্রার্থনা করেছেন। তেমনি শীগ্রই এই মহামারী থেকে মুক্তি হোক এবং আমরা ভাল উপায়ে আমাদের জীবন-কে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, ঈদ উপলক্ষ্যেও আমরা সকলে সেই প্রার্থনা করি।

প্রসঙ্গত, সোমবার পবিত্র ঈদ পালিত হবে। ঈদ-র প্রাকমুহূর্তে নকভি এবং সমস্ত মৌলভী-রা মুসলিম সম্প্রদায়ের সকলের কাছে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, রমজান মাসে বাড়িতে থেকেই সমস্ত নিয়ম পালন করুন। ঈদ উপলক্ষ্যেও মসজিদ কিংবা মিলনসভা-র আয়োজন না হোক।

বিহারে উত্তরপূর্বগামী যাত্রীবাহী ট্রেনে একাংশ উন্মত্তের হামলা

গুয়াহাটি, ২৪ মে (হি.স.) : ভিন রাজ্যে আটক উত্তর পূর্বাঞ্চলের যাত্রীবাহী একটি ট্রেনে হামলা চালিয়েছে একাংশ উন্মত্ত জনতা। ট্রেনটি হরিয়ানা থেকে নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরের উদ্দেশে আসছিল। রবিবার সকালে ট্রেনটি বিহারের দানাপুর স্টেশনে দাঁড়ালে সেখানে কতিপয় উন্মত্ত মানুষ ট্রেনে উঠতে চেষ্টা করে। তাদের ট্রেনে উঠতে বাধা দেওয়া হলে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

ঘটনার একটি ভিডিও 'হিন্দুস্থান সমাচার'-এর হাতে এসেছে। ভিডিওটিতে দেখা গেছে, একাংশ উন্মত্ত মানুষ ট্রেনের জানালার কাঁচ ভাঙছে। ট্রেন জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। কোনও এক যাত্রী ঘটনার সময় ভিডিও রেকর্ডিং করেছেন। হরিয়ানা থেকে ডিমাপুর অভিমুখী ট্রেনটিতে অসম, নাগাল্যান্ড তথা উত্তরপূর্বের বহু যাত্রী রয়েছেন। এদিকে ট্রেনটি আধঘণ্টা পর পর থামতে থামতে আসছে বলে জানা গেছে। এর ফলে যাত্রীদের ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে সর্বাধিক করোনা আক্রান্ত ২০৮, মৃত বেড়ে ২০০ : স্বাস্থ্য দফতর

কলকাতা, ২৪ মে (হি. স.): একদিনে করোনা আক্রান্ত রাজ্যে কম হলেই পরের দিন লাফিয়ে দ্বিগুণ হারে বাড়ছে তার সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ২০৮ জন।যা এই পর্যন্ত একদিনে সর্বাধিক আক্রান্তের সংখ্যা রাজ্যে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।সুস্থ হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় বাড়ি গিয়েছেন ৫৮ জন। অতএব রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২০৫৬। রবিবার এমনটাই জানানো হয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের জারি করা বুলেটিনে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬৬৭ জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ১৩৩৯ জন।রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২০০ জনের। অডিট কমিটির দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী বাকি ৭২ জনের মৃত্যু হয়েছিল কো মর্বিডিটির জন্য। অন্যদিকে রাজ্যে কমেছে সুস্থ হওয়ার হার। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৬.৫১ শতাংশ সুস্থ হয়েছে। এদিন বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৯ হাজার ২১৬ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১ লাখ ৩৮ হাজার ৮২৪ টি।এখন রাজ্যে ৩৩ টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।এখনও পর্যন্ত এই পরিস্থিতি তে রাজ্যে এখন ৫৮২ টি সরকারি একান্ত বাস রয়েছেন ১৬ হাজার ২৬৫ জন। সরকারি একান্ত বাস থেকে ছুটি পেয়েছেন, ৩৯ হাজার ৫৩৮ জন। এখন বাড়িতে একান্ত বাসে রয়েছেন ১ লাখ ২ হাজার ৩৪৯ জন। হোম কোয়ারেন্টিনে নজর দারি শেষ হয়েছে, ৭৪ হাজার ৬০৮ জনের। গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা থেকে পাওয়া গিয়েছে ৫২ টি নতুন কেস। এই পর্যন্ত এরমধ্যে কলকাতা থেকে পাওয়া গেছে মোট ১৬৬৭ টি কেস।তাদের মধ্যে আরও ৪৪ জন গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।ইতিমধ্যে মোট ৬৫২ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন। করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘণ্টায় ২ জনের মৃত্যু হয়েছে।তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১২৮ জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে।কো-মর্বিডিটির জন্য মৃত্যু হয়েছে ৫২ জনের। বর্তমানে কলকাতায় করনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৮৩৫ জন।বাকি মৃত একজন হুগলির বাসিন্দা।

তামিলনাড়ুতে করোনায় একদিনে আক্রান্ত ৭৬৫ জনের

চেন্নাই, ২৪ মে (হি. স.): করোনা র মারণ দৌরাত্ম্য অব্যাহত তামিলনাড়ুতে। রবিবার সেখানে নতুন করে আক্রান্ত ৭৬৫ জন।মৃত্যু হয়েছে আট জনের। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৬২৭৭। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১।রবিবার প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে

ছয়ের পাতায়

অসমে বেকার সমস্যা সমাধানে ব্যবসায়ীদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

ধেমাজি (অসম), ২৪ মে (হি.স.) : বহিঃরাজ্য থেকে অসমে ফিরে আসা শ্রমিকদের কর্মসংস্থাপন দিতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার। ঘরোয়া উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে, বেকার সমস্যা সমাধান তথা রাজ্যের অর্থনৈতিক স্থিতি মজবুত করতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের জন্য ব্যবসায়ীদের আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

ধেমাজি জেলার শিলাপথারের বিশাল এলাকা ঘুরে দেখে এই আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল। উৎসাহ দিতে গিয়ে তিনি জানান, কুটির শিল্পগুলিতে সরকারি সাহায্য দেওয়া হবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন সাংসদ তপন গগৈ, বিধায়ক ভুবন পেগু, বিধায়ক ডা. রনোজ পেগু, প্রশান্ত ফুকন, ঋতুপর্ণ বরুয়া প্রমুখ। সঙ্গে ছিলেন ধেমাজির জেলাশাসক সহ জেলার বিভিন্ন পদস্থ আধিকারিকরাও।

শিলাপথারে বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে উঠেছে। যেখানে শতাধিক বেকার যুবকের কর্মসংস্থাপন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ঘরোয়া উৎপাদনই রাজ্যের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। তিনি ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগের স্বত্বাধিকারীদের উৎসাহ দেন। তিনি

ছয়ের পাতায়

রবিবার সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির উদ্যোগে দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

সিইএসসির ব্যর্থতার দায় সরকারের হতে পারে না: ফিরহাদ হাকিম

রবিবার এইভাবেই দায় সারলেন কলকাতা পুরসভার বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভের চেয়ারম্যান ফিরহাদ হাকিম। উল্টে তাঁর বক্তব্য, 'সিইএসসি জন্য মানুষের অসুবিধা হচ্ছে. গাছ কাটার জন্য লাইন ফেরাতে দেরি হয়নি বরং কিছু জায়গায় বিদ্যুৎ সংযোগা ছিল।সিইএসসি না আসা পর্যন্ত গাছ কাটা সম্ভব হয়নি।

আমফানের তাণ্ডবের পর পেরিয়ে গিয়েছে ৯৬ ঘণ্টা।তারপরেও শহরের বহু জায়গায় পৌঁছয়নি বিদ্যুৎ পরিষেবা।এই অবস্থায় চলল দোষারোপ ও তার পাল্টা দোষারোপ।গাছ না কাটার জন্যই বিদ্যুৎ পরিষেবা দিতে দেরি হয়েছিল বলেই দাবি করেছে সিইএসসি। অন্যদিকে, কলকাতা পুরসভার দাবি সিইএসসির জন্যই মানুষের অসুবিধা।২০ মে শহরের বুকে ধ্বংসলীলা চালিয়ে গেছে ঘূর্ণিঝড় আমফান। তারপরে কেটে গিয়েছে আরও চার দিন। তবু বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে শহর ও জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা। এই অবস্থায় জল ও বিদ্যুতের জন্য পথে নেমে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে সাধারণ মানুষ। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে পুলিশ প্রশাসনকে।যদিও এই দায় নিজেদের ঘাড়ে নিতে নারাজ সিইএসসি সহ কলকাতা পুরসভা। গাছ কাটার জন্য আরও লোক নিয়োগ হচ্ছে গাছ কাটার জন্য ৩৬০ জন অতিরিক্ত লোক নিয়োগ হচ্ছে।রবিবার দিনভর সিইএসসি ও পুরসভার তরজার পর ফিরহাদ জানান, ' সিইএসসি সরকারের আন্ডারে নয় বা কলকাতা পুরসভার আন্ডারে নয়। সিইএসসির ব্যর্থতার দায় সরকারের হতে পারে না। তাও মানুষের সুবিধার্থে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী সিইএসসি দফতরে গিয়েছিলেন। তারা কথা দিয়েছেন সমস্ত জায়গায় লাইন চলে আসবে কিছুদিনর মধ্যেই। আজকে নবান্নতে সিইএসসি জানিয়েছে ইতিমধ্যে ৫০ শতাংশ জায়গায় লাইন চলে এসেছে।

ফালাকাটায় গাড়ির ধাক্কায় মৃত দুই শ্রমিক

ফালাকাটা, ২৪ মে (হি. স.) : ফালাকাটা-ধূপগুড়ি সড়কের ওয়্যারলেস এলাকায় গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল দুই শ্রমিকের। জখম হয়েছেন আরও একজন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হতাহতরা ধূপগুড়ি ব্লকের শালবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। শনিবার রাতে ফালাকাটা ২ মাইলের একটি গোডাউনে সিমেন্ট আনলোড করে দুটি সাইকেলে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন তাঁরা। সেই সময় উলটো দিক থেকে আসা এন এফ রেলওয়ের অন ডিউটি বোর্ড লাগানো একটি গাড়ির ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় একজনের। জখম হন অপর দুজন। পরে ঘটনাস্থলে যায় ফালাকাটা থানার পুলিশ ও দমকল। জখম দুজনকে উদ্ধার করে ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। অপর একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। রবিবার পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে। চালক পলাতক। তার খোঁজ চলছে। রবিবার দুটি মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ারে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

আক্রান্তের সংখ্যা

পাচের পাতার পর

দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৫০৮ জন। সবমিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩৪১৮। এর মধ্যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৬৬১৭। বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ২৭৩ জন। সব মিলিয়ে ৬৫৪০ জন সুস্থ হয়েছে। দিল্লিতে এখনো পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২৬১ জনের। করোনা মোকাবিলায় দিল্লির হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে শয্যা রয়েছে। আগামী দিনে তার দ্বিগুণ করা হবে।

করলেন সুরজেওয়ালা

পাচের পাতার পর

বর্তমান পরিস্থিতিতে সিভিল হাসপাতালের অবস্থা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। বিচারপতি বলেন, এই সিভিল হাসপাতালটি রোগীদের চিকিতার জন্য বানানো হয়েছে। তবে মনে হচ্ছে, এখন হাসপাতাল একটি অন্ধকূপে পরিণত হয়েছে। অথবা অবস্থা আরও খারাপ হয়ে রয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে দরিদ্র ও নিঃস্ব রোগীদের কাছে কোন বিকল্প নেই।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ত্রাণ বন্টনে বাধা দেওয়ার কংগ্রেসের অভিযোগের পাল্টা দিল বিজেপি

আগরতলা, ২৪ মে।। ত্রান বন্টনে কংগ্রেস কর্মীদের বাধা দেওয়া ও হামলার যে অভিযোগ কংগ্রেস সভাপতি পিযুষ বিশ্বাস করেছেন বিজেপির বিরুদ্ধে তার পাল্টা জবাব দিয়েছে বিজেপি। দলের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে রবিবার বলা হয়েছে, গতকাল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কুৎসামূলক বিষয় পরিবেশন করা হয়। যা আজ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ও সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তা বিজেপির প্রদেশ কমিটির নজরে আসে আমরা লক্ষ্য করেছি খবরে গতকাল বিলোনীয়া মহকুমার ঋষ্যমুখে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংবাদ পরিবেশন করা হয়। ঋষ্যমুখের প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই কংগ্রেস দল ত্রাণ বন্টনের নাম করে মাইক পতাকা সহযোগে এক সভার আয়োজন করে।

সেখানে মাইকে নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র ও গান পরিবেশন হচ্ছিল। সেই সময় ঋষ্যমুখের শ্রীমতি ফুলমালা ত্রিপুরা সেখানে উপস্থিত হয়ে রেগার কাজ সংক্রান্ত ফর্ম জমা দিতে যায়। সেই সময় প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ চৌধুরীর নেতৃত্বে কতিপয় কংগ্রেস কর্মী ফুলমালা ত্রিপুরার সাথে অসালীন আচরণ করে ও তাকে প্লাস্টিকের চেয়ার দিয়ে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। পরবর্তী সময়ে স্থানীয় জনগন ও বিজেপি কর্মীদের সহযোগিতায় ফুলমালা ত্রিপুরাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আস ও কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ে করে। এই ঘটনাকে ধাপাচাপা দিতে কংগ্রেস দলের তরফে থেকে মিথ্যাচার করা হয়।

আমরা গভীর উদ্যোগের সাথে লক্ষ্য করতেই কংগ্রেস দল সহ আরো কোন কোন রাজ্যের বিরোধী দল সম্পূর্ণ বোয়েবলসীয় কায়েদায় ধারাবাহিকভাবে রাজ্য সরকার ও বিজেপি দলের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করে আসছে। দেশবাসী মাত্রই অবগত আছেন যে সারা পৃথিবীময় করোনা পরিস্থিতির অতিমারী যে সংকট তার বিষয়। এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিপ্লবজীর নেতৃত্বে রাজ্য সরকার এই পরিস্থিতিতে দেশের কৃষক, শ্রমজীবি জনগন, জনজাতি সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘু এই সব অংশের মানুষের কল্যাণার্থে একের পর এক জনকল্যাণকারী যে প্রকল্প ঘোষণা ও বাস্তবায়িত করে চলেছেন তা এবং প্রদেশ বিজেপির নেতৃত্বে নিরলসভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিসহ সর্বত্র যেভাবে সব অংশের মানুষের কাছে ত্রাণ বিলি বন্টন করে চলছেন এর ফলে কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছে। ফলে শতবর্ষ প্রাচীন কংগ্রেস দল যারা দীর্ঘদিন দেশ শাসন করেছেন রাজ্য সরকার পরিচালনা করে এসেছেন তারা আজ দিশেহারা হয়ে নিজেদের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে এই ধরনের কুৎসার আশ্রয় নিয়ে নিজেদের তুলে ধরার চেষ্টা করে আসছেন। আমরা বিজেপি প্রদেশ কমিটি মনে করি পৃথিবীময় এই অতিমারি পরিস্থিতিতে আমাদের দেশ ও রাজ্যের যে অবস্থা এতে দলীয় রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীর যে মন্ত্র সবকা সাথ সবকা বিকাশ বিশ্বাস এই লক্ষ্যে সকলকে এগিয়ে আসার জন্য। আমরা কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলির কাছে আবারও আবেদন করব রাজ্য পরিস্থিতিকে ঘোলাটে না করে এই কঠিন পরিস্থিতিতে সকলকে দায়িত্বশীল ভূমিকা প্রতিপালন করা জন্য।

ছাত্রছাত্রীদের কাছে দ্রুত পাঠ্যবই পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছেঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। করোনা পরিস্থিতির কারণে ছাত্রছাত্রীদের হাতে এখনও যে সকল পাঠ্যপুস্তক পৌঁছানো যায়নি সেগুলি দ্রত পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে শিক্ষাদপ্তর। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ আজ সচিবালয়ে সংবাদিক বৈঠকে এই কথা বলেন। তিনি বলেন, বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন শুরু করার আগেই ছাত্রছাত্রীদের কাছে বই পৌঁছে দেওয়া হবে। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই বুনিয়াদি স্তরে ২৫ লক্ষ ৩৭ হাজার ১০৭টি পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। নবম শ্রেণীর ১ লক্ষ ৫১ হাজার পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। দশমশ্রেণীর ৯টি বিষয়ের বইয়ের মধ্যে ৮টি বিষয়ের বই এসেগেছে। দ্বাদশ শ্রেণীর ২৯টি বিষয়ের মধ্যে ১৫টি বিষয়ের বই এসেগেছে। যেগুলি এখনও ছাপা বাকী বা পৌঁছেনি সে বিষয়ে শ্রীঘই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী। শিক্ষামন্ত্রী জানান, কোন কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষকের স্বল্পতা রয়েছে। সে সব স্কুলে শিক্ষকদের পোস্টিং দেওয়ার জন্য শিক্ষাদপ্তর উদ্যোগ নিচ্ছে। যেখানে স্বল্পতা রয়েছে সেখানে শিক্ষক পাঠানো হবে। টি টি এ ডি সি'র ক্ষেত্রেও এই উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী।

সূর্য উঠিয়ে ছাড়ল

দুইয়ের পাতার পর

প্রথম চৌধুরী, রমেশচন্দ্র মজুমাদর, অহীন্দ্র চৌধুরী থেকে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, ---ড. অজিতকুমার ঘোষ---সকলেরই সুচিন্তিত অভিমত—বাংলার যথার্থ একাঙ্ক নাটকের স্রষ্টা মন্মথ রায়।

বাংলা থিয়েটারে একাঙ্ক নাট্যধারার প্রবর্তয়িতা তিনি। মাইকেল, অমৃতলাল, রবীন্দ্রনাথ ছোট নাটক লিখেছেন বটে, কিন্তু গঠনঘর্মে সেগুলো একাঙ্ক নয়, বিশুদ্ধ একাঙ্ক নয়। মাইকেল অমৃতালালের প্রহসনে যাকে বলে স্থান-কালের ঐক্যনীতি মানা হয়নি, আর রবীন্দ্রনাথের হাস্যকৌতুক নিতান্তই কার্টেন রেইজার—বিয়ের রাতে বরের কোলের কোলবর।

মন্মথদা রায় দিলেন, "তোর 'মৃত্যুর চোখ জল' ও যথার্থ একাঙ্ক।" সেদিন সেই মুহূর্তে আমি চমৎকৃত। আজ কিন্তু একাঙ্ক রচনার বিধিবিধানকে চতুর্দশীতে বেগুনভক্ষণ নাস্তি জাতীয় ঠাকুরমশাইয়ের উপদেশ বলেই জ্ঞান করি। স্থান-কাল ছাড়া অন্যভাবেও ইউনিটি রক্ষা করার যায় না কি- বিষয়ে, বক্তব্যে, উপস্থারপনায়? আবয়বিক বিধিনিষেধের বলেই কি একটা লেখার জাতপাত ঠিক হবে, নাকি বিষয়ের আন্তর-অভিপ্রায়ই বিচারে মুখ্য সাক্ষ্য দেবে? বিশেষ করে আজ যখন থিয়েটারের চেহারাটাই বদলে গিয়েছে, বদলে যাচ্ছে---দৃশ্যভাগ, কালভাগ বহুক্ষেত্রে গৌণ হয়ে পড়েছেডমঞ্চ প্রযোজনা কি একটি অবিভাজ্য কালসীমার এক সুতোয় গাঁথা ফুলমালার মতো অখণ্ড মুর্তিতে শোভা পাচ্ছে? থিয়েটার বদলে যেতে নাটক বিচারের সনাতন বিধিনিষেধের মাহাত্ম অটুট থাকে কী করে?

কাগজপত্রের ব্যাপারে ভারি গোছানো মানুষ ছিলেন মন্মথদা। তাঁকে নিয়ে যেখানে যতটুকু লেখা হয়েছে—সব সংগ্রহ সংরক্ষণ করার অভ্যেস ছিল তাঁর। পাছে হারিয়ে যায়, বইয়ের মলাটে মুদ্রিত করে রেখে গিয়েছেন প্রথম চৌধুরী, রমেশচন্দ্র মজুমদারের শংসাপত্র। তরুণ নাট্যকারদের শ্রদ্ধা নিবেদনও ঠাঁই পেয়েছে তাঁর গ্রন্থাবলির পরিশিষ্টে। রচনাকালানযায়ী সাজিয়ে রেখে গিয়েছেন নাটকের তালিকা। '৩১ সালে 'কারাগার' নাটকটি নিষিদ্ধ করেছিল ব্রিটিশ সরকার। তদানীন্তন বঙ্গদেশ সরকারের চিফ সেক্রেটারি আর এন রডের স্বাক্ষরিত অর্ডারটি স্থান পেয়েছে 'কারাগার'-এর সঙ্গে এক মলাটের মধ্যে। দেওয়ালে ঝকঝকে কাচের আড়ালে বাঁধানো কাজী নজরুল ইসলামের পত্র "এক বুক কাদা ভেঙে পথ চলে একদিঘি পদ্ম দেখলে দু'চোখে আনন্দ যেমন ধরে না, তেমনি আনন্দ দু'চোখ ভরে পান করেছিল আপনার লেখায়—এ বললে আপনি কী মনে করবেন জানিনে। তবে আমার প্রাণের আনন্দ এর চেয়ে ভাল করে প্রকাশ করার শক্তি আমার নেই বলে লজ্জা অনুভব করছি।

কাজী সাহেবের এতটাই অনুরাগী ছিলেন মন্মথদা, পত্রখানি দেওয়ালে টাঙিয়ে ক্ষাণ্ড হননি, যখন যেখানে সুযোগ পেয়েছেন ছাপিয়ে দিয়েছেন, নজরুলের হস্তলিপি সমেত। এসব দেখেশুনে কারও কারও মনে হতেই পারে, মন্মথ রায় ছিলেন হদ্দ প্রচারিপ্রিয় মানুষ। আমিও তাই ভাবতাম, যদি না জানতাম—মন্মথ রায় কেবল নিজের ব্যাপারেই মনোযোগী ছিলেন না, অন্যের ব্যাপারেও ছিলেন সমান উদ্যোগী। কতবার মন্মথদার পত্র পেয়েছি—'অনেক দিন আসিস না। তোর সম্পর্কে কাগজে কী লিকেছে দ্যাখ।' খামের মধ্যে যত্ন করে টাকা খবরের কাগজের ঠুকরো। তাই বলতে হয়, উদাসীন অথবা নিজের কাজকর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধাহীন অধিকাংশ বাঙঅলি লেখদের মধ্যে তিনি ছিলেন উন্নত স্বভাবের মানুষ। নিজেরটা নিজেই গুছিয়ে সাজিয়ে রেখে গিয়েছেন বলেই, তাঁর জন্মশতবর্ষে নাট্যানুরাগীদের আর ঘরের কোণের পুরনো তোরঙ্গ খুলে অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করতে হয়নি। আমরা একসময় বলতাম, 'ডক্টরেট যদি করি আপনাকে নিয়েই করব দাদা। কাগজপত্র সবই তো তৈরি। শুধু অলংকারটি আমার নাকের ডগায় জুড়তেই যা বাকি'। আমি যখন মন্মথদার কাছে যাতায়াত শুরু করেছি, বাংলা থিয়েটারে সে সময় একাঙ্ক নাটকের জোয়ার। শহর, গ্রামগঞ্জের নাটকের দল, প্রতিষ্ঠিত অথভা সদ্যোজাত, সবাই মেতে উঠেছে একাঙ্ক প্রযোজনা নিয়ে। কলকাতায় 'বহুরূপী', 'নান্দীকার', 'গন্ধর্ব', 'সুন্দরম', 'অভ্যুদয়', 'থিয়েটার ওযার্কশপ', 'শৌভনিক'—নিয়মিত না হলেও মাঝেমধ্যেই একাঙ্ক অভিনয় করছে। রাজ্যজুড়ে, যত্রতত্র একাঙ্ক নাট্যপ্রতিযোগিতা। তরুণ রায়ের 'থিয়েটার সেন্টার 'আর দক্ষিণারঞ্জন রাসবিহারী সরকারের 'বিশ্বারূপা' র প্রতিযোগিতাই সবচেয়ে বড়। নবনাট্য আন্দোলন কার্যত একাঙ্ক নাট্য আন্দোলনের চেহারা নিয়েছে। একাঙ্কর এই বাড়বাড়ন্তে সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি পেয়েছিলেন মন্মথ রায়। দু'টি ব্যাপার কখনও মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেননি মন্মথদা— তিনি বাংলার একাঙ্ক নাট্যধারার আদিপুরুষ, আর তাঁর 'কারাগার' আতঙ্কিত করেছিল ব্রিটিশ রাজশক্তিকে। নাট্যকার জীবনের প্রথম পর্বে ঘটে যাওয়া এই দুই বৃহৎ ঘটনা তাঁর বাকি জীবনের নাট্যকর্মের চালিকাশক্তিও বটে। 'মুক্তির ডাক'-এর এইতহাস সৃষ্টির পরে তিনি নিয়মিত একাঙ্ক লিখেছেন— মোট সংখ্যা নিতশোর কাছাকাছি। ছয়ের দশকে দেখি সম্পূর্ণ মনোযোগ একাঙ্ক রচনায়। বলেছেন, 'স্পুটনিকের যুগে লোক আর বেশিক্ষণ থিয়েটারে বসে সময় কাটাতে চাইবে না—চাই চার-ফাঁচ মিনিটের একাঙ্ক। হ্যাঁ,তাও লিখেছেন মন্মথদা।

ছোটগল্পে যেমন বনফুল, নাটকে তেমন মন্মথ রায়—গল্পে নাটকে দৈর্ঘ্য হ্রাসের খেলায় মেতে উঠেছিলেন। এখন আর বড়কে কেটে ছোট বানানোর খেলা নয়। ছোটর মধ্যে বড়কে খোঁজার পালা। 'টোটোপাড়া', 'ফকিরের পাথর্র, 'অজগরমণি', 'কাজল রেখা,' ইলা', 'মরা হাতি লাখ টাকা'—চমৎকার কিছু একাঙ্ক নাটক সৃষ্টি হয়েছে তাঁর হাতে। গত শতকের মধ্যভাগে এ দেশের জীবন যাপনের নিত্যদিনের ছোট ছোট সমস্যা, অসংগতি বৈষম্য—ছোট ছোট অনুভবে ঘেরা জীবনমুহূর্তের মরমি চিত্র এঁকেছেন মন্মতধা—সোজা সরল কলমে। ছয়ের দশকে দেখি তিনি যেন ভুলেই গিয়েছেন তাঁর প্রথম জীবনের পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলোর কথা। ইতিহাস বলে 'কারাগার', 'দেবাসুর' 'শ্রীবৎস,' 'অশোক', 'রাজনটী', 'চাঁদ সদাগর',

চিহ্নিত

● প্রথম পাতার পর

আনা হয়নি। এলাকার লোকজন চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। প্রশাসনের তরফ থেকে গোটা এলাকাকে সানিটাইস করার জন্য এলাকাবাসী জোরালো দাবি জানিয়েছেন। এসব দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এলাকার জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে রবিবার পোস্ট অফিস এলাকায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। অবশেষে প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দেওয়ায় তারা বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে নেন।

অসমে

● প্রথম পাতার পর

গ্রামের বাসিন্দা মুফতি জামাল উদ্দিন। জামাল ইতিমধ্যে করোনা-মুক্ত হয়ে বাড়ি চলে গেছেন। তার পর যথাক্রমে ৭ মে পর্যন্ত ৫০, ১৭ মে পর্যন্ত ১০০, ১৯ মে থেকে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে, এদিন রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয় ১৫০, ২১ মে এক লাফে বেড়ে ২০০, ২২ মে ২৫০, ২৩ মে ৩০০ এবং আজ ২৪ মে এই খবর লেখা পর্যন্ত কোভিড-১৯ পজিটিভের মামলা ধরা পড়েছে ৩৫২টি। এই সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

পুলিশকর্মী

আটের পাতার পর

হয়েছে।আক্রান্তদের মধ্যে ১৮৩ জন পুলিশ আধিকারিক রয়েছে।এখনো পর্যন্ত সব মিলিয়ে মারণ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৮ পুলিশ কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৬৭৩ জন।উল্লেখ করা যেতে পারে মহারাষ্ট্রে সবমিলিয়ে আক্রান্ত হয়েছে ৪৭১৯০ জন।সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ১৩৪০৪। রাজ্যে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ১৫৭৭।

জগদীশ মুখি ও সর্বানন্দের

পাচের পাতার পর

করতে প্রার্থনা করার জন্য ইসলাম ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। এ প্রসঙ্গে সামাজিক দূরত্ব তথা কোভিড-১৯-এর অন্যান্য প্রটোকল মেনে এই উৎসব পালন করার জন্যও মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল আহ্বান জানিয়েছেন।

৭৬৫ জনের

পাচের পাতার পর

৮৩৩ জন।সবমিলিয়ে সুস্থ হয়েছে ৮৩২৪ জন। রাজ্য সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৭৮৩৯। এই নিয়ে পঞ্চম বার আক্রান্তের সংখ্যা একদিনে ৭০০ ছাড়ালো। আক্রান্তদের মধ্যে ৪৭ জন সম্প্রতি ভিন রাজ্য থেকে ফিরেছে।

আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

পাচের পাতার পর

বলেন, ভিন রাজ্য থেকে আগত বেকার যুবকরা এই ক্ষুদ্র শিল্পগুলিতে কাজ করতে পারবেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তিনের পাতার পর

সশস্ত্রবাহিনীর সদস্য এবং কেন্দ্রীয় ও মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ যাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ত্রাণসামগ্রী বিতরণসহ সরকারের নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন তাঁদেরকেও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বিতরন অব্যাহত

তিনের পাতার পর

বলেন, 'মানুষের কষ্ট দেখলে আমি বসে থাকতে পারি না। বিশেষ করে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য আমি আজীবন কাজ করে যাচ্ছি। তাদের বিপদে-আপদে পাশে দাড়াতে পারলে আমার খুব ভালো লাগে। সে কারণেই আমি দেশ ব্যাপি এই দুর্যোগ কালে ঝুকি নিয়ে হলেও তাদের মুখে একবেলা অন্তত খাবার পৌছে দিতে পেরেছি, এটাই আমার সুখ।' তিনি পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে প্রায় পাঁচ হাজার শাড়ী, লুঙ্গি, পাঞ্জাবীসহ নগদ টাকা বিতরণ করেছেন।

পবিত্র ঈদুল ফিতর

তিনের পাতার পর

শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে নির্দেশনায় বলা হয়েছে।

বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের বাসায় যাতায়াত না করার পাশাপাশি বিনোদন কেন্দ্রে ঘোরাঘুরি না করে নিজ ঘরে ঈদ উদযাপন করতেও বলা হয়েছে।শুক্রবার বিকেলে আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ১৪টি নির্দেশনার কথা জানায় ডিএমপি।

নামাজ

● প্রথম পাতার পর

বজায় রাখার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ নামা জারি করেছে। সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব না হলে করোনা গ্রাসে গোটা দেশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সে কারণেই মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা এ বছর ১ মাস রোজা পালনের পর ঈদ উৎসবে কোন ধরনের জমায়াতে শামিল হচ্ছে না। মুসলিম ধর্মগুরুরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার যে নির্দেশ নামা জারি করেছে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। মানুষকে বেঁচে থাকার তাগিদেই কেন্দ্রীয় সরকার এই ধরনের স্বাস্থ্যবিধি জারি করেছে। সে কারণেই এ বছর রোজা পালন করার পর ঈদ উৎসবে কোন ধরনের জমায়াত করা সম্ভব নয়। প্রতিটি মসজিদে পাঁচ থেকে ছয় জন মিলে ঈদের নামাজ আদায় করার নির্দেশ

খেলোয়াড়দের ফিটনেসে খুশি জিদান

প্রায় দুই মাস পর শিষ্যদের সঙ্গে কাজ করতে পেরে খুশি রিয়াল মাদ্রিদের কোচ জিনেদিন জিদান। সন্তুষ্ট খেলোয়াড়দের ফিটনেস দেখে। ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে সাফল্যের সঙ্গে মৌসুম শেষ করার ব্যাপারে আশাবাদী এই ফরাসি।কোভিড-১৯ মহামারীর মাঝেই লিগ ফেরানোর লক্ষ্যে অনুশীলন শুরু করেছে লা লিগার দলগুলো। গত মার্চে মৌসুম স্থগিতের পর বুধবার প্রথমবারের মতো রিয়াল মাদ্রিদ টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দলের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরেন জিদান।"সপ্তাহটি খুব ভালো কেটেছে। আমরা ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে আরও বেশি অনুশীলন করতে পারব। ট্যাকটিক্যালি, ফিজিক্যালি ও টেকনিক্যালি আমরা আরও উন্নতি করতে পারি...এই সপ্তাহে দলকে আরও ভালো দেখাচ্ছে এবং পরের সপ্তাহে আরও ভালো হবে।"জুনের মাঝামাঝি সময়ে ২০১৯-২০ মৌসুম পুনরায় শুরুর লক্ষ্যে খেলোয়াড়দের কোভিড-১৯ পরীক্ষা শেষে গত ৮ মে থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনুশীলন শুরু করে ক্লাবগুলো। আর গত রোববার থেকে ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে অনুশীলনের অনুমতি পায় খেলোয়াড়রা।এর আগে প্রায় দুই মাস ঘরবন্দি জীবনে নিজেদের ফিটনেস নিয়ে কাজ করেন ফুটবলাররা। শিষ্যরা কাজটা ভালো মতো করতে পেরেছে বলে জানান জিদান।স্পেনের শীর্ষ লিগে ২৭ রাউন্ড শেষে ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা। তাদের চেয়ে ২ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে আছে সবশেষ ২০১৬-১৭ মৌসুমে লিগ জেতা রিয়াল। শিরোপার লক্ষ্যে প্রস্তুতিতে ঘাটতি রাখতে চান না জিদান।"আমাদের ১১ ম্যাচ বাকি আছে। ভালোভাবে মৌসুম শেষ করার লক্ষ্যে আমরা নিজেদের খুব ভালোভাবে প্রস্তুত করব। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, শিরোপা জেতার জন্য সবকিছু উজাড় করে দেওয়া। আমরা এই দলে আছিই জেতার জন্য। জয় মিশে রয়েছে ক্লাবটির ডিএনএতে।"কোপা দেল রে থেকে আগেই ছিটকে গেছে রিয়াল। তবে টিকে আছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের স্বপ্ন। শেষ ষোলোর প্রথম লেগে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে নিজেদের মাঠে ২-১ গোলে হেরেছিল রেকর্ড ১৩ বারের চ্যাম্পিয়নরা।

রামোসের "৯২.৪৮" তাঁর যে সতীর্থের দুঃস্বপ্ন

এখন তাঁরা সতীর্থ, রিয়াল মাদ্রিদের যেকোনো ম্যাচে তাঁরা খুব কাছাকাছিই থাকেন। সার্জিও রামোস সামলান রিয়াল মাদ্রিদের ডিফেন্স, অধিনায়কত্বের বাহুবন্ধনীও তাঁর হাতে। আর থিবো কোর্তোয়া আগলান রিয়ালের গোলবার। কিন্তু সালটা যখন ২০১৪, দুজন ছিলেন দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলে। রামোস তো রিয়ালেই ছিলেন, কোর্তোয়া অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদে। ২০১৪ সালে রামোসের ৯২.৪৮ মিনিটের ওই গোলটি যেন এখনো দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে কোর্তোয়াকে!

ফুটবলের একনিষ্ঠ অনুসারীরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে গেছেন কোন গোলটির কথা বলা হচ্ছে। ২০১৪ সালের ২৪ মে চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে রামোসের গোলটি। সেদিন অতিরিক্ত সময় শেষে ম্যাচটি রিয়াল ৪-১ গোলে জিতেছিল। তবে এটা বলতে কেউ দ্বিধা করবেন না রিয়ালকে ম্যাচটি আসলে জিতিয়েছিল রামোসের ৯২.৪৮ মিনিটের ওই গোলই। রিয়ালকে এনে দিয়েছিল স্বপ্নের লা দেসিমা।

ম্যাচে তখন যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিট চলছে, দিয়েগো গোদিনের গোলে তখনো ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে অ্যাটলেটিকো। ঠিক সেই সময়ে টনি ক্রুসের কর্নারে দারুণ হেডে কোর্তোয়াকে ফাঁকি দিয়ে বল জালে জড়ান রামোস। উচ্ছ্বাসে ভাসে রিয়াল। নির্ধারিত সময় শেষে ১-১ সমতা, খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে।

সেই গোলটির কথা কোর্তোয়া ভোলেন কী করে! সম্প্রতি এল মুন্দোকে বলেছেন রিয়ালে খেলার স্বপ্ন কোথায়-কীভাবে দেখতে শুরু করেছেন আর ২০১৪ সালের চ্যাম্পিয়নস লিগের গোল খাওয়াটা কত বড় দুঃস্বপ্নের মতো ছিল!

২০১১ সালে চেলসিতে নাম লিখিয়েছিলেন কোর্তোয়া। সে বছরই তাঁকে ধারে অ্যাটলেটিকোতে পাঠিয়ে দেয় ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি। ২০১৪ সালের পর আবার চেলসিতে। তখন থেকেই রিয়ালে খেলার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন, "চেলসির ড্রেসিংরুমে বসে আমরা (কোর্তোয়া ও এডেন হ্যাজার্ড) এখানে খেলার স্বপ্নের কথা বলতাম। দ্য হোয়াইট হাউস, দ্য হোয়াইট হাউস...।" রিয়ালের জার্সির রঙ সাদা কিনা!"হোয়াইট হাউসে" নাম লিখিয়েছেন, রামোস এখন তাঁর সতীর্থ। কিন্তু সেই গোলটির দুঃস্বপ্নের কথা ভোলেননি কোর্তোয়া, "বলটি আমার হাতের খুব কাছে ছিল। ম্যাচটি এখনো আমরা রিয়াল মাদ্রিদ টিভিতে মাঝেমধ্যেই দেখি। আমার জন্য এটা তো দুঃখের।"

কোর্তোয়া যেমন এটা কখনো ভুলতে পারবেন না, ভুলতে পারবে না রিয়ালে কেউ-ই। ওই গোলই যে রিয়ালকে এনে দিয়েছিল চ্যাম্পিয়নস লিগের দশম শিরোপা - লা দেসিমা। এরপর অবশ্য ২০১৬ থেকে ২০১৮ - টানা তিন চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতে ইতিহাস গড়েছে রিয়াল। কিন্তু সবকিছুর শুরু হয়তো ওই গোল থেকেই। কে জানে, ১২ বছরের অপেক্ষা ঘোচানো লা দেসিমা না এলে হয়তো রিয়ালের আত্মবিশ্বাসের পারদই এত উঁচুতে উঠত না।

আজ সেই গোল আর শিরোপার ষষ্ঠবার্ষিকী। রামোসের গোলটির স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে লুকা মদরিচ বলেছেন, "আমি খুব নিশ্চিন্তই ছিলাম। নিশ্চিত ছিলাম, আমরা গোল পাবই। সার্জিও খুব নিখুঁতভাবে বলটি প্লেস করেছে।"

দ্রুত ফেরার চিন্তা বাদ দিয়েছেন নাদাল

করোনার প্রভাবে একে একে বন্ধ হয়ে গেছে সব রকমের খেলা। আগামী ১৩ জুলাই পর্যন্ত স্থগিত হয়ে গেছে এটিপি ট্যুরের টুর্নামেন্ট। ফ্রেঞ্চ ওপেন পিছিয়েছে। বাতিল হয়েছে উইম্বলডন। কবে নাগাদ কোর্টে খেলা ফিরবে তা নিয়ে খেলোয়াড়েরা আছে সংশয়ে। টেনিস তারকা রাফায়েল নাদাল তো আগামী কয়েক মাসে কোনো আশার আলোই দেখতে পাচ্ছেন না।

রয়েল স্প্যানিশ টেনিস ফেডারেশনের সঙ্গে ভার্চুয়াল চ্যাটে সেই সংশয় ফুটে উঠেছে বিশ্বের দুই নম্বর টেনিস তারকার ন্ট্রে, "টেনিসের স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু হওয়া নিয়ে আমি পুরোপুরি সন্দিহান।" চাইলেও যে খেলাটা দ্রুত কোর্টে গড়ানো সম্ভব হবে, এমনটাও মনে করেন না ১৯ বারের গ্র্যান্ডস্লাম জয়ী নাদাল, "টেনিস খেলতে গেলে প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর ঘুরতে হবে, হোটেলে থাকতে হবে। নানা দেশে যেতে হবে। এমনকি যদি আমরা দর্শকশূন্য গ্যালারিতেও খেলি, টুর্নামেন্ট আয়োজন করতেও অনেক লোকের দরকার। এটা চাইলেও এড়ানো সম্ভব না। আন্তর্জাতিক টেনিসে যেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।"

করোনাভাইরাসে প্রতিদিন মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে খেলার চেয়ে জীবনের দাবিটাকেই

বেশি মূল্য দিচ্ছেন নাদাল, "গত দেড় মাস কঠিন সময় গেছে আমাদের। এই কদিনে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। সমাজে অনেক দুর্দশা বেড়েছে। আমি আশা করি এই অর্থনৈতিক ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আরও কয়েক মাস লাগবে। অনেক লোক চাকরি হারিয়েছে। এত লোকের মৃত্যু দেখতে খুব খারাপ লাগে।"

করোনার টিকা নিতে চান না জোকোভিচ

এ যেন 'গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল' অবস্থা। করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে টিকা আবিষ্কারের চেষ্টা শুরু হয়েছে, বিভিন্ন দেশে অন্তত ৭০টি টিকা আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে কিন্তু আগামী বছরের আগে টিকা আবিষ্কারের আশাবাদ দিচ্ছেন না কেউই। বরং আপাতত ওষুধ বানানোতে মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন অনেকে। আর এখনই কি না টিকা দেওয়া হলে কী হবে, না হবে সেটা নিয়ে ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন নোভাক জোকোভিচ।

বিশ্ব টেনিসের বর্তমানের শীর্ষ তারকা যদিও টিকা নেওয়ার বিরোধী। ফলে ভবিষ্যতে টেনিসের বড় টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে বিপাকে পড়ে যেতে পারেন জোকোভিচ। রোববার ফেসবুকে লাইভ এক চ্যাটে অংশ নেন ১৭ গ্র্যান্ড স্লামের মালিক। তখন টিকা নিয়ে টেনিস কোর্টে নামার প্রসঙ্গ উঠে এসেছিলাম। এ ব্যাপারে নিজের আপত্তির কথা কোনো রাখঢাক ছাড়াই জানিয়েছেন জোকোভিচ, 'আমি টিকা নেওয়ার বিপক্ষে এবং আমি চাইব না কোথাও যেতে চাইলে কাউকে জোর করে টিকা দেওয়া হোক।'

বিশ্বে এখনো অনেক ব্যক্তি টিকা নিতে চান না। সেটা তাঁদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বলে মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু বড় টুর্নামেন্টে সবার স্বাস্থ্যকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। আর সে ক্ষেত্রে খেলার আগে টিকা নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হতেই পারে। আর সে ক্ষেত্রে নিজের টেনিস ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে ভাববেন 'জোকার'। অন্তত ফেসবুকে সে ইঙ্গিতই দিয়েছেন, 'যদি এটা বাধ্যতামূলক করা হয়, কী হবে? আমাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ ব্যাপারে আমার নিজস্ব ভাবনা আছে। সে ভাবনা কোনো একপর্যায়ে বদলাবে কিনা সেটা অবশ্য জানি না।

গর্ভে সন্তান, এর মধ্যে করোনায় আক্রান্ত

কবে ভ্যাকসিন আসবে, আবিষ্কার হবে করোনাভাইরাসের প্রতিষেধক — সে প্রতীক্ষায় ক্ষণ গুনছে বিশ্ব। দুঃস্বপ্ন হয়ে দেখা দেওয়া এই মহামারি থেকে মুক্তি খুঁজছে সবাই। লাখো প্রাণ কেড়ে নেওয়া এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা যে দুঃসহ।শারীরিক কষ্ট তো আছেই, সঙ্গে যোগ হয় মানসিক দুশ্চিন্তা।এর মধ্যে যদি সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায় করোনায় আক্রান্ত হয়, তাহলে দুশ্চিন্তাটা কতগুণ বেড়ে যাবে, তা তো সহজেই কল্পনা করে নেওয়া যায়! জুভেন্টাসের ডিফেন্ডার দানিয়েলে রুগানির বান্ধবীর সে অভিজ্ঞতা হয়েছিল। যে সময়ে তাঁর মনে হয়েছিল, তাঁর মস্তিষ্কে শর্ট সার্কিট হচ্ছে!নামডাক আছে, ইউরোপে এমন ফুটবলারদের মধ্যে সবার আগে করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন রুগানি। সে সময় আক্রান্ত হন তাঁর বান্ধবী মিশেলা পেরসিকোও। যাঁর গর্ভে অনাগত সন্তান। মার্চের শুরুর দিকে করোনার মৃদু লক্ষণ দেখা দেয় রুগানি-পেরসিকো দুজনেরই।

ইতালিয়ান দৈনিক তুত্তোস্পোর্তে সে সময়ের অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে পেরসিকো বললেন, "একে তো সন্তান গর্ভে, তারওপর করোনা নিয়ে অনেক কিছু অজানা থাকায়ই তাঁর ভয় আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি এখন ঠিক আছি, সৌভাগ্যবশত আমার শুধু মৃদু কিছু লক্ষণ দেখা দিয়েছে। ঘ্রাণ ও স্বাদ হারিয়ে ফেলেছিলাম, জ্বর ছিল, ক্লান্তি ছিল। অন্য অনেকের তুলনায় দানিয়েলে আর আমি অনেক সৌভাগ্যবান।" ভয়ের কথাও বললেন, "সবচেয়ে বড় ভয়টা ছিল এই যে, আমার গর্ভে সন্তান আছে। দানিয়েলেও অসুস্থ ছিল, আইসোলেশনে ছিল, সে কারণে আমি একা ছিলাম। তারওপর পরিবার নিয়ে দুশ্চিন্তা তো ছিলই। বেরগামো থেকে আমার বাবা-মা বলতেন তাঁরা সব সময় রাস্তায় শুধু অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনই শুনতে পান, আর কিছু না। অথচ তখন মাত্র মার্চের শুরু।"রুগানির করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর প্রথম শুনে ফুটবলবিশ্ব যেমন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল, পেরসিকোর চিন্তা তো আরও বেশিই হওয়ার কথা। সেটি রুগানিকে নিয়ে যেমন, তেমনি নিজেকে আর গর্ভের সন্তানকে নিয়েও। "যেদিন শুনলাম দানিয়েলের টেস্টে পজিটিভ এসেছে, আমি ধরেই নিয়েছি আমারও তা-ই আসবে। এটাতে আমার সন্তানের ওপর কী প্রভাব পড়বে, সেটা ভেবে সে সময় মনে হচ্ছিল আমার মস্তিষ্কে শর্ট সার্কিট হচ্ছে। ভাইরাসটাই এত নতুন, গর্ভাবস্থায় এতে আক্রান্ত হলে কী প্রভাব পড়ে তা তো জানি না। সে কারণে প্রথম কয়েকদিন অনেক ভয়ের ছিল। পরামর্শের জন্য কতজনকেই না ফোন করেছি!"- বললেন পেরসিকো।

ভয়টা কেটেছে ডাক্তারদের কাছ থেকে এই নিশ্চয়তা পাওয়ার পর যে, গর্ভের সন্তানকে নিয়ে ভয় নেই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও রুগানি আর তাঁর জন্য সমবেদনা-প্রার্থনা জানিয়েছেন অনেকে। পেরসিকোর তা মন ছুঁয়ে গেছে, "সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যে সমর্থন পেয়েছি, তাতে মুগ্ধ আমি। সমর্থনটা শুধু জুভেন্টাস সমর্থকরাই করেননি। রুগানিও ভালোবাসাটা টের পাচ্ছিল। যে ভালোবাসাটা একটা ফুটবল দল ছাপিয়েও অনেক বড় কিছু।"

ব্রেকিং ব্যাড ও কিছু উপলব্ধি

করোনার দিনে এত আক্রান্ত আর মৃত্যুর খবরে মন খারাপ হওয়াটাই স্বাভাবিক। এর চেয়ে কিছু অনুপ্রেরণার গল্প শুনলে কেমন হয়? আঘাত, চোট, বদভ্যাস থেকে ফিরে আসার গল্প তো অনেকেই আছে খেলার জগতে। তার চতুর্থ পর্বে আজ ছেলেদের টেনিসের কিংবদন্তি আন্দ্রে আগাসি ও সাবেক ভারতীয় অলরাউন্ডার যুবরাজ সিংয়ের গল্প —

তাঁর শেষ দেখেছিল সবাই

সংকটের অবস্থা থেকে ফিরে আসার জিন তাঁর পরিবারেই ছিল। মা এলিজাবেথ বেটি আগাসিই যে ব্রেস্ট ক্যানসারকে হার মানিয়ে ফিরেছিলেন! ছেলে তেমন কোনো জটিল রোগে পড়েননি, কিন্তু নেশার অন্ধকার আর মানসিক অবসাদ কাটিয়ে ওঠাও তো আন্দ্রে আগাসির কোনো গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়!

টেনিসে তিনি কেমন ছিলেন, তা তো যুক্তরাষ্ট্রের টেনিস কিংবদন্তির রেকর্ডই বলে। রড লেভারের পর ওপেন যুগে ছেলেদের এককে চার গ্র্যান্ড স্লামের সবগুলো (ক্যারিয়ার গ্র্যান্ড স্লাম) জেতা দ্বিতীয় খেলোয়াড় তিনি, যে কীর্তি এরপর ছুঁয়েছেন আরও তিনজন। নামগুলো চেনাই --- রজার ফেদেরার, রাফায়েল নাদাল ও নোভাক জোকোভিচ। ছেলেদের এককে ক্যারিয়ার গোল্ডেন স্লাম (ক্যারিয়ার গ্র্যান্ড স্লাম ও অলিম্পিকে সোনার পদক) জেতা দুজনের প্রথম খেলোয়াড় তিনি। অন্যজন? রাফায়েল নাদাল! আর ক্যারিয়ারের গোল্ডেন স্লামের পাশাপাশি এটিপি ওয়ার্ল্ড ট্যুর চ্যাম্পিয়নশিপ যোগ করে নিলে, যেটিকে ক্যারিয়ার সুপার স্লামও বলা হয়? সেখানে আন্দ্রে আগাসি অদ্বিতীয়।

এ তো টেনিসে তিনি শেষ পর্যন্ত কী করেছেন, তার বর্ণনা। আর টেনিসে তিনি কেমন হতে যাচ্ছেন, সে ইঙ্গিত সম্ভবত দিয়েছিল আন্দ্রে আগাসির ১৩ বছর বয়সের একটা ঘটনা। ফ্লোরিডাতে টেনিস কোচ নিক বোলেটিয়েরির একাডেমিতে গিয়েছিলেন আগাসি। সেখানে তাঁর তিন মাস থাকার কথা ছিল, বাবা এমানুয়েল মাইক আগাসির পক্ষে এর চেয়ে বেশি খরচ টেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু আগাসিকে খেলতে দেখার ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই বোলেটিয়েরি এসে মাইক আগাসিকে বললেন, "আপনি আপনার চেকটা ফেরত নিয়ে যান, ও এখানে বিনামূল্যেই শিখবে।" ১৯৮৬ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সেই পেশাদার টেনিসে অভিষেক আন্দ্রে আগাসির।

গ্র্যান্ড স্লামে সাফল্য অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই আসেনি। ফ্রেঞ্চ ওপেন, ইউএস ওপেনে সেমিফাইনাল, ফাইনালে যাচ্ছিলেন, কিন্তু গ্র্যান্ড স্লামের শিরোপামঞ্চে ওঠা ১৯৯২ উইম্বলডনেই প্রথম। মজার ব্যাপার, টুর্নামেন্টটাতে সবকিছুতে সাদা পোশাকের দৌরাত্ম্যে বিরক্ত আগাসি উইম্বলডনে খেলেননি ১৯৮৮ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন তো ক্যারিয়ারের প্রথম আট বছরেই খেলেননি! কে জানে, তা না হলে তাঁর গ্র্যান্ড স্লামের সংখ্যা আরও বাড়ত কি না! ১৯৯২ উইম্বলডনের দুবছর পর আসে ইউএস ওপেন, তার পরের বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনও। ১৯৯৬ অলিম্পিকে সোনাও এসেছে।

এরপরই ছন্দপতন! সে সময়ের স্ত্রী

ব্রুক শিল্ডের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না তাঁর, তাতে খেলাটার প্রতিই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। সঙ্গে যোগ হয়েছিল মাদক সেবন। বিখ্যাত টিভি সিরিজ "ব্রেকিং ব্যাডে"র কল্যাণে যেটির নাম অনেকেরই জানা --- ক্রিস্টাল মেথামফেটামিন। সে সময় আগাসি অবশ্য দাবি করেছিলেন, এক বন্ধু জোর করে দিয়েছিলেন সেটা। পেশাদার টেনিসের সংগঠনের (এটিপি) ড্রাগ টেস্টে ধরা পড়লেও আগাসি চিঠি লেখে জানান, তাঁর ওই বন্ধু পানীয়ের মধ্যে সেটা মিশিয়ে দিয়েছিলেন। এটিপি তখন সতর্ক করে ছেড়ে দেয় তাঁকে। কিন্তু পরে আত্মজীবনীতে আগাসি জানান, চিঠিতে মিথ্যা লিখেছিলেন। তিনি আসলেই আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন ক্রিস্টালে।

যার প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই পড়েছে তাঁর পারফরম্যান্সে। জয়ের চেয়ে হারের সংখ্যা বেশি হয়ে গিয়েছিল। যে আগাসি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠেছিলেন ১৯৯৫ সালে, ১৯৯৭-তে একটা সময়ে তাঁর র‍্যাঙ্কিং নেমে গিয়েছিল ১৪১-এ! সবাই তখন রায় দিয়ে দিয়েছিল, আগাসি শেষ!

কিন্তু ওই যে, শেষের কাছ থেকে ফিরে আসা তাঁর জিনেই যে আছে! ১৯৯৮ সালে কঠোর কন্ডিশনিং প্রোগ্রাম করে মানসিক ও শারীরিকভাবে ঝরঝরে হয়ে ফেরেন। পাঁচটি শিরোপা জিতে সে বছরই র‍্যাঙ্কিংয়ে ১১০ থেকে উঠে আসেন ৬ নম্বরে। ১৯৯৯ ফ্রেঞ্চ ওপেন জয় দিয়ে পূরণ হয় তাঁর ক্যারিয়ার স্লাম। ঝরঝরে হয়ে ফেরার পরের আগাসি কতটা ভয়ঙ্কর ছিলেন, সেটির প্রমাণ সম্ভবত এই যে, ফেরার পর পাঁচটা গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছিলেন। ফেরার আগে কয়টা ছিল? ৩!

আনন্দ মিলিয়ে গেল দুঃস্বপ্নে

"এই পথটা আমি চিনি। এই ব্যথাটা আমার জানা। জানি তিনি শেষ পর্যন্ত লড়ে গেছেন। কিন্তু ভাগ্য কারও কারও পাশে থাকে, তাঁরা বেঁচে যান। আর কারও পাশে ভাগ্য থাকে না।"

বিরল ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধে হার মেনে অভিনেতা ইরফান খান মারা যাওয়ার পর টুইটটা করেছিলেন যুবরাজ সিং। কে জানে, হয়তো নিজের কেমোথেরাপির দিনগুলো মনে পড়ছিল তাঁর। ইরফান খান কী কষ্টের মধ্য দিয়ে গেছেন, তা হয়তো কিছুটা হলেও আঁচ করতে পারছিলেন যুবরাজ। কিন্তু ভাগ্য তাঁর পাশে ছিল।

ভারতকে তখনো দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জেতানোর আনন্দটা ঠিকভাবে উপভোগ করেছেন কি করেননি, যুবরাজের জীবনে ঝড় হয়ে এল দুঃস্বপ্ন সংবাদটা। বড় চ্যালেঞ্জের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো তাঁর অভ্যাস। সেটি ২০০০ সালে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তাঁর প্রথম ব্যাট হাতে নামার দিন হোক বা টি-টোয়েন্টি-ওয়ানডে বিশ্বকাপে আলো ছড়ানো। তাঁর দারুণ অনেক পারফরম্যান্স ভারতকে ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এনে দিয়েছে, এর মধ্যে ইংল্যান্ডের স্টুয়ার্ট ব্রডের এক ওভারে ছয় ছক্কার কথা কে ভুলতে পারে! উপমহাদেশেই আয়োজিত ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভারতকে শিরোপা এনে দেওয়ার পথে ব্যাটে-বলে বাজিমাত করে টুর্নামেন্টসেরার মুকুটই পরেছেন। তাঁর তো তখন গর্বে-প্রশংসায় ভাসার সময়। অথচ যুবরাজ ভাসলেন সমবেদনার বার্তায়। বিশ্বকাপের সাত মাস পর নভেম্বরে খবর এল, ভারতের বিশ্বকাপ নায়কের ফুসফুসে ব্যতিক্রমী এক টিউমার আছে। তিন মাস পর রাশিয়ার এক ডাক্তার জানালেন সেটি ক্যানসার। তবে সাধারণত ফুসফুসের ক্যানসার যেমন হয়, এটি তেমন নয়। যুবরাজের হয়েছিল সেমিনোমা, প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়ায় যেটি থেকে বেঁচে ফেরার হার ৯৫ শতাংশ বলে জানা যায়। যুবরাজ অবশ্য পরে জানান, ২০১১ সালের জানুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের সময়ই তাঁর বমির সঙ্গে রক্ত গিয়েছিল। ওই অবস্থা নিয়েই বিশ্বকাপ খেলেছেন। সেরা হয়েছেন!ক্রিকেটবিশ্বকে থমকে দেওয়া ওই খবরের সঙ্গে অবশ্য দ্রুতই মানিয়ে নিয়েছেন যুবরাজ। ২০১২ সালের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয় তাঁর কেমোথেরাপি। তিন ধাপের কেমোথেরাপি শেষে দেশে ফেরেন। ক্রিকেটে ফিরতে অবশ্য বেশি সময় নেননি। ক্যানসারকে পাশ কাটিয়ে কেমোথেরাপির ধকল সারিয়ে ভারতের জার্সিতে আবার তাঁকে মাঠে দেখা গেছে ২০১২ সালের আগস্টেই!

ফেরার পর অবশ্য ব্যাট হাতে ধুকেছেন। মাঝেমধ্যে আলো ছড়ালেও আগের সেই ছন্দে আর ফিরতে পারেননি। দলে আসা-যাওয়ার মধ্যেই ছিলেন। ২০১৭ সালের জুনেই শেষবার ভারতের জার্সিতে খেলেছেন।

তবে ক্যানসার জয় করে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ফেরা, ভারতের জার্সিতে ম্যাচ জেতা-জেতানো, এসব তো আছেই। যুবরাজের কাছে এর চেয়েও বেশি গুরুত্ব পায় অবশ্য অন্য দিকটি। জীবনের জয়গান! ২০১৩ সালে হিন্দুস্তান টাইমসে এক সাক্ষাৎকারে তাঁর কথাগুলো যে কারও জন্যই হয়তো প্রেরণার, "আমি এখন আগের চেয়ে বেশি নির্ভার। দেখুন, বয়স যখন কম থাকে, দেশের হয়ে খেলার ইচ্ছা থাকে, ভালো করতে থাকেন, তখন হয়তো কোনো বাধাকেই বাধা মনে হয় না। সে চোট হোক, বা ফর্মহীনতা। এটাতে হয়তো রাগ হতে পারে, বিরক্তি আসতে পারে, হতাশ হতে পারেন। কিন্তু যখন মৃত্যুর মুখোমুখি হবেন, তখন হয়তো জীবনের আসল মূল্যটা বুঝতে পারবেন।"

সেই মূল্যটা কী, সেটাও একটা বড় শিক্ষা যুবরাজের কাছে, "নিঃশ্বাস নেওয়া, খাবার উপভোগ করা, জীবনের ছোট ছোট আনন্দ, ছোট ছোট সহজ যে ব্যাপারগুলোকে আমরা পাত্তা দিই না, সেগুলোই তখন অমূল্য হয়ে যায়। নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টায় আমার যখন দম বন্ধ হয়ে আসছিল, শারীরিক কষ্ট পাচ্ছিলাম, কেমোর সময়ে যখন কিছু খেয়েই হজম করতে পারছিলাম না, শারীরিক ও মানসিকভাবে যখন বিধ্বস্ত ছিলাম, তখন উপলব্ধি হলো, স্বাভাবিক জীবন আসলে একটা আশীর্বাদ। আর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেই এমন ব্যাপারে মাথা নষ্ট করে এই ব্যাপারটাকে (স্বাভাবিক জীবন)

রবিবার কৃষকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রি প্রণজিৎ সিংহ রায় উদয়পুরে ধান কাটেন। ছবি- নিজস্ব।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১,১২৭ জনের, আমেরিকায় করোনায় মৃত বেড়ে ৯৭,০৪৮

ওয়াশিংটন, ২৪ মে (হি.স.): করোনাভাইরাসের গ্রাস থেকে কোনওভাবেই মুক্তি পাচ্ছে না আমেরিকা। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন ১, ১২৭ জন। নতুন করে ১,১২৭ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় করোনায় মৃতের সংখ্যা ৯৭ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে।

রবিবার জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির ট্যালি অনুযায়ী, বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,১২৭ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ফলে আমেরিকায় মৃতের সংখ্যা ৯৭ হাজার ০৪৮-এ পৌঁছেছে। মৃত্যুর পাশাপাশি আমেরিকায় থামছেই না আক্রান্তের সংখ্যাও, এই মুহূর্তে আমেরিকায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১,৬২১,৬৫৮-এ পৌঁছে গিয়েছে।

১ বেড়ে রাজস্থানে করোনায় মৃত্যু ১৬১ জনের, সংক্রমিত ৬,৭৯৪

জয়পুর, ২৪ মে (হি.স.): রাজস্থানে এক লাফে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৫২ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১ জনের। নতুন করে ৫২ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৬,৭৯৪। রবিবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রবিবার রাজস্থানে নতুন করে ৫২ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে।

আক্রান্ত ৫২ জনের মধ্যে জয়পুরে ১৮ জন, আজমের-এ ১৮ জন, নাগাউর ও দুঙ্গারপুরে ৪ জন করে সংক্রমিত, বারমের ও বিকানের-এ দু"জন করে আক্রান্ত এবং দৌসা, ঝুনঝুনু, যোধপুর ও কোটায় একজন করে আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৬,৭৯৪-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩,৮০৪ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ২৮২৯ এবং ২৪ ঘন্টায় একজনের মৃত্যুর পর মারুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১৬১ জনের।

বিশ্রামগঞ্জ ও বিলোনীয়া থেকে রওয়ানা দিল শ্রমিক ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৪ মে।। আজ বিশ্রামগঞ্জ থেকে ১৮৯৫ জন শ্রমিক নিয়ে বিহারের উদ্দেশ্যে একটি ট্রেন ছেড়েছে। বিলোনীয়া থেকে আসামের ধুবরীর উদ্দেশ্যে ছেড়েছে আর একটি ট্রেন। ২৫ মে উদয়পুর থেকে ১৫৮৪ জন শ্রমিক নিয়ে বিহারের উদ্দেশ্যে একটি ট্রেন ছাড়বে। এদিনই আগরতলা থেকে রাঁচীর উদ্দেশ্যে১৫৮৪ জন নিয়ে আর একটি ট্রেন ছাড়বে। ২৬মে উদয়পুর থেকে বিহারের উদ্দেশ্যে, ২৭ মে আগরতলা থেকে ঝাড়খণ্ডে ট্রেন ছাড়ার প্রচেষ্টা চলছে বলে জানা গিয়েছে।

উৎসবের রঙ অনেকটাই ফিকে এবারের ঈদে

কলকাতা, ২৪ মে (হি. স.): করোনা ও আমফানের জেরে বিধ্বস্ত পশ্চিমবঙ্গ।এর প্রভাব পড়েছে ঈদে। প্রতিবারের তুলনায় এবারের ঈদ- উল - ফিতরের আমেজ অনেকটাই ফিকে। তাই এবার ঘরে বসেই ঈদ উদযাপন করা হবে।

কলকাতার নাখোদা মসজিদের ইমাম সাফিক কাসমি জানিয়েছেন, এমন পরিস্থিতি আগে কখনো তৈরি হয়নি। বহু মানুষ দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু হতাশ হবার প্রয়োজন নেই।আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখতে হবে। করোনা ও আমফান পরিস্থিতিতে তিনি সকলের কাছে আহ্বান করেছেন যে নতুন জামা-কাপড় না কিনে, সেই অর্থ দিয়ে আর্তের পাশে দাঁড়ানো উচিত। দেশ এখন সংকটময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ফলে দেশের পাশে দাঁড়িয়ে এই ঈদ উদযাপন করা হবে। সবাই বাড়িতে বসেই নামাজ পাঠ করবেন। ধর্মের ঊর্ধে উঠে মানবতার আদর্শে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে।

হুগলি জেলার চটকল কারখানার শ্রমিক সাদিক আলি জানিয়েছেন, এবারের ঈদে কোনও খুশির ছায়া নেই। করোনা এবং সর্বশেষ আমফানের জেরে উৎসবের আমেজ অনুভব করতে পাচ্ছি না। বাড়িতে বসেই নামাজপাঠ হবে।কোলাকুলি হবে না। বুকে হাত দিয়ে দূর থেকে শুভেচ্ছা বিনিময় করা হবে। ঈদের কেনাকাটা সম্পর্কে বলতে গিয়ে সাদিক জানিয়েছেন, গত বছরের তুলনায় এ বছরের ঈদের আয়োজন খুবই সামান্য। রিষরা ওয়েলিংটন চটকলের শ্রমিক হায়দার আলি জানিয়েছেন, বিগত দুই মাস ধরে মাইনে নেই। কোম্পানি প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তোলার অনুমতি দিয়েছে। সেখান থেকে টাকা তুলে সংসার চলছে। নতুন জামা-কাপড় কেনা হয়নি। ঈদের উৎযাপনও সেভাবে আয়োজন করা এবার হবে না। পুরনো জামা কাপড় পরে বাড়িতে বসে নামাজ পাঠ করা হবে। সিমাই ছাড়া অন্য কিছু রান্না হবে না।

উত্তর ২৪ পরগনার হাবরার বাসিন্দা ও বহুজাতিক সংস্থার কর্মরতা শেখ রেশমা পারভিন জানিয়েছেন, আমফানের জেরে বিদ্যুৎ ও পানীয় জল ছাড়া দিন কাটছে। এমনকি ইন্টারনেট পরিষেবাও নেই। ফলে ঈদ বলে মনেই হচ্ছে না। নতুন জামা কাপড় কেনা হয়নি। তাই পুরনো জামা কাপড় পরেই ঈদ পালন করা হবে। লাচ্চা, ছোলার ডালের হালুয়া ও আরো বিভিন্ন খাবার তৈরি করা হতো বাড়িতে, এবার তা হবে না। সামান্য আয়োজনের মধ্য দিয়েই এবার ঈদ পালন করা হবে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কারণে বাড়িতে কোন অতিথি সমাগম হবে না। এই প্রথম ঈদের অভিজ্ঞতা অন্যরকম হতে চলেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। অন্যদিকে আমফানে বিধ্বস্ত রাজ্যের একাধিক জেলা। ফলে প্রতিবারের মতো এবার সেভাবে ঈদের বাজার বসেনি। কলকাতার রেড রোড সহ বিভিন্ন জায়গায় যে নামাজ পাঠের লক্ষ্য করা যায় প্রতিবছর। এবার তো দেখা যাবে না।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী কেন্দ্রে নেশা বিরোধী মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এর নির্বাচনী এলাকা বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ৭ক্লাব ও তিনটি বাজার সংগঠনের উদ্যোগে গঠিত হল বনমালীপুর নেশা ও সমাজ বিরোধী মঞ্চ। এই মঞ্চের আহ্বায়ক মনোনীত হয়েছেন স্বপন সাহা। নেশা মুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যেই এই মঞ্চের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। বনমালী পুর বিধানসভা কেন্দ্রের সবকটি ক্লাবকে এই মঞ্চের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রবিবার বনমালীপুর বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন স্থানে নেশা ও সমাজ বিরোধী মঞ্চের পক্ষ থেকে প্রচার অভিযান সংগঠিত করা হয়। বিভিন্ন এলাকায় প্রচার চালানোর পাশাপাশি জনগণের হাতে নেশা বিরোধী সংক্রান্ত লিফলেটও তুলে দেওয়া হয়। এই মঞ্চ গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে আহ্বায়ক স্বপন সাহা বলেন, বনমালীপুর বিধানসভা এলাকায় নেশা আসক্ত এবং সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য চরম আকার ধারণ করেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এর নির্বাচনী এলাকা বনমালীপুরকে নেশা আসক্তদের এবং সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্ত করার জন্যই এই ধরনের সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিপ্লব কুমার দেব দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই সমাজবিরোধী এবং নেশায় আসক্তদের কবল থেকে রাজ্যকে মুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী এলাকা থেকেই তারা আওয়াজ তুলতে এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। নেশা ও সমাজ বিরোধী মঞ্চের আহ্বায়ক স্বপন সাহা আরো বলেন, শুধুমাত্র সরকার কিংবা প্রশাসনের পক্ষে নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে সমাজকে নেশা মুক্ত ও সমাজবিরোধী মুক্ত করা কোনদিনই সম্ভব হবে না, সেজন্য স্থানীয় জনগণকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ ধরনের উদ্যোগে সামিল হতে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সকল অংশের জনগণকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

২৪ ঘন্টায় সংক্রমিত ৬,৭৬৭ জন, ভারতে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৩,৮৬৭

পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ৫৪, ৪৪০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬,৭৬৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১৪৭ জনের। রবিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১,৩১, ৮৬৮ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ৭৩,৫৬০)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩,৮৬৭। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৫৪,৪৪০ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ৩,৮৬৭ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৫৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে ৪ জনের, বিহারে ১১ জনের, চন্ডীগড়ে ৩ জন, দিল্লিতে ২৩১ জনের, গুজরাটে ৮২৯ জনের, হরিয়ানায় ১৬ জনের, হিমাচল প্রদেশে ৩ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ২১ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৪ জনের, কর্ণাটকে ৪২ জন প্রাণ ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনা আক্রান্ত দ্বিগুণ হতে ১৩ দিন সময় লাগছে, জানালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি. স.): করোনায় আক্রান্ত হওয়া রোগীর সংখ্যা দ্বিগুণ হতে এখন ১৩ দিন সময় লাগছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন। লকডাউন আগের অবস্থায় করোনার রোগীর সংখ্যা দ্বিগুণ হতে সময় লাগত ৩.৪ দিন।সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং যাবতীয় নিয়ম মেনে চলার জন্য এই সাফল্য মিলেছে বলে জানিয়েছেন তিনি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী রবিবার জানিয়েছেন, সঠিক সময় দেশজুড়ে লকডাউন জারি করা হয়েছে। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলি অনেক সময় নিয়ে নিয়েছিল। কয়েকটি দেশে যখন পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে তখন তারা লকডাউন জারি করেছে। এমনকি কয়েকটি জায়গায় আংশিক লকডাউন তারা বলবত করেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৬৭৬৭।ফলে সব মিলিয়ে দেশজুড়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩১৮৬৮। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ১৪৭ জনের মৃত্যু হয়েছে।সবমিলিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮৬৭।দেশে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৭৩৫৬০।

করোনায় আক্রান্ত সেন্ট্রাল পুলিশ ফোর্সের প্রায় ১২০০ জওয়ান

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি. স.): সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সে (সিএপিএফ) করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১৮০।১৫ দিনে দ্বিগুণ হয়েছে আক্রান্তের সংখ্যা।উল্লেখ করা যেতে পারে বিএসএফ, সিআরপিএফ, আইটিবিপি, সিআইএসএফের বিগত ১০ দিন ধরে আক্রান্তের সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের আক্রান্ত হয়েছে ৪০০ জওয়ান। এর মধ্যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১২০। মৃত্যু হয়েছে দুইজনের। সুস্থ হয়ে উঠেছে ২৮৬ জন। সিআরপিএফে করোনায় আক্রান্ত ছয়ের পাতায় দেখুন

বেড়েই চলেছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, বিশ্বজুড়ে মৃত্যু বেড়ে ৩,৪০,৮৭৫

ওয়াশিংটন, ২৪ মে (হি.স.): কোভিড-১৯, নভেল করোনাভাইরাসের প্রকোপ থামছেই না। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে রবিবার সমগ্র বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ৮৭৫-এ পৌঁছেছে। সংক্রমিত ৫.৩ মিলিয়নের বেশি।

২৪ মে সকাল পর্যন্ত, জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা ৫.৩ মিলিয়নের বেশি। মৃতের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ৩, ৪০,৮৭৫। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় আক্রান্তের সংখ্যা ১.৬ মিলিয়নের থেকেও বেশি, রাশিয়ায় সংক্রমিত ৩৪৭,৩৯৮, ব্রিটেনে ২৫৮,৫০৪, ব্রাজিলে আক্রান্ত ৩৪৭,৩৯৮ এবং স্পেনে আক্রান্তের সংখ্যা ২৩৫,২৯০।

করোনা-সংক্রমিত অভিনেতা কিরণ কুমার, রয়েছেন হোম কোয়ারেন্টিনে

মুম্বই, ২৪ মে (হি.স.): সময় যত এগোচ্ছে, ততই করোনা-গ্রাসে দিশেহারা হচ্ছে মানবজাতি। এবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন প্রবীণ অভিনেতা কিরণ কুমার। এই মুহূর্তে হোম কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন তিনি। ৭৪ বছর বয়সী এই অভিনেতা এখন ভালোই আছেন।

অভিনেতা কিরণ কুমার জানিয়েছেন, গত ১৪ মে, মেডিক্যাল চেক-অপের জন্য হাসপাতালে গিয়েছিলাম। যেখানে কোভিড-১৯ পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। আমিও পরীক্ষা করাই এবং রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। কিন্তু, সেই সময় কোনও লক্ষণ ধরা পড়েনি। শরীরে জ্বর, কফও ছিল না। আমি ভালো আছি এবং স্বেচ্ছায় হোম কোয়ারেন্টিনে রয়েছি।

ওডিশায় করোনায় আক্রান্ত বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩৩৬

ভুবনেশ্বর, ২৪ মে (হি. স.): উপকূলবর্তী রাজ্য ওডিশায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৬৭। ফলে সবমিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩৩৬। রবিবার সকালে এই তথ্যই দিয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। নতুন করে যে ৬৭ জন আক্রান্ত হয়েছে তাদের মধ্যে ৬০ জন হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। চারজনকে বাড়িতে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। এদের সংস্পর্শে বাকি তিনজন এসেছে বলেই তারা করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। নতুন করে আক্রান্তদের মধ্যে সবথেকে বেশি আক্রান্ত হয়েছে পুরীতে। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ১৬। নয়াগড় ১৩। গঞ্জাম এবং বোলানগীরে ৭ জন করে আক্রান্ত হয়েছে। আঙুলে ছয়।সুন্দরগড় এবং কালাহান্ডিতে চারজন। খুরদায় তিন। কটক এবং মালকানগিরিতে দুই। নাওপদ, ধেঙ্কানল এবং জগৎসিংহপুর একজন করে আক্রান্ত হয়েছে। রাজ্যের ৩০ জেলার মধ্যে ২৭ টি জেলায় করোনা ছড়িয়ে পড়েছে। নতুন করে ১৩৩৬ আক্রান্তদের মধ্যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৮৩২।সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৪৯৭ জন। গোটা রাজ্য জুড়ে সব মিলিয়ে পরীক্ষা হয়েছে ১২৩৮৩৪।

মহারাষ্ট্রের নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৮৭ জন পুলিশকর্মী

মুম্বই, ২৪ মে (হি. স.): করোনায় মারণ দৌরাত্ম্য অব্যাহত মহারাষ্ট্রে। সেখানে নতুন করে আক্রান্ত ৮৭ জন পুলিশকর্মী। সব মিলে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭৫৮ জন পুলিশ কর্মী। রবিবার প্রশাসনের তরফ থেকে এই তথ্যই দেওয়া ছয়ের পাতায় দেখুন

কুয়োতে মিলেছে দেহ

তেলেঙ্গানায় নয়জন প্রবাসীর হত্যার আশঙ্কা, এক যুবতী সহ আটক তিন

ওয়ারঙ্গল (তেলেঙ্গানা), ২৪ মে (হি. স.) : ওয়ারেঙ্গেল জেলার গিসুগোন্ডা মণ্ডলের গোরেরকুন্টা শিল্পাঞ্চলের একটি কুয়ো থেকে নয়জনের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছে পুলিশ। তাতে, ওই ঘটনাটি গণহত্যার দিকেই ইঙ্গিত করছে। পুলিশ এক যুবতীসহ তিনজনকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। তেলেঙ্গানার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পুলিশ কমিশনারকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকও ওয়ারেঙ্গেল জেলায় গ্রামীণ আধিকারিকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে। শুক্রবার ওয়ারেঙ্গেল জেলার গোরেরকুন্টা গ্রামে একটি কূপে পাওয়া নয়জন প্রবাসীর মৃতদেহের ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরে পুলিশ এখন ওই ঘটনা হত্যা সংক্রান্ত বলে মনে করছে। সরকারী এমজিএম হাসপাতালে ময়না তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে এখন সন্দেহ করা হচ্ছে, তাদের কুয়োতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তাতে, কূয়োর জলে ডুবে তাদের মৃত্যু হয়েছে। ময়না তদন্তে দুটি মৃতদেহের ফুসফুসে জল পাওয়া যায়নি বলে জানা গেছে। তাতে পুলিশ সন্দেহ হচ্ছে, ওই দুজনকে মদ্যপ অবস্থায় টেনে হিঁচড়ে কূয়োর কাছে নেওয়া হয়েছিল এবং তাদের কুয়োতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তাদের শরীরে টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্নও পাওয়া গেছে। পুলিশ কুয়ায় নেমে তল্লাশি করেছে। কুয়া থেকে কেবল তিনটি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে। এই ফোনের কল ডেটা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ওই ঘটনায় সন্দেহভাজন ইয়াকুব ও সঞ্জয় নামে দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানতে পেরেছে, ঘটনার আগের সন্ধ্যা ৬টায় মৃত মকসুদ ফোনে বিহারের দুই যুবকের সাথে আলাপ করেছেন। এই দুই যুবকের জবানবন্দিতে মামলায় রহস্যের সমাধান হতে পারে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই বাড়িতে জন্মদিনের পার্টিতে এক যুবতীও অংশ নিয়েছিল।

পুলিশ ওই যুবতীকে হেফাজতে নিয়েছে। ওই দুই যুবক ও যুবতী উভয়কেই জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। পুলিশ আশা করছে, শীঘ্রই ঘটনার কুলকিনারা হয়ে যাবে। এদিকে, তেলেঙ্গানার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী ওই ঘটনায় অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে তদন্তের জন্য ওয়ারেঙ্গেল পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছেন। নিহতদের স্বজনরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসার খবর পেয়ে পুলিশ মৃতদেহ সুরক্ষিত রেখেছে। উল্লেখ্য, ২১ শে মে সন্ধ্যায় ওয়ারঙ্গল জেলার গোরেরকুন্টা একটি কুয়ো থেকে চারজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। ২২ মে একই কূপ থেকে পুলিশ আরও পাঁচটি লাশ উদ্ধার করেছে। তারা সকলেই প্রবাসী শ্রমিক ছিলেন। তারা সেখানে একটি বস্তার গুদামে বসবাস করতেন।

সংঘাত এবার সহসা মেটানোর মেজাজে নেই চীন, দাবি ভারতের সেনা প্রধানের

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি. স.) ।। ভারতীয় সেনার সাথে সংঘাত সহসা মেটানোর মেজাজে নেই চীন। ভারত-চীন সীমান্তে উত্তেজনা কমানোর লক্ষ্যে দু'দেশের সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত পাঁচ দফার বৈঠক ব্যর্থ হয়েছে। ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল এম এম নারওয়ানে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলএসি) পরিদর্শন করেছেন।উত্তর লাদাখের গালভান নালা অঞ্চলে অস্থিরতা স্বাভাবিক করে তোলার জন্য ভারত ও চীনের ফিল্ড কমান্ডারদের মধ্যে এখনও আলোচনা চলছে। তবে বিরোধ মিটে গেছে বলে মনে হচ্ছে না। সীমান্তে চীনা সৈনিকদের মোতায়েনে বৃদ্ধি এবং শতাধিক তাঁবু স্থাপনের ফলে ইঙ্গিত মিলছে, এবার চীন ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে সংঘাত সহসা সমাপ্ত করার মেজাজে নেই।

পূর্ব লাদাখের নিয়ন্ত্রণ রেখায় চীন পাঁচ হাজারেরও বেশি সেনা মোতায়েন করেছে। অন্যদিকে, ভারতও সীমান্তে সেনা বাড়িয়েছে। দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘাতের অবসান ঘটাতে ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল নারওয়ান প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলওসি) পরিদর্শন করেছেন।দুই দেশের মধ্যে প্রতিদিন বৈঠক হচ্ছে। কিন্তু, বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি চীন তৃণমূলস্তরে বাস্তবায়ন করছে না। ভারতের আধাসামরিক বাহিনীর মতোই চীনের সীমান্ত প্রতিরক্ষা রেজিমেন্টটি নিয়ন্ত্রন রেখা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছিল। কিন্তু, গত কয়েক দিন ধরে রেজিমেন্টের প্রচুর সংখ্যক জওয়ান সীমান্তের আশেপাশে দেখা গেছে। দফাওয়ারি আলোচনার পরেও চীনা সেনাবাহিনী যেভাবে লাদাখের প্যাংগং তসো হ্রদ এবং গালভান উপত্যকার আশেপাশে তাদের সৈনিক বাড়িয়ে চলেছে, তাতে স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলছে, এবার চীন ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে সংঘাত দ্রুত সমাপ্ত করতে প্রস্তুত নয়।

চীন বিশেষত গালভান উপত্যকায় সামরিক শক্তি বাড়িয়েছে। গত দুই সপ্তাহে প্রায় ১০০ টি তাঁবু তৈরি করেছে। এছাড়াও, বাঙ্কার নির্মাণের জন্য ভারী সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলি সীমান্তের কাছাকাছি আনা হয়েছে। তা সত্ত্বেও ভারতীয় সেনারা কঠিন মোকাবিলার মুখোমুখি হয়নি। অবশ্য গত মাসে এক সপ্তাহের মধ্যে পূর্ব লাদাখের অনেক এলাকায় চীনা সেনাবাহিনী-র অনুপ্রবেশ এবং উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনাও ঘটেছে।লাদাখের প্যাংগং তসো হ্রদ এবং গালভান উপত্যকায় উত্তেজনা কমাতে ভারত ও চীন-র সেনাবাহিনীর মধ্যে চলতি সপ্তাহে কমপক্ষে পাঁচ দফা আলোচনা হয়েছে এবং তা সফল হতে পারেনি।

সূত্রের খবর, চীন যদিও এই অঞ্চলে ভারতের নির্মাণ কার্যক্রমের বিষয়ে আপত্তি জানাচ্ছে। তবুও উপগ্রহ পর্যবেক্ষণ এবং গোয়েন্দা রিপোর্টে দেখা গেছে যে শ্যোক নদীর উপনদী গালভান নদীর কাছে চীন ভারতীয় পয়েন্টে-র কাছে সেনা জওয়ান আনা-নেওয়া জন্য ওই এলাকায় বেশ কয়েকটি রাস্তা তৈরি করা হয়েছে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর মুখপাত্র কর্নেল আমান আনন্দ বলেন, চীন সীমান্তে কোনও ভারতীয় সেনাকে গৃহবন্দী করা হয়নি। আমরা স্পষ্টভাবে এই জাতীয় সংবাদ অস্বীকার করি। তাঁর দাবি, সংবাদমাধ্যমগুলি যখন চিন্তা না করে সংবাদ প্রকাশ করে তা কেবল জাতীয় স্বার্থকে আহত করে। আসলে, চীন সীমান্তে ভারতীয় সৈন্যদের আটক করার খবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে উঠছে, তাতে সেনাবাহিনী অস্বীকার করেছে।

বিজেপির ডক্টর সেলের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। রবিবার বিজেপির ডক্টর সেলের উদ্যোগে আগরতলায় এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিধায়ক ডাক্তার দিলীপ দাস। সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক ডাক্তার দিলীপ দাস বলেন লকডাউন জনিত পরিস্থিতিতে রক্ত সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তের জোগান নেই বললেই চলে। এই সংকটময় মুহুর্তে ডক্টর সেলের রক্তদান শিবিরের ভূয়শী প্রশংসা করেন বিধায়ক ডাক্তার দিলীপ দাস। রক্তদানে বিভিন্ন ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সমাজসেবী সহ সকল অংশের জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। বিধায়ক ডাক্তার দিলীপ দাস আরো বলেন ব্যক্তিগতভাবে কেউ রক্তদান করতে চাইলে তাকে বাড়ি থেকে নিয়ে আসা এবং বাড়িতে পুনরায় পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

সারা দেশে ৭.১১ কোটি খাবারের প্যাকেট, ১.১০ কোটি পরিবার-কে রেশন সামগ্রী বিলি করেছে আরএসএস

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি. স.) : করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বাস্তবায়িত লকডাউনের মাঝে দরিদ্র, প্রবাসী শ্রমিক এবং অন্যান্য অভাবী মানুষকে সহায়তা করার জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এবং এর বিভিন্ন মিত্র সংগঠন সারাদেশে দিনরাত সক্রিয় রয়েছে। ২০ মে পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, সংঘ সারা দেশে ৭.১১ কোটি খাবারের প্যাকেট এবং ১.১০ কোটি থেকেও বেশি পরিবারকে রেশন সামগ্রী বিতরণ করেছে। ২৫ মার্চ থেকে লকডাউন শুরু হওয়ার সাথে সাথেই সংঘ দুঃস্থদের সাহায্য করার কাজ শুরু করে দিয়েছিল।

সংঘ আজ এক টুইট বার্তায় জানিয়েছে, সারাদেশে ৪,৭৯, ৯৪৯ স্বয়ং সেবক ৮৫,৭০১ স্থানে করোনা মোকাবিলায় জনসেবায় নিযুক্ত রয়েছেন। ২০ মে পর্যন্ত সারাদেশ থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে, ৭,১১,৪৬, ৫০০ খাবারের প্যাকেট এবং ১,১০,৫৫,৪৫০ পরিবার-কে রেশন সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে সারা দেশে ২৭,৯৮,০৯১ প্রবাসী শ্রমিকদের তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, করোনার রোগীদের চিকিৎসা সহায়তার জন্য দেশব্যাপী বিভিন্ন স্থানে রক্তদান শিবিরও আয়োজন করেছে সংঘ। ওই রক্তদান শিবির থেকে ৩৯,৮৫১ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি, দেশব্যাপী ৬২,৮১,১১৭ জন দুঃস্থ-কে মাস্ক বিতরণ করা করেছে সংঘ।

ঈদের বাজর মন্দা কদমতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৪ মে।। খুশীর ঈদে ভাটার টান। মসজিদে হবে না নামাজ বাড়িতেই বসেই নামাজ আদায় করা হবে। রমজানের পর মুসলমানদের পবিত্র ঈদুল ফিতর সোমবারে। এবার লক ডাউন থাকায় ঈদের বাজার তেমন জমজমাট হয়নি।তাতে ব্যবসায়ী মহল অখুশি নয়।ব্যবসায়ীরা ভেবেছিলেন তারা হয়ত এবার ঈদে দোকানই খুলতে পারবে না। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্